বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি
সমৃদ্ধ দেশ
উন্নত আগামী

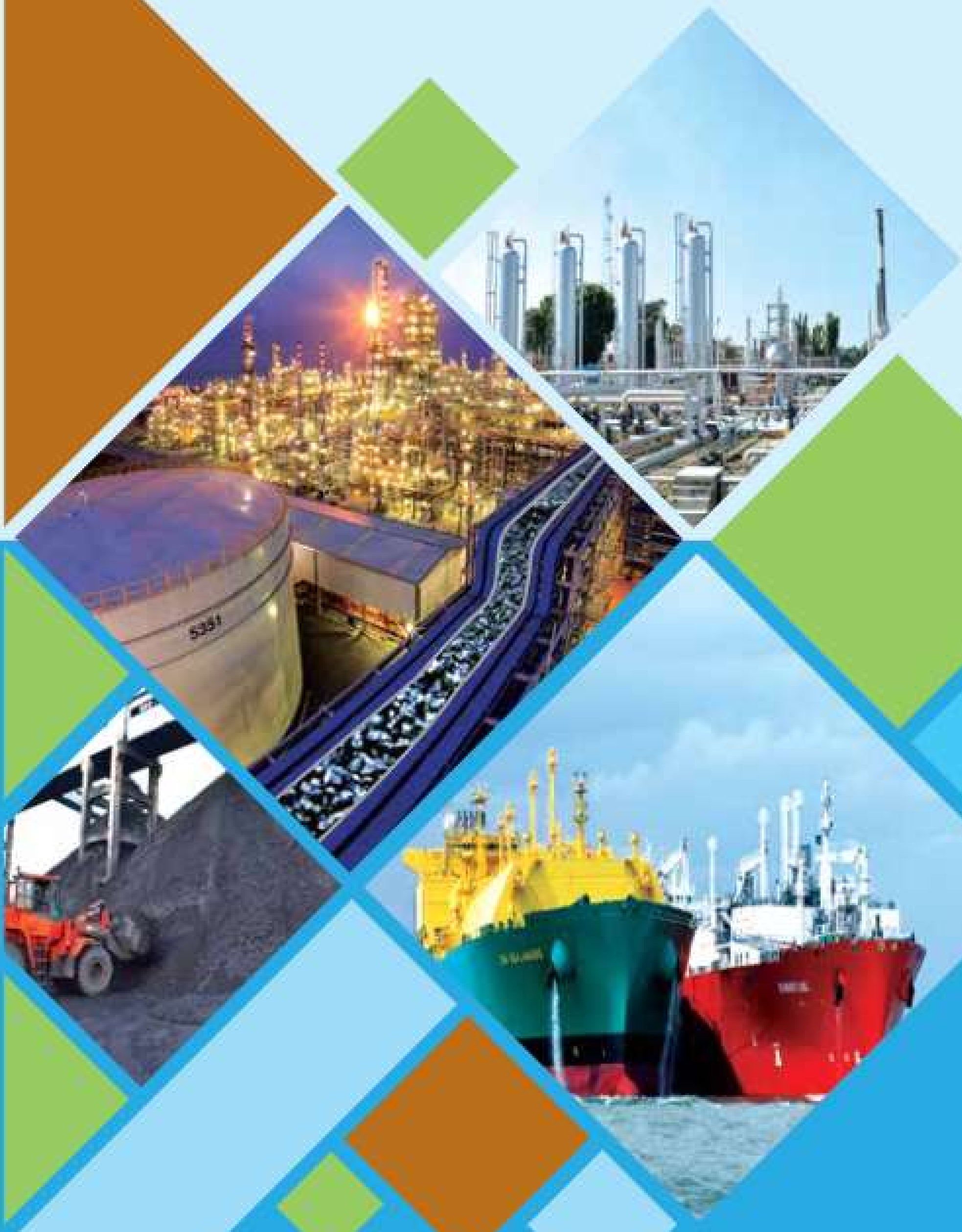

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

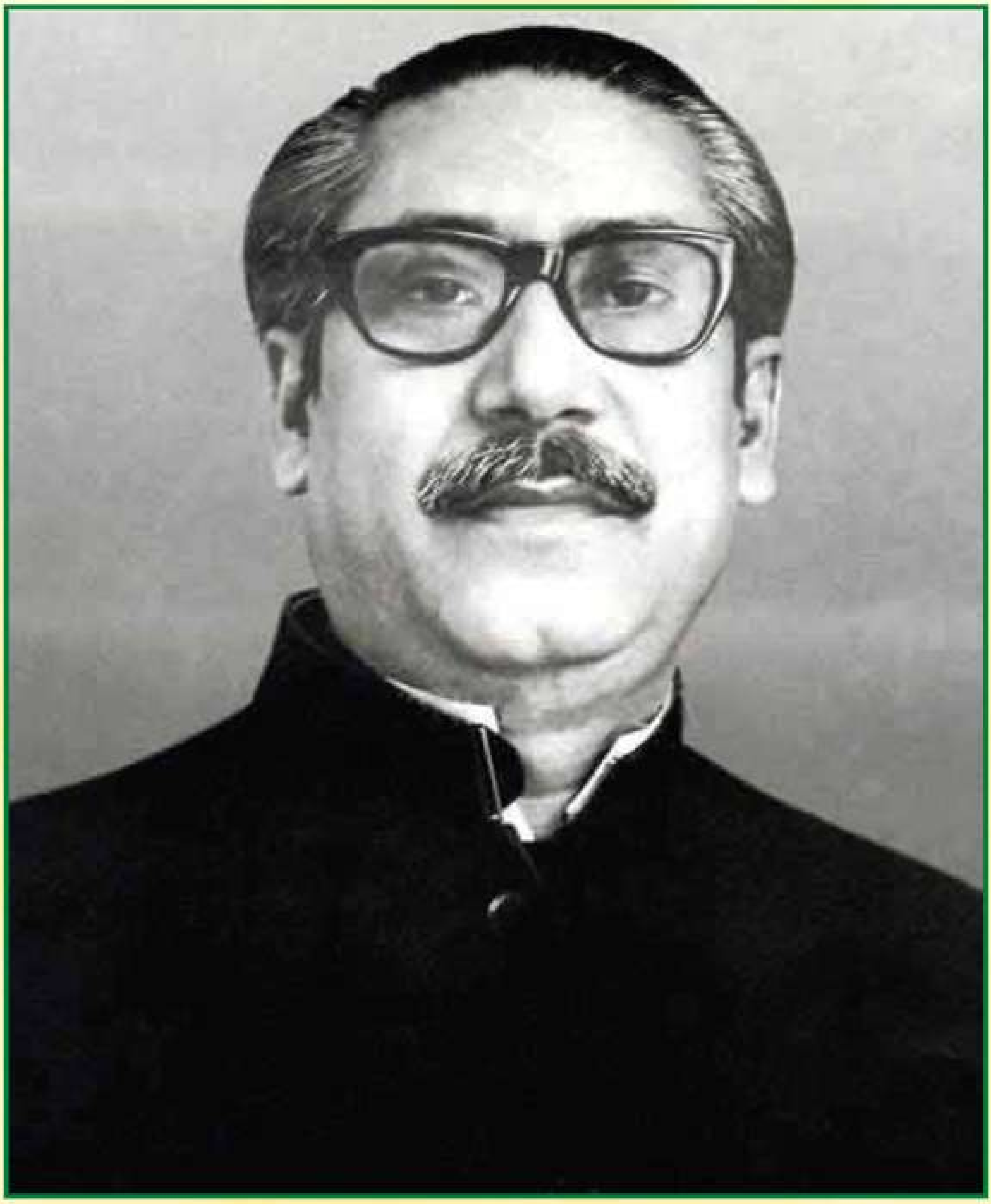

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975, এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.- কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল কার্যক্রম। বিশেষ করে গ্যাস অফুরন্ত নয়। তাই দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে অমূল্য জাতীয় সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই।

-শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

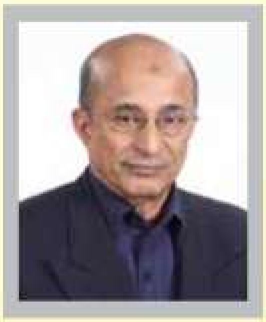

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মকান্ডের তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদন প্রকাশনার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এ উদ্যোগের প্রতি রইল শুভকামনা।

সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (উন্নয়নশীল রাষ্ট্র), রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত রাষ্ট্র), সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জ্বালানি খাতের এক যুগে এ পর্যন্ত গ্যাসক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে ৫টি, গ্যাস উৎপাদন ২৩০০ এমএমসিএফডি'র উপরে, গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৫৪ কিমি.। বিগত ১৩ বছরে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১৩.০৮ লক্ষ মেট্রিক টনে অর্থাৎ ৪.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরো ২৫৮,৮০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান। জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য মোট ৬২০ কিলোমিটার জ্বালানি তেল পাইপলাইন স্থাপন কাজ অব্যাহত রয়েছে। আমদানিতব্য অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্প সময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহনের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে। এ প্রকল্পের আওতায় সমুদ্রবক্ষে ভাসমান আমদানিকৃত তেল মাদার ভেসেল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে মার্কেটিং কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনায় সরবরাহ নিশ্চিত হবে ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয় করে জ্বালানি নিরাপত্তার সূচনা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি নীতি অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন জ্বালানির উৎস অনুসন্ধান, জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশসহ আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বাত্মক উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে জ্বালানি চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষায় সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমি মনে করি, জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী এবং সাশ্রয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির আন্দোলন আবশ্যক।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে চলছে।

বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (উন্নয়নশীল রাষ্ট্র), রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত রাষ্ট্র), সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন পেট্রোবাংলা ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জ্বালানি খাতের এক যুগে এ পর্যন্ত গ্যাসক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে ৫টি, গ্যাস উৎপাদন ২৩০০ এমএমসিএফডি'র উপরে, গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৩৫৪ কিমি.। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের আবিস্কার, উৎপাদন এবং তা সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ২০০৯ সাল হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত বিগত ১৩ বছরে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১৩.০৮ লক্ষ মেট্রিক টনে অর্থাৎ ৪.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা দেশের প্রায় ৪০-৪৫ দিনের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সক্ষম। তাছাড়া, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরো ২৫৮,৮০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য মোট ৬২০ কিলোমিটার জ্বালানি তেল পাইপলাইন স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। আমদানিতব্য অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্প সময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহনের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে। এ প্রকল্পের আওতায় সমুদ্রবক্ষে ভাসমান আমদানিকৃত তেল মাদার ভেসেল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে মার্কেটিং কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনায় সরবরাহের সুবধাদি স্থাপন কাজ চলমান। প্রধান স্থাপনা হতে চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ ডিপোতে সুবিদ্ধার্থে স্থাপন কাজ চলমান। প্রধান স্থাপনা হতে চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ ডিপোতে সরবরাহ করা হবে। আমি আশা করি, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিরবচ্ছিন্ন তেল ও গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রেখে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করবে।

জ্বালনি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওয়াসিকা আয়শা খান

সংসদ সদস্য

৩০৭ মহিলা আসন-৭, চট্টগ্রাম

সভাপতি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

সদস্য, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

সদস্য, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের সার্বিক কাজের সংখলন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিনে নেয়ার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশজ জ্বালানি নির্ভর অর্থনীতির সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানির উৎপাদক হিসেবে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন, তা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার গত এক যুগে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। গত একযুগে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে দেশের শিল্পায়ন অতীতের সকল সময়কে ছাড়িয়ে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে 'দিন বদলের ইশতেহারে' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিবেন। সেই রূপকল্প আমরা বাস্তবায়ন করেছি।

টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার, পরিবেশের ক্ষতি, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং স্বল্প পরিচালনা খরচ বিবেচনা করে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছে।

কোভিড অতিমারি এবং চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সমগ্র বিশ্ব এখন সংকটময় অবস্থায়। কাজেই প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে সুনাগরিক হিসেবে সকলকে মিতব্যয়ী হতে আমি বিনীত আহবান জানাই।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় শেখ হাসিনা,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

০৩/১০/২০২২.

(জনাব ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মাহবুব হোসেন
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০০৯ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক মোট ৩১,৭৬০.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৪৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ২২,২৬৬.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কক্সবাজারের মহেশখালিতে প্রতিটি দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমএসসিএফডি) ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল অর্থাৎ Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন করে জাতীয় গ্রীডে আরএলএনজি সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। উক্ত দু'টি টার্মিনালের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১১.৫২ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএনজি আমদানি করা হয়েছে। বিগত এক দশকে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১,০০৮ এমএমএসসিএফডি এবং নতুন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপিত হয়েছে ১,৩৫৪ কিলোমিটার। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ ছাড়া, সকল আবাসিক গ্যাস গ্রাহককে প্রিপেইড গ্যাস মিটারের আওতায় আনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জ্বালানি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২০০৯ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১৩.০৮ লক্ষ মেট্রিক টনে অর্থাৎ ৪.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করা হয়েছে যা দেশের প্রায় ৪০-৪৫ দিনের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সক্ষম। তাছাড়া, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরো ২৫৮,৮০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে জ্বালানি তেল মজুদের সক্ষমতা প্রায় ৪৫-৫০ দিনে উন্নীত হবে। জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য মোট ৬২০ কিলোমিটার জ্বালানি তেল পাইপলাইন স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। আমদানিতব্য অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্প সময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহণের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সমুদ্রবক্ষে ভাসমান আমদানিকৃত তেল মাদার ভেসেল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে মার্কেটিং কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনায় সরবরাহের সুবিধাদি স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। প্রধান স্থাপনা হতে চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে নারায়নগঞ্জ ডিপোতে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হবে। জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জ্বালানি খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১; বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯ এবং বেসরকারি পর্যায়ে এলএনজি আমদানি নীতিমালা, ২০১৯, দেশজ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯, খোলা বাজার থেকে প্রিপ্রেইড গ্যাস মিটার সংগ্রহ ও স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, উৎপাদন করে তা সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ মাহবুব হোসেন)

সূচিপত্র

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ	১৪-১৭
ব্লু ইকোনমি সেল	১৮-২০
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন সংস্থা, সেল, অধিদপ্তর, দপ্তর ও কোম্পানিসমূহ	২১-২২
পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম	২৩
পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন ১৩টি কোম্পানিসমূহ	২৪
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)	২৫
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	২৬-৩৭
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)	৩৭-৪২
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)	৪৩-৪৬
তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)	৪৭-৫৩
বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)	৫৩-৫৬
কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কেজিডিসিএল)	৫৬-৬১
জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)	৬২-৬৬
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)	৬৬-৬৯
সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)	৬৯-৭৩
রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)	৭৪-৮৩
গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)	৮৩-৮৭
বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)	৮৮-৯৪
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)	৯৫-৯৭
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)	৯৮-১০৬
পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (পিওসিএল)	১০৭-১১৪
যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল)	১১৫-১২২
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল)	১২৩-১২৬
ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)	১২৭-১৪৩
এলপি গ্যাস লিমিটেড	১৪৩-১৪৬
স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল)	১৪৬-১৪৮
ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড	১৪৯-১৫০
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)	১৫১-১৫৪
বাংলাদেশ পেটোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)	১৫৫-১৬০
হাইড্রোকার্বন ইউনিট (এইচসিইউ)	১৬১-১৭০
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের (বিইআরসি)	১৭১-১৭৭
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)	১৭৮-১৮১
বিস্ফোরক পরিদপ্তর	১৮২-১৮৬

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেলওয়েল হতে ৫ টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারি ভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়া পত্তন ঘটে। সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) ও রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানির চাহিদাপূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এক দশকে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতো মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুকরণীয় রোল মডেল। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ইতোমধ্যে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ৮.১৩-এ উন্নীত হয়েছে; যা বর্তমান মহামারীর কারণে বাধা গ্রস্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। করোনা পরিস্থিতিতে প্রথম দিকে জ্বালানি চাহিদা কমে গেলেও ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

গত ১৪ বছরে জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন

বিবরণ	২০০৯	জুন ২০২২	বৃদ্ধি
দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ	১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট	২৭৫২ মিলিয়ন ঘনফুট	১০০৮ মিলিয়ন ঘনফুট
এলএনজি আমদানির সক্ষমতা	০	১০০০ এমএমসিএফডি	১০০০ এমএমসিএফডি
গ্যাস ক্ষেত্র	২৩ টি	২৮টি	৫টি
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ	২১০২ কিঃমিঃ	৩৪৫৬ কিঃমিঃ	১৩৫৪ কিঃমিঃ
খনন রিগ সংগ্রহ	---	৪টি ক্রয় ও ১ টি পুনর্বাসন	৫ টি
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ	২,৬৮০ লাইন কিঃমিঃ	৩১,৫০২ লাইন কিঃমিঃ	২৮,৮২২ লাইন কিঃমিঃ
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ	৭৬৬ বর্গ কিঃমিঃ	৬,০৬১ বর্গ কিঃমিঃ	৫,২৯৫ বর্গ কিঃমিঃ
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	৫৫৭ লাইন কিঃমিঃ	১৯,৭৭৩ লাইন কিঃমিঃ	১৯,২১৬ লাইন কিঃমিঃ
সরকারি ভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ	৩৩.২৬ লক্ষ মেঃ টন	৬৯.০৫ লক্ষ মেঃ টন	৩৫.৭৯ লক্ষ মেঃ টন
জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা	৩০ দিন (৮.৯৩ লক্ষ মেঃটন)	৪০-৪৫ দিন (১৩.০৮ লক্ষ মেঃ টন)	১০-১৫ দিন (৪.১৫ লক্ষ মেঃ টন)
এলপিজি সরবরাহ	৪৫ হাজার মেঃ টন	১৪.২৮ লক্ষ মেঃ টন	১৩.৮৩ লক্ষ মেঃ টন

গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সালে তা দৈনিক ২,৭৫২ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়। এদিকে, আগস্ট, ২০১৮ থেকে ১ম এফএসআরইউ এবং এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ২য় এফএসআরইউ কমিশনিং এর ফলে বর্তমানে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ২৩১৩ এমএমসিএফডি। ফলে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ধিত হারে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

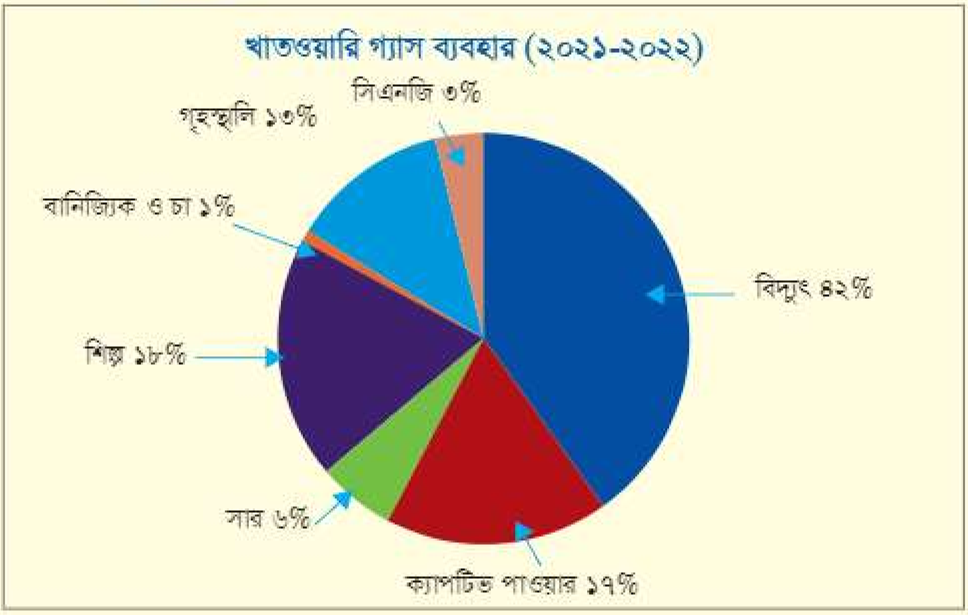

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার চিত্রঃ জুন ২০২২

গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম

- বর্তমান সরকারের সময়ে (২০০৯-২০২২) সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ , ভোলা নর্থ ও জকিগঞ্জ নামে মোট পাঁচটি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে।
- বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ৪টি রিগ ক্রয় ও ১টি রিগ পুনর্বাসন করাসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

গ্যাস সঞ্চালন কার্যক্রম

- ২০০৯-২০২২ সময়ে ১৩৫৪ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০৮৭ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- আরও ২৬৭ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ সমুন্নত রাখার জন্য ২টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে (আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)।
- গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সারা দেশে সম্প্রসারণ এবং আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও ৭টি প্রকল্পের অধীনে মোট ৬৩৭ কিঃমিঃ গ্যাসসঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এলএনজি যুগে বাংলাদেশ

- কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল Floating Storage Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন করে আগস্ট, ২০১৮ হতে জাতীয় গ্রীডে আরএলএনজি/প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে।
- ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন আরও একটি FSRU স্থাপনের কাজ শেষ করে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরাবরাহ করা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট আর-এলএনজি জাতীয় গ্রীডে যোগ করার সক্ষমতা হয়েছে।

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান

- বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের ২টি ব্লক SS-০৪ এবং SS-০৯ এ স্বাক্ষরিত ২টি পিএসসির আওতায় ২টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি ONGC Videsh Ltd. (OVL) Ges Oil India Ltd. (OIL) যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

- বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় ২২টি ব্লকে মোট ৩২,০০০ লাইন কিলোমিটার 2D Non-Exclusive Multi-Client Seismic Survey পরিচালনার জন্য TGS-Schlumberger JV এবং পেট্রোবাংলার মধ্যে গত ১১ মার্চ, ২০২০ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শকের সহায়তা নিয়ে অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৯ পরিমার্জনার কাজ পেট্রোবাংলার প্রান্তে চলমান রয়েছে। সরকারের অনুমোদন স্বাপেক্ষে শীঘ্রই বিডিং রাউন্ড আহবান করা হবে।

কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লং ওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ মেট্রিক টন উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হয়।
- উৎপাদিত সম্পূর্ণ কয়লা বর্তমানে বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।

কঠিনশিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্লাবের ব্যবহার

- মধ্যপাড়া খনির পাথর/কঠিন শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্লাব হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন কার্যক্রম সম্পন্ন রয়েছে।

তরল জ্বালানি সরবরাহ কার্যক্রম

- ২০০৯-২০২১ সময়ে দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি তরল জ্বালানি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে ২০০৯ সালে দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ছিল ৪০.৪৩ লক্ষ মেঃ টন।
- ২০২১ সালে দেশে মোট ৮৬.৩২ লক্ষ মেঃটন জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়।
- জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে ৫০% তেল জিটুজি (G to G) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে।
- দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে।
- গ্যাসক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট থেকে দেশের পেট্রোল এবং অকটেনের অধিকাংশ চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।
- মংলায় ১ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম)

- বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অপরিশোধিত/পরিশোধিত জ্বালানি তেল বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের মাদার ভেসেল থেকে ছোট ছোট জাহাজের (লাইটারেজ) মাধ্যমে খালাস করা হয়। ফলে সময় ও অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি হয়।
- এ প্রেক্ষাপটে আমদানিকৃত তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্রে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং সেখান থেকে সাব-সী পাইপলাইনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল সরাসরি ইআরএল এর শোর ট্যাংকে এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করার জন্য 'সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২২০ কি.মি পাইপলাইনের মধ্যে ২১৪ কি.মি পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। মহেশখালিতে ৬টি ট্যাংক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধি

- জানুয়ারি ২০০৯ এ লিক্যুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) মোট সরবরাহ ছিল ৪৫ হাজার মেঃ টন। বর্তমানে এ পরিমাণ প্রায় ৩০ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের জনবান্ধব এবং সময়োপযোগী এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি ১৮টি কোম্পানি এলপিজি আমদানি ও বাজারজাত করছে এবং গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ।

উল্লেখযোগ্য চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

- আমদানিকৃত পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল দ্রুত এবং সহজে খালাসের জন্য ২২০ কিঃ মিঃ পাইপলাইন ও ট্যাংক ফার্মসহ এসপিএম স্থাপন।
- উড়োজাহাজের জ্বালানি 'জেট ফুয়েল' সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কাঞ্চন ব্রীজ হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ।
- ১৩১.৫০ কিঃমিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপন।
- ৩টি তেল কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম ২৫০ কিঃ মিঃ তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিঃ ইউনিট-২ স্থাপন।
- মংলা-দৌলতপুর তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।
- পার্বতীপুর-রংপুর তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।
- পার্বতীপুর-বগুড়া তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।
- কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণ।
- পটুয়াখালীতে পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী স্থাপন।

ব্লু ইকোনমি সেল
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রনয়ণ করা হয় The Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974. তিনি তৎকালীন এই আইনের দ্বারা সামুদ্রিক সম্পদের এবং পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় সম্পাদিত হয় ।

জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল (International Tribunal of the Law on the Sea-ITLOS) কর্তৃক ২০১২ সালে বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের রায়ে (United Nations Permanent Court of Arbitration -UNPCA) ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও ভারত এর সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই বিশাল সমুদ্র অঞ্চলের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সমুদ্র সংক্রান্ত দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়ের জন্য গত ২৯ জুন, ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অস্থায়ী ব্লু ইকোনমি সেল গঠনের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেন। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ব্লু ইকোনমি সেল এর লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে ব্লু ইকোনমি সেল গঠন করা হয়।

সেলের কার্যপরিধি

ক) ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করা;

খ) প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিয়ে সভা করা;

গ) প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা;

ঘ) স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা; এবং

ঙ) একটি পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী সেল গঠনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

জনবল কাঠামো

১।	অতিরিক্ত সচিব	- ১ জন
২।	যুগ্ম-সচিব	- ১ জন
৩।	কমডোর পর্যায়ের কর্মকর্তা	- ১ জন
৪।	উপসচিব	- ২ জন
৫।	ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক, পেট্রোবাংলা	- ১ জন
৬।	উপ-পরিচালক, জিএসবি	- ১ জন
৭।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	- ৪ জন
৮।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	- ৩ জন
৯।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	- ৪ জন
১০।	অফিস সহায়ক	- ৭ জন

গত ৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি, ব্লু ইকোনমি সেল অফিসের কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সেলে বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড হতে একজন মহাব্যবস্থাপক, জিএসবি'র একজন উপ-পরিচালক ও বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড হতে একজন সহকারী ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য পদে মোট ০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

(২) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

- এ সেল সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি তিন মাস অন্তর ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া, অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে নিয়মিত ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক তাদের প্রাধিকার/প্রাধান্য বিবেচনা পূর্বক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় এই কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয় ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর এর সাথে সমন্বয় করে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

- **ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সমন্বয় সভাঃ** এ অর্থ বছরে ব্লু ইকোনমি সেল সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সাথে ০২ টি সমন্বয় সভা আয়োজন করেছে।

- **ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কর্মশালা/ওয়েবিনার:** এ অর্থ বছরে ব্লু ইকোনমি সেল "Blue Economy Related Database Management: Prospects & Challenges", "The Marine Fisheries Resources of Bangladesh" এবং "Development of the Marine Spatial Planning (MSP) for Bangladesh এবং Estimation of blue carbon sequestration in the Bay of Bengal and the Coastal region" শীর্ষক ০৩ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মশালা আয়োজন করেছে। এসকল ওয়েবিনার/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কর্মশালার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, অংশীদারদের নিকট সরকারের ব্লু ইকোনমি পলিসি ও তৎপরতা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিসরে এই নতুন দিগন্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর-এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ব্লু ইকোনমি সেলের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে।

- **ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে বিভিন্ন মতবিনিময় সভা এবং প্রতিবেদন প্রণয়নঃ** ব্লু ইকোনমি সেল এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। এ সকল সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্লু ইকোনমি উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টরে অবদান রাখছে।

- **ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পঃ** ব্লু ইকোনমি সেল ০২ টি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে।

- **ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট প্রকাশনাঃ** ব্লু ইকোনমি সেল হতে "সুনীল অর্থনীতি ও বাংলাদেশ সরকারের অগ্রযাত্রা (২০১৭-২০২১): শীর্ষক ০১টি প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, আরও একটি প্রকাশনার কাজ চলমান রয়েছে।

- **ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটি/প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণঃ** একাদশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর-এর ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় গৃহীত সকল প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটি/প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় ব্লু ইকোনমি সেলের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছে।

ছবিঃ মোঃ মাহবুব হোসেন, সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ব্লু ইকোনমি সেল

(৩) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক প্রকল্পঃ

ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ক্রমিক	প্রকল্পরে নাম	অগ্রগতি
১	"Development of the Marine Spatial Planning (MSP) for Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।	প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
২	"Estimation of blue carbon sequestration in the Bay of Bengal and the Coastal region of Bangladesh." শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।	সমীক্ষা প্রকল্পের খসড়া ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
৩	"বঙ্গবন্ধু সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন ফান্ড"	"বঙ্গবন্ধু সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন ফান্ড" গঠণের বিষয়ে একটি খসড়া ধারণাপত্র জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪) ব্লু ইকোনমি সেলের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

ব্লু ইকোনমি সেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নে দেয়া হল:

- নিয়মিতভাবে ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার তৈরী করা;
- বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমির টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা স্থাপন করা;
- নিয়মিতভাবে সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে ব্লু ইকোনমি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- জাতীয় স্বার্থে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য অস্থায়ী ব্লু ইকোনমি সেলকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
- ব্লু ইকোনমি সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন সংস্থা, সেল, অধিদপ্তর, দপ্তর ও কোম্পানিসমূহ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

↓

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

↓

- বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
    - বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)
    - বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড
    - সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড
    - গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড
    - তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
    - বাখরাবাদ ডিস্টিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
    - জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড
    - পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
    - কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
    - সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
    - রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
    - বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড
    - মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড
- ব্লু ইকোনমি সেল
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)
- বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)
- খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
- বিস্ফোরক পরিদপ্তর
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)
    - পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
    - মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড
    - যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
    - ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড
    - এল পি গ্যাস লিমিটেড
    - ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডারস লিমিটেড
    - স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

PETROBANGLA

TGTDCL RPGCL BAPEX BCMCL SGFL MGMCL BGFCL TGTDCL SGCL GTCL PGCL KGDCL JGTDSL BGDCL

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২১-২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার পরিচিতি:

২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন করপোরেশন" (বিএমইডিসি) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি)-কে বাংলাদেশ তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫ এর মাধ্যমে বিওজিসি'কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৮৫ সালের ১১ এপ্রিল জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিওজিসি ও বিএমইডিসিকে একীভূত করে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (বিওজিএমসি) গঠন করা হয়। অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই করপোরেশনকে "পেট্রোবাংলা" নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তৈল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী পেট্রোবাংলার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) বাংলাদেশ সরকারের নীতি অনুযায়ী দেশের তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন, সঞ্চালন, পরিচালন ও বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা;

(খ) করপোরেশনের আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কাজের সুষ্ঠু তদারকি করা;

(গ) দেশে উৎপাদিত গ্যাস কনডেনসেট, জ্বালানি তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ এবং এলএনজি (Liquefied Natural Gas) আমদানী ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করা;

(ঘ) তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের নিমিত্ত গবেষণা পরিচালনা করা;

(ঙ) তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানির সহিত উৎপাদন বন্টন চুক্তি সম্পাদন এবং স্বাক্ষরিত উৎপাদন বন্টন চুক্তি অনুযায়ী কার্যাদি তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করা;

(চ) গ্যাস ও খনি সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাৎসরিক সরকারি তহবিল, বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগীতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

(ছ) পেট্রোবাংলার অধ্যাদেশ অনুযায়ী, বর্তমানে পেট্রোবাংলার কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম, আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহের (আইওসি) সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি) পরিচালনা ও তদারকি করা।

(জ) পেট্রোবাংলার কাজের ধরণ ও পরিধি বর্তমানে বহুল পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে। তৈল, গ্যাস ও সম্পদ অনুসন্ধান উন্নয়ন, উত্তোলন, সঞ্চালন, পরিচালন ও বিতরণ ব্যবস্থা নির্দিষ্টভাবে সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলা বিশেষায়িত কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে পেট্রোবাংলার আওতাধীনে নিম্নবর্ণিত ১৩টি কোম্পানি পরিচালিত হচ্ছে।

পেট্রোবাংলা-এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানিসমূহ

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

বাংলাদেশ তৈল গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা):

ক) গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলা উৎপাদন:

গ্যাস	৮৪৩.০৪৫ বিসিএফ
কয়লা	৪,৮৭,৮৬২.৫৩৬ মেট্রিক টন
কঠিন শিলা	৯,৬৩,৬২৮.০৮০ মেট্রিক টন

জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য:

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত সংখ্যা		সর্বমোট
			কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১।	পেট্রোবাংলা	৬৫২	১৫১	১৯৯	৩৫০
২।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)	১৯৯৯	৩৫৬	২৩৫	৫৯১
৩।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ	১৩৯০	৩৪৩	৪১৮	৭৬১
৪।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৯৬৩	২৮৫	২৫৮	৫৪৩
৫।	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৩৭৩৬	৯৮৯	১০৫১	২০৪০
৬।	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ	৯২০	২৮৩	১৭২	৪৫৫
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	১১০৬	২০৩	২৫৮	৪৬১
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	১১৬১	২৫৬	১২৭	৩৮৩
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৩৭৭	১৮৮	১১	১৯৯
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৫২২	৭৩	০	৭৩
১১।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	৯০৭	৪৩৫	১৩১	৫৬৬
১২।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৪২৯	১৬৩	২৬	১৮৯
১৩।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৫১৫	৭৯	১৯৪	২৭৩
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৪৪৭	১৩৫	৪৮	১৮৩
সর্বমোট =		১৫,১২৪	৩৯৩৯	৩১২৮	৭,০৬৭

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

কোম্পানির পরিচিতি:

বাপেক্স গঠন	:	১ জুলাই ১৯৮৯
বাপেক্স গঠন (অনুসন্ধান কোম্পানী হিসেবে)	:	২৩ এপ্রিল, ২০০২
রেজিস্টার্ড অফিস	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৭ ইমেইল: secretary@bapex.com.bd ওয়েব সাইট: www.bapex.com.bd
স্থায়ী জনবল	:	মোট ৫৯৪ জন (কর্মকর্তা ৩৫৯ জন এবং কর্মচারী ২৩৫ জন)
মোট অনুসন্ধান কূপ	:	১৮ টি (শ্রীকাইল নর্থ-১এ চলমান)
মোট উন্নয়ন কূপ	:	১৪ টি (বাপেক্স মালিকানাধীন)
মোট ওয়ার্কওভার কূপ	:	৪৮ টি (সেমুতাং-৫ চলমান)
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	:	১০ টি
উৎপাদনক্ষম গ্যাসক্ষেত্র	:	৭ টি
মোট গ্যাস মজুদ	:	২,৯০৬.৪৫ বিসিএফ (উত্তোলনযোগ্য ২০২১.০ বিসিএফ)
দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	:	১৪২.৯২ মিলিয়ন ঘনফুট (গড় উৎপাদন)
মোট গ্যাস উৎপাদন	:	৫৪০.৬৪৮৫ বিসিএফ
মোট কনডেনসেট উৎপাদন	:	৪,৭৮,৩৬৯.২৭৫ ব্যারেল
মোট ভূতাত্ত্বিক জরীপ	:	৩,২৮৯ লাইন-কিলোমিটার
মোট দ্বিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	১৭,৭২১ লাইন-কিলোমিটার
মোট ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	৪,০৭০ বর্গ কিলোমিটার
খনন রিগের সংখ্যা	:	৪ টি (২ টি রিগ একইসাথে ওয়ার্কওভার কাজের উপযোগী)
ওয়ার্ক-ওভার রিগের সংখ্যা	:	২ টি
মাড ল্যাবরেটরি	:	৪ টি
মাডলগিং ইউনিট	:	৩ টি
সিমেন্টিং ইউনিট	:	২ টি

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

১৯৮৯ সালে পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান পরিদপ্তর বিলুপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানী (বাপেক্স) গঠন করা হয়। এর মূল কার্যক্রম ছিল দেশের অভ্যন্তরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। মূলতঃ বাপেক্সের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৪ সালে ওজিডিসি অব পাকিস্তান এর মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওজিডিসি (বাংলাদেশ) ও তৈল সন্ধানী এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৭৪ সালে বিওজিএমসি (পেট্রোবাংলা) এর অনুসন্ধান পরিদপ্তরের অধীনে দীর্ঘ ১৫ বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৮৯ সালে কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাপেক্স। উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা। বিগত ২০০০ সালে সরকার বাপেক্স-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং বিস্তৃত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রমও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে। বর্তমানে বাপেক্স দেশের অভ্যন্তরে স্থলভাগে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল মূল কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ/সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে বাপেক্স তেল, গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরীপসহ উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, পূর্ত উন্নয়ন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ, খনন, ওয়ার্কওভার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহঃ

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ - ৯৫ লাইন কিঃ মিঃ

২) দ্বিমাত্রিক জরিপ ১,৮৯৪ লাইন কিঃ মিঃ

৩) অনুসন্ধান কূপ খনন- ২ টি (শ্রীকাইল নর্থ-১এ চলমান)

৪) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম - ৫ টি (১টি চলমান)

৫) গ্যাস উৎপাদন ১,৪১৫.৯৯৪১ এমএমসিএম

৬) কনডেনসেট উৎপাদন ১১,১০০.২৬ হাজার লিটার

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

ভূতাত্ত্বিক বিভাগের কার্যক্রম

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল সিলেট জেলার জৈন্তাপুর ও কানাইঘাট এলাকায় ৯৫ লাইন কি.মি. ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে। এসময় ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল মোট ১৪টি ছড়া/সেকশনে জরিপ করে ৭০ টি শিলা নমুনাসহ ০২ টি গ্যাস নমুনা এবং ০১টি পানি নমুনা সংগ্রহ করেছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশক্রমে দেশের আট (০৮) জেলার আট (০৮) টি গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিন পরিদর্শন করতঃ সংগ্রহকৃত তথ্য এবং নমুনাসমূহ পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ভূগঠন এর উপর একটি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

আলোচ্য বছরে বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান ত্রিমাত্রিক সাইসমিক ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে সুন্দলপুর # ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ, বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ ও শ্রীকাইল নর্থ # ১এ অনুসন্ধান কূপের প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা নিরসনে বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রের অধিকতর গভীর জোনে গ্যাসের উপস্থিতি অনুসন্ধানের লক্ষ্যে শ্রীকাইল ডিপ # ১ অনুসন্ধান কূপ এবং মোবারকপুর ডিপ # ১ অনুসন্ধান কূপের প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রীকাইল # ৫ , দোয়ারাবাজার ইস্ট # ১, দোয়ারাবাজার ওয়েস্ট # ১, ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ # ১ ও জকিগঞ্জ # ২ কূপ এলাকার বিদ্যমান সাইসমিক, ভূতাত্ত্বিক ও খনন তথ্য-উপাত্ত পুনঃমূল্যায়ন এর কাজ চলমান রয়েছে।

মাননীয় সিনিয়র সচিব মহোদয়ের শ্রীকাইল ইস্ট-১ গ্যাসক্ষেত্র পরিদর্শন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কূপ প্রস্তাবনা, বাপেক্স কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সংগৃহিত টু-ডি ও থ্রি-ডি সাইসমিক ডাটা এবং বিদ্যমান কূপের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাপেক্সের শ্রীকাইল গভীর কূপ-১, মোবারকপুর গভীর কূপ-১, শ্রীকাইল নর্থ-১এ, শরীয়তপুর-১ এবং সুন্দলপুর-৩ এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. এর আওতাধীন রশিদপুর গভীরকূপ-১, কৈলাশটিলা-৮ এবং সিলেট-১০ কূপসমূহের Geological Technical Order (GTO) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বাপেক্স এর বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপ এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. এর খননতব্য রশিদপুর-১১ অনুসন্ধান কূপ এর GTO তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। গত ২৭/০৬/২০২২ তারিখ শ্রীকাইল নর্থ-১এ কূপের খনন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পের আওতায় জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপে বাপেক্স-এর রিফারবিস ও আপগ্রেডকৃত ওএফআই মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। কূপটির খনন কাজ ২৯৮১.৩২ মিটার গভীরতায় সমাপ্ত করা হয় এবং খনন চলাকালীন সময়ে মাডলগিং ইউনিটে প্রাপ্ত গ্যাস-শো ডাটা, খনন ডাটা ও ওয়্যারলাইন লগ ডাটার ভিত্তিতে ২৮৮৪-২৮৭২ মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করে কূপ পরীক্ষণ করা হয় এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক গ্যাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়ায় দেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্র হিসেবে সরকার কর্তৃক ঘোষণা করা হয়।

সম্প্রতি ওয়েদারফোর্ড মাডলগিং ইউনিটটি রিফারবিস ও আপগ্রেড করা হয়েছে এবং সালদানদী-২ ওয়ার্কওভার কাম ড্রিলিং কূপে মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত কূপে ওয়ার্কওভারের পাশাপাশি ইতোমধ্যে অতিরিক্ত ১১২মিটার খনন করে মোট ২৫৯০মিটার গভীরতায় কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অপরদিকে শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পের অর্থায়নে একটি মাডলগিং ইউনিট ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জকিগঞ্জ #১ অনুসন্ধান কূপের ওপেন হোল এবং কেসড হোল সেকশনে পরিচালিত ওয়্যারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সংগৃহিত মাডলগ ও ওয়্যারলাইন লগ বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্বব্যাপী পেট্রোলিয়াম সেক্টরে ব্যবহৃত টেকলগ সফটওয়্যার ব্যবহার করে গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ করে মজুদ নির্ধারণ/মূল্যায়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে একটি জোনে সকল ডিএসটি সম্পন্ন করে কূপটি থেকে দৈনিক (প্র) ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে। জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের প্রাক্কলিত মজুদ ৬৮ বিসিএফ নির্ধারণ করা হয়েছে তন্মধ্যে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ৪৮ বিসিএফ। শ্রীকাইল #৪, ফেঞ্চুগঞ্জ

#৪, কৈলাশটিলা #৩ ও সালদা #২ ওয়ার্কওভার কাম ড্রিলিং কূপ এবং এসজিএফএল-এর সিলেট #৮ ও কৈলাশটিলা #৭ কূপ সমূহের ওয়ার্কওভার কার্যক্রমে পরিচালিত ওয়্যারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ এবং পারফোরেশন করে সফলভাবে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ওয়ার্কওভার কার্যক্রমগুলির মাধ্যমে শ্রীকাইল #৪ কূপ হতে দৈনিক (±) ২০ মিলিয়ন ঘনফুট, কৈলাশটিলা #৪ কূপ হতে দৈনিক (±) ১০ মিলিয়ন ঘনফুট, কৈলাশটিলা #৩ কূপ হতে দৈনিক (±) ১০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং সালদা #২ ওয়ার্কওভার কাম ড্রিলিং কূপ হতে দৈনিক (±) ৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

ভূপদার্থিক বিভাগের কার্যক্রমঃ

তেল/গ্যাস অনুসন্ধান বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম স্বল্প অনুসন্ধানকৃত দেশের একটি। বাংলাদেশে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম মূলত দেশের পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ। ইতোপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরীপ এবং সম্প্রতি পরিচালিত জরীপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে ধারণা করা যায় যে, দেশের মধ্যাঞ্চল তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা ভূতাত্ত্বিকভাবে বেঙ্গল ফোরডিপ ও হিঞ্জজোন নামে পরিচিত। ২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন বক ১৫ এবং ২২ প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২০২২ মাঠ মৌসুমে ১,৮৯৪ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ১,৫০০ লাইন কি.মি.)। আসন্ন মাঠ মৌসুমে উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য প্রস্তুতি চলমান।

প্রস্তাবিতব্য "২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার ব্লক-৭ ও ব্লক-৯" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি জিডিএফ এর অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং Liquidity Certificate প্রাপ্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। International Seismic Service Provider নিয়োগের লক্ষ্যে EOI এর সংক্ষিপ্ত তালিকা বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদে অনুমোদিত হয়েছে। প্রস্তাবিতব্য "২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার ব্লক-৬বি সাউথ ও ব্লক-১০" শীর্ষক প্রকল্পটি ৬ জুন ২০২২ তারিখ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে। বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদে Engagement of International Seismic Service Provider এর প্রেক্ষিতে EOI অনুমোদিত হয়েছে। যানবাহন ভাড়াকরণ, অস্থায়ী জনবল নিয়োগসহ যন্ত্রপাতি, হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান আছে।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব নাজমুল আহসান স্যার এবং বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় জনাব মোহাম্মদ আলী স্যারের "২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন বক ১৫ এবং ২২" প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন

"৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া স্ট্রাকচার" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ০৬/০৬/২০২২ তারিখ চূড়ান্ত অনুমোদন এবং ১৩/০৬/২০২২ তারিখ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পিট ম্যাগাজিনের স্থান চিহ্নিত সম্পন্ন, চুক্তির কার্যক্রম চলমান আছে। "৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার দোয়ারাবাজার, ছাতক ও কোম্পানীগঞ্জ এরিয়া" শীর্ষক প্রকল্পটি মন্ত্রনালয় কর্তৃক জিডিএফ এর অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইসিটি উপবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আইসিটি উপবিভাগ নিজস্ব কারিগরি জনবল দ্বারা বাপেক্সের ওয়েব ও মেইল সার্ভার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। সম্প্রতি বাপেক্স ওয়েবসাইট রি-ডিজাইন ও তথ্যবহুল করা হয়েছে। এ ছাড়া ডেডিকেটেড ইন্টারনেট লাইন এর সাহায্যে অনলাইন মাড লগিং ইউনিট, ডিজিটাল ড্রিলিং এবং সাইসমিক ও জিওলজিক্যাল ডাটা মনিটরিং সিস্টেম সচল রাখছে। এছাড়া বর্তমানে প্রায় সকল খনন ও গ্যাস ক্ষেত্র স্থাপনাকে রিমোট সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। সর্বোপরি প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন স্থাপনার সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, রিয়েল টাইম ডাটা মনিটরিং সিস্টেম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। সমস্ত বাপেক্স ভবন ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক এর আওতাধীন। বর্তমানে বাপেক্সের ২৬৫টি ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটার-এ ১৮১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। আইসিটি উপবিভাগের তত্ত্বাবধানে বাপেক্স ভবনে আধুনিক প্রযুক্তি আইপি-পিএবিএক্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। আইসিটি উপবিভাগ বাপেক্স ভবনে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করেছে। এ ছাড়া ই-নথি ও ই-জিপি চলমান আছে। আইসিটি উপবিভাগ বাপেক্সের ওয়েব পোর্টাল নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে থাকে। সদ্য ই-স্টোর অনলাইন ডাটা ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, এইচ আর এম সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতাসহ ডিজিটাল করার কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া ড্রিলিং রিগ, প্রসেস প্লান্ট পরিচালনায় ব্যবহৃত পিএলসি / ডিসিএস সিস্টেমের শিডিউল আপগ্রেডেশন ও ট্রাবলশুটিং কাজে আইসিটি উপবিভাগের মাধ্যমে সহযোগিতা বজায় রাখা হয়।

পরীক্ষাগার বিভাগের কার্যক্রমঃ

ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক সীতাকুন্ড ভূগঠন থেকে ২০২০-২১ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত আউটক্রপ এবং ভূপদার্থিক বিভাগ কর্তৃক সিলেট জেলার জৈন্তাপুর এলাকা থেকে সংগৃহীত নমুনাসমূহের TOC বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ, ফেঞ্চুগঞ্জ #৩ ওয়ার্কওভার ও সালদা # ২ ওয়ার্কওভার কূপের ডিএসটি অপারেশনের সময় সংগৃহীত গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহের বিশ্লেষণান্তে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট #৮ ওয়ার্কওভার কূপের টেস্টিং এর সময় গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জ, শ্রীকাইল, শাহবাজপুর, বেগমগঞ্জ ও সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত ওয়েলহেড ও সেলস গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনা বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়নান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার রুহিতা গ্রাম ও খুলনা জেলার লবণ চড়া থানার মাথাভাঙ্গা গ্রামের নলকূপ হতে উদগীরিত সীপ গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণান্তে প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জ #৩ ও সিলেট #৮ ওয়ার্কওভার কূপের বিভিন্ন গভীরতায় সিমেন্ট পাগ জবের জন্য সিমেন্ট নমুনা পরীক্ষণপুর্বক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেমুতাং সাউথ # ১ কূপ থেকে প্রাপ্ত কোর নমুনার ও ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে সীতাকুন্ড ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে প্রেরিত মোট সত্তর (৭০) টি Outcrop নমুনার সেডিমেন্টোলজিক্যাল এবং মাইক্রোপ্যালিয়েন্টোলজিক্যাল বিশ্লেষণ শেষে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। Srikail# 2 থেকে সংগৃহীত সাঁইত্রিশ (৩৭) টি এবং Srikail#3 Well থেকে সংগৃহীত সাতষট্টি (৬৭) টি Cutting নমুনার Grain Size Distribution/Sieveing-এর কাজ শেষে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। জকিগঞ্জ # ১ থেকে সংগৃহীত চুয়াল্লিশ (৪৪) টি Cutting নমুনার (Reservoir Section সহ) Clay Mineral analysis-এর প্রতিবেদন এবং Reservoir section-এর নয় (০৯)টি নমুনার Grain Size Distribution/Sieveing-এর বিশ্লেষণ কাজ চলমান। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০২১-২০২২ মাঠ মৌসুমে প্রেরিত জাতিংগা ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে সংগৃহিত ছাপান্ন (৫৬) টি Outcrop নমুনার

Micropaleontological ও Sedimentological analysis কাজ চলছে। ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন নমুনা হতে প্রাপ্ত জীবাশ্মের কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ আপডেট করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষার্থীর আঠারো (১৮) টি নমুনার XRD Analysis কাজে সহায়তা করা হয়েছে এবং অপর একজন শিক্ষার্থীর দশটি নমুনার Micropaleontological Analysis-এর কাজে সহয়তা প্রদান করা হচ্ছে।

সেমুতাং সাউথ # ১ অনুসন্ধান কূপের ০২ (দুই) টি ভিন্ন গভীরতার কোর নমুনা থেকে প্রস্তুতকৃত ৩২টি কোর প্লাগ প্রস্তুতপূর্বক পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণের কাজ শেষে একটি আংশিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরতঃ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ভোলা নর্থ #১ অনুসন্ধান কূপের ৩২ টি কোরপ্লাগ নমুনার, আটগ্রাম #১x কূপের ২ টি কোর নমুনা এবং কামতা #১ কূপের ৪ টি কোর নমুনার পেট্রোফিজিক্যাল পুনঃবিশ্লেষণ শেষে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরতঃ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম

খনন কার্যক্রম

শ্রীকাইল নর্থ-১এ অনুসন্ধান কূপ খননঃ

বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ কুমিল্লার শ্রীকইল নর্থ-১এ অনুসন্ধান কূপটির খনন কার্যক্রম ২৭ জুন ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান রয়েছে।

শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খননঃ

শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদন পূর্বক প্রকল্প এলাকায় পূর্ত কাজ এবং দেশী-বিদেশী মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ওয়ার্কওভার কার্যক্রম

ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ ওয়ার্কওভারঃ

বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও ZJ70 DBS (Bijoy-11) রিগ দ্বারা ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ ০৮ আগষ্ট, ২০২১ তারিখে শুরু হয়ে ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে কূপটি হতে দৈনিক ৬.২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। কূপের গভীরতা ৩০৫৬ মিটার।

সালদানদী-২ ওয়ার্কওভারঃ

বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা সালদানদী-২ খনন কাম ওয়ার্কওভার কাজ ১৭ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে ১৪ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে কূপটি হতে দৈনিক ২.৮০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। কূপের গভীরতা ২৫৯০ মিটার।

সেমুতাং-৫ ওয়ার্কওভারঃ

বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও XJ650T (Bijoy-18) রিগ দ্বারা সেমুতাং-৫ ওয়ার্কওভার কাজ ১০ মে, ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান রয়েছে। কূপের গভীরতা ৩০২৯ মিটার।

কৈলাশটিলা-৭ ওয়ার্কওভারঃ

বাপেক্স ও এসজিএফএল এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও ZJ40 DBT (Bijoy-11) রিগ দ্বারা কৈলাশটিলা-৭ ওয়ার্কওভার কাজ ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে ০৭ মে, ২০২২ তারিখে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে কূপটি হতে দৈনিক ১২ মিলিয়ন গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে। কূপের গভীরতা ৩৫৫০ মিটার।

সিলেট-৮ ওয়ার্কওভারঃ

বাপেক্স ও এসজিএফএল এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও ZJ40DBT (Bijoy-11) রিগ দ্বারা সিলেট-৮ ওয়ার্কওভার কাজ ০৩ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে শুরু হয়ে ০৬ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে কূপটি হতে দৈনিক ৩.৫০ মিলিয়ন গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে।

সালদা#২ ওয়ার্কওভার প্রজেক্ট মাননীয় সিনিয়র সচিব মহোদয় ও বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের পরিদর্শন

উৎপাদন বিভাগের কার্যক্রম

মন্ত্রণালয়ের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) উৎপাদনের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরিন চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০২০-২১) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	গ্যাস (এম.এম.সি.এম)	১১৩২.৬৭	১৪১৫.৯৯৪১	১২৫	৪.৯%	১০০৮.৩৮৩৫
মন্ত্রণালয়	কনডেনসেট (হাজার লিটার)	৪০০০	১১১০০.২৬	২৭৮	২.৮	৮৪১৯.৯১

প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রম

প্রকৌশল বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাঃ

- বিজয়-১০ (ZJ70DBS) রিগটি দ্বারা ফেঞ্চুগঞ্জ-৩নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিজয়-১১ (ZJ40DBT) রিগটি দ্বারা সিলেট-৮ ও কৈলাশটিলা-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিজয়-১২ (ZJ50DBS) রিগটি দ্বারা সালদা-৩নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে শ্রীকাইল নর্থ-১এ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- বিজয়-১৮ ওয়ার্কওভার (XJ650T) রিগটি দ্বারা সেমুতাং-৫নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ চলমান রয়েছে।
- আইপিএস কার্ডওয়েল ও আইডিকো এইচ-১৭০০ রিগ দুটিকে সচল করার লক্ষ্যে "বিজয়-১০, ১১, ১২ ও আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ওয়েল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যক্রম

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ হতে নিম্নে বর্ণিত ৩ (তিন) ধরনের কারিগরী সেবা প্রদান করা হয়েছে।

মাড ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ

মাড ইঞ্জিনিয়ারিং উপ-বিভাগ খননতব্য কূপের Drilling Fluid Program তৈরী করে ও সে মোতাবেক খনন ও ওয়ার্কওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান করে থাকে। কূপের Wellbore stability, safety, formation pressure balance এবং কূপ থেকে কাটিংস তুলে আনা ইত্যাদি কাজে এই Drilling Fluid ব্যবহার করা হয়। Drilling Fluid Program তৈরীর কাজে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং উপ-বিভাগ ভূ-তাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রণীত GTO ও খনন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত Drilling Program হতে কূপের তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ড্রিলিং ফ্লুইড প্রোগ্রাম অনুসারে ড্রিলিং প্রক্রিয়ার সময় স্ট্যান্ডারাইজেশন টেষ্টিং পরিচালনা করে এবং রাসায়নিক উপাদান সমন্বয়সহ ফ্লুইড রিওলজি যেমন Viscosity, Yield Point, Specific Gravity, pH, Gel Strength, Fluid loss, Solid Content, Oil Content ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং উপ-বিভাগ বাপেক্স ও এসজিএফএল এর মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী সিলেট-৮ ও কেটিএল-৭ ওয়ার্কওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান করেছে। এছাড়াও বাপেক্সের নিজস্ব সালদা-২ ওয়ার্কওভার কাম খনন কূপ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান করেছে। বর্তমানে শ্রীকাইল নর্থ ১ এ অনুসন্ধান কূপ এবং সেমুতাং-৫ ওয়ার্কওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের কাজ চলমান আছে।

ওয়েল সিমেন্টেশনঃ

অনুসন্ধান, এপ্রেইজাল কাম উন্নয়ন, উন্নয়ন এবং ওয়ার্কওভার কূপ খননকালে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে কূপের পর্যায়ভিত্তিক কেসিং সিমেন্টেশন জবের জন্য সিমেন্ট, সিমেন্ট এডিটিভস নির্বাচনপূর্বক Cement Slurry প্রস্তুতকরতঃ কূপের সিমেন্টেশন জব সম্পাদন করা হয়। পাশাপাশি Cement Plug Setting, Cement Squeezing Job, Injectivity Test, leak-of Test/FIT, BOP & Surface Equipment Pressure Testing, DST Services with Surface & Down Hole Equipment Test, Well Control/Killing, Pipe Stuck Free Fluid Preparation & Placing ইত্যাদি কাজে সিমেন্টিং ইউনিট ব্যবহার করে সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদান করা হয়। এছাড়া সকল ধরণের কূপ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভার, সালদানদী-২ ওয়ার্কওভার, সেমুতাং-৫ ওয়ার্কওভার, সিলেট-৮ ওয়ার্কওভার, কেটিএল-৭ ওয়ার্কওভার (ওয়েল কিলিং) এবং শ্রীকাইল নর্থ-১এ অনুসন্ধান কূপ সমূহে সফলতার সহিত সিমেন্টিং সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

কূপ পরীক্ষণ সার্ভিসঃ

তেল/গ্যাস আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কূপ পরীক্ষণ উপ-বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কূপে মাডলগ এবং ওয়্যার লাইন লগ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নপূর্বক সম্ভাব্য হাইড্রোকার্বন মজুদ জোন সনাক্ত করা হয়। সনাক্তকৃত এ জোনগুলোতে Perforation করে DST & Production/Flow Test সম্পাদন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সারফেস টেস্টিং ইকুইপমেন্টের সাহায্যে রিজার্ভার ফ্লুইড প্রবাহের মাধ্যমে কূপে উৎপাদনযোগ্য গ্যাস/কনডেনসেট এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং Fluid Properties & AOF/Optimum Flow নিরূপন করা হয়। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কূপ পরীক্ষণ উপ-বিভাগ কর্তৃক ফেঞ্চুগঞ্জ #৩ ওয়ার্কওভার, সিলেট-৮ ওয়ার্কওভার, কৈলাশটিলা #৭ ওয়ার্কওভার এবং সালদা # ২ ওয়ার্কওভার কাম খনন কূপে সাফল্যজনকভাবে DST, Well Test এবং Slick Line Operation সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়াও আসন্ন কূপসমূহে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার জন্য দাপ্তরিক প্রাক্কলন, আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন, চুক্তিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

ওয়্যারলাইন লগিং সার্ভিসঃ

বাপেক্সের ওয়েল সার্ভিসেস বিভাগের অন্তর্গত ওয়্যারলাইন লগিং সার্ভিসেস উপবিভাগ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজে ওয়্যারলাইন লগিং সার্ভিস প্রদান করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে আহবায়িত আর্ন্তজাতিক দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক CHINA PETROLEUM LOGGING (CPL) এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। সেমুতাং-৫ ও সেমুতাং-৬ ওয়ার্কওভার এবং সালদা-২ ওয়ার্কওভার কাম ড্রিলিং কূপে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের নিমিত্তে আর্ন্তজাতিক দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক CHINA PETROLEUM LOGGING (CPL) এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হয় যার অনুকূলে সালদা-২ ওয়ার্কওভার কাম ড্রিলিং কূপ ওয়্যারলাইন লগিং সেবা ইতোমধ্যে গ্রহন করা হয়েছে এবং সেমুতাং-৫ ওয়ার্কওভার কূপে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা চলমান রয়েছে। বর্তমানে শ্রীকাইল নর্থ # ১এ, সুন্দলপুর #৩ এবং বেগমগঞ্জ #৪ ওয়েস্ট কূপে ওয়্যারলাইন লগিং সার্ভিস গ্রহণের লক্ষ্যে আহবায়িত আর্ন্তজাতিক দরপত্র

মূল্যায়নপূর্বক CHINA PETROLEUM LOGGING (CPL) এর সহিত চুক্তি সম্পাদন এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও লগিং সার্ভিস গ্রহনের লক্ষ্যে যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ, দাপ্তরিক প্রাক্কলন, আর্ন্তজাতিক দরপত্র, চুক্তিপত্র এবং Explosives Radioactive লাইসেন্স সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের কার্যক্রম:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশে পত্র সূত্র নং- বিজ্বাখস (প্রঃ বিঃ) প্র-২/ বিওজিএমসি- ২২/২০০২/৩১৮ তারিখ: ১৬.০২.২০০২ মোতাবেক ২০০২ সালে পেট্রোসেন্টার ভবনে স্থানান্তর করা হয়। যা বাপেক্সের লোকবল দিয়ে বাপেক্সের Custodz-তে পেট্রোসেন্টার ভবনের ১০ম তলায় একই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বাপেক্সের ডাটা ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাপেক্স ২০২১ সালে পুণঃগঠিত অর্গানোগ্রামে ডাটা ম্যানেজমেন্ট উপবিভাগসহ ০৪ (চার) টি উপবিভাগ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই বিভাগটিকে ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক এবং প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত ০৪ (চার) টি উপবিভাগ: ১। পেট্রোলিয়াম এন্ড রিজার্ভয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং উপবিভাগ ২। ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স উপবিভাগ ৩। ডাটা ম্যানেজমেন্ট উপবিভাগ ৪। জিএন্ডজি এক্সপ্লোরেশন উপবিভাগ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বিভাগটি বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি সমূহের মূল্যায়ন পূর্বক কার্যকর পদ্ধতি চিহ্নিত করণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত উন্নত পদ্ধতি বাপেক্সে অন্তর্ভূক্ত করণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের অবকাঠামো

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাপেক্সের আওতাধীন বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্র, কূপ খননকালিন সময়ে প্রাপ্ত ও প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত প্রতিবেদন এবং পরীক্ষাগার বিভাগ হতে প্রাপ্ত সেডিমেন্টোলজিক্যাল, মাইক্রোপ্যালিয়েন্টোলজিক্যাল ও পানির নমুনা বিশ্লেষণ-প্রতিবেদন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। Chevron Bangladesh, Gazprom EP International Investment B.V. এবং MOECO-এর চাহিদা মোতাবেক কারিগরি তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া বাপেক্স এর আওতাধীন ব্লক ২২এ ও ২২বি ব্লকের নির্ধারিত কয়েকটি ভূগঠনে Joint Venture Partner সিলেকশন করার মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত EOI সমূহের মূল্যায়ন কাজ চলছে।

প্রশাসনিক কর্মকান্ডঃ

জনবল সম্পর্কিতঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রারম্ভে কোম্পানির মোট জনবল ছিল ৬৩৫ জন। এ অর্থ বছরে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবসর গ্রহণ, চাকুরীতে ইস্তফা ও মৃত্যু জনিত ইত্যাদি কারণে জনবলের সংখ্যা ৩০ জুন ২০২২ শেষে দাড়ায় ৫৯১ জনে যার মধ্যে কর্মকর্তা ৩৫৬ জন এবং কর্মচারী ২৩৫ জন। এতদ্ব্যতীত পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানি হতে আরও ০৩ জন কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৩৬ জন কর্মকর্তা এবং ৫৭ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মোট জনবল ১৯৯৯ জন (কর্মকর্তা ৭৩১ জন এবং কর্মচারী ১২৬৮ জন) এর মধ্যে ৯১৯ জন কর্মচারীর পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলঃ

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানী পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০২১-২২ অর্থবছরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকরতঃ পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানীতে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কোম্পানির সকল বিভাগ, গ্যাসক্ষেত্রসমূহের এফআইসি-গণ, প্রকল্প ও অন্যান্য স্থাপনা প্রধানগণের সমন্বয়ে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। কোম্পানীতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে।

আইওসি কার্যক্রম

Kris Energy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এর সাথে অংশীদার হিসেবে PSC Block-9 এর বাঙ্গুরা গ্যাসক্ষেত্রের অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ONGC Videsh ও Oil India Ltd.-এর সাথে অংশীদার হিসেবে PSC Block-SS-04 I SS-09 এ দুটি অনুসন্ধান কূপ (মৈত্রী-১ ও তিতলি-১) খননের লক্ষ্যে ড্রিলিং কন্ট্রাকটর নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাপেক্স এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Gazprom EP International Investment B.V.-এর

মধ্যে-Bhola Island Evaluation-এর জন্য স্বাক্ষরিত Memorandum of Understanding (MoU) এবং Confidentiality Agreement এর আলোকে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে এবং বর্তমানে রাশিয়ায় বিশ্লেষণের কাজ চলছে। বাপেক্স ও জাপানের MOECO-র মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অনশোর ব্লক ০৮ ও ১১ এবং সংলগ্ন এলাকার কারিগরি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষন সহ বাপেক্স এর সাথে যৌথ স্টাডি চলমান রয়েছে এবং Work program সহ Draft JVA প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা চলছে। বাপেক্স এর আওতাধীন বক ২২এ/২২বি ব্লকের নির্ধারিত কয়েকটি ভূগঠনে Joint Venture Partner সিলেকশন করার মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত আগ্রহপত্রসমূহ মূল্যায়ন চলছে।

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

রূপকল্প-২ খনন প্রকল্প (২য় সংশোধিত): ২টি অনুসন্ধান কূপ (সেমুতাং সাউথ-১ ও জকিগঞ্জ-১)

সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে জকিগঞ্জ-১ কূপটি ZJ50DBS রিগ দ্বারা ০১-০৩-২০২১ তারিখে খনন শুরু হয় এবং ৮ মে ২০২১ তারিখে খনন সম্পন্ন হয়েছে। ২৯৮১ মিটার গভীরতায় কূপ খনন সম্পন্ন করে দেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। গ্যাসক্ষেত্রটিতে ৬৮ বিসিএফ গ্যাসের মজুদ পাওয়া গিয়েছে। সঞ্চালন লাইন স্থাপন করে এ কূপ থেকে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এ অর্থবছরে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ৪১.৫০ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৪১.০৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এ হিসেবে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯%।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

বাপেক্সের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (২০২১-২০২২):

ক্র.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	১ জুলাই, ২০২০ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২২	৯৬০৩.০০ (৭১৫০.০০)
২	২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প	১ জানুয়ারি ২০২১- ৩০ জুন ২০২৩	৬৯৪৬৩.০০ (৫৪৯২১.০০)
৩	শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	০১ জুলাই ২০২১- ৩১ ডিসেম্বর ২০২২	৯৫৯০.০০ (৫৫৪৫.০০)
৪	বিজয়-১০, ১১, ১২ ও আইডেকো রিগ মেরামত এবং আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন ও রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প	১ জুলাই ২০২১ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	১৯৯৫২.০০ (১৫৬২০.০০)
৫	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন বক ১৫ এবং ২২ (৩০০০লা.কি.মি)	১ জুলাই ২০২১ - ৩০ জুন ২০২৪	১৪৮৩৮.০০ (১১৪৬৮.৫০)
৬	শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	১ জুলাই ২০২১ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	১৯২৪০.০০ (১৫৯২০.০০)
৭	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) ও ২টি উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩, বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপ খনন প্রকল্প	১ মার্চ ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৪	২৮৪১৯.০০ (১৮৫০০.০০)
৮	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট (৫৮০বর্গ.কি.মি.)	১ মার্চ ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৪	১১১১০.০০ (৪৬৫৬.০০)

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	
১	২	৩	
রূপকল্প ২ খনন প্রকল্পঃ ২টি অনুসন্ধান কূপ (সেমুতাং-দক্ষিণ-১, জকিগঞ্জ-১)	১৬.০৭	১৫.৫৮৮৬	৯৭%
শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প।	৮২.৩৮	৮২.৩৬৬১	৯৯.৯৮%
২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প।	৭৩.৬২	৭৩.৯৫৩৭	১০০.৪৫%
শরিয়তপুর-১ কূপ খনন প্রকল্প	৪১.২৭	৪১.২৭	১০০%
বিজয়-১০, ১১, ১২, আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প	৪৪.১৬	৪৪.০৪৪৬	৯৯.৭৪%
২ ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন বক ১৫ এন্ড ২২	৬৭.৬২	৬৭.৬২	৯৯.৮৮%
শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন	১.৪৫	১.৪৪৪৮	৯৯.৬৪%
মোট ৭টি প্রকল্প	**৩২৬.৫৭**	**৩২৬.২৮৪৮**	**৯৯.৯১ %**

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তিঃ

সরকার গণখাতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) প্রবর্তন করে। এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) পদ্ধতি চালু হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হবে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছর থেকে পেট্রোবাংলার সাথে বাপেক্স এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইনোভেশন কার্যক্রমঃ

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানী পর্যায়ে বাপেক্সে ইনোভেশন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০২১-২২ অর্থবছরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকরতঃ পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানীতে একটি ইনোভেশন কমিটি গঠন করা আছে। উক্ত কমিটি কোম্পানির সকল বিভাগ, গ্যাসক্ষেত্রসমূহের এফআইসি-গণ, প্রকল্প ও অন্যান্য স্থাপনা প্রধানগণের সমন্বয়ে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। কোম্পানীতে সেবা সহজীকরন, ইনোভেশন চর্চা ও কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে। ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিগত সময়ে অনলাইন ইনভেন্টরী আধুনিকায়ন, কনফারেন্স রুমের ডিজিটাইজেশন করা, ডিজিটাল ডিসপে বোর্ড স্থাপন, দৈনিক গ্যাস-কনডেনসেট রিপোর্ট ডিজিটাল পাটফরমে সম্পন্ন করাসহ বিভিন্ন সেবা সহজীকরন করা হয়েছে।

'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সব আয়োজনে বৈশ্বিক বিপর্যয় কোভিড-১৯ মোকাবিলা করেই সরকার ও ইউনেসকো কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাপেক্স যথাযথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পালন করে চলছে, জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ বাপেক্স হতে 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বছর ব্যাপী বাপেক্স কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি: মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, শোক দিবস পালন, উন্নয়ন সফলতার প্রচারণা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল) প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং পেট্রোবাংলার অধীনস্থ সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এ কোম্পানি ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন ব্রিটিশ কোম্পানি শেল অয়েল বা পিএসওসি এর উত্তরসূরী। দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের দায়িত্ব এ কোম্পানির উপর ন্যস্ত।

বিজিএফসিএল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের স্মৃতিময় অংশীদার। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সংক্রান্ত কোম্পানি পিএসওসি এদেশে বিএসওসি নামে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশী কোম্পানির নিকট থেকে দেশের গ্যাস সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে, ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্রীয়করণ) আদেশ রাষ্ট্রপতির ২৭নং অধ্যাদেশ জারীর অব্যবহিত পরে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট শেল অয়েল কোম্পানী তার সমস্ত শেয়ার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে বিক্রি করে দেয়। ফলশ্রুতিতে, ১৯৭৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর শেল অয়েল কোম্পানীর নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড" বা "বিজিএফসিএল" করা হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

বিজিএফসিএল প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের সাথে প্রাপ্ত কনডেনসেট উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদান রাখছে। অত্র প্রতিষ্ঠান দৈনিক প্রায় ৬৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে যা দেশের মোট উৎপাদনের ২৫% এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্যাস উৎপাদনের ৭৫%। তাছাড়া, গ্যাসের সাথে প্রাপ্ত কনডেনসেট বেসরকারীভাবে নির্মিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজিএফসিএল বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নতুন কূপ খনন, বিদ্যমান কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন, প্রসেস প্লান্ট স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি কোম্পানি ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ ও উৎসে আয়কর বাবদ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে কামতা ব্যতীত ৫টি ফিল্ড উৎপাদনে রয়েছে। উৎপাদিত গ্যাস প্রক্রিয়াজাত করার জন্য গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন, সিলিকাজেল, এলটিএস ও এলটিএক্স টাইপসহ মোট ২৯টি গ্যাস প্রসেস প্লান্ট রয়েছে। কোম্পানির ফিল্ডসমূহের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ক) ফিল্ডসমূহের সার্বিক তথ্য:

ক্রঃ নং	ফিল্ড	প্রসেস প্লান্ট	ফ্রাকশনে-শন প্লান্ট	গ্যাস সরবরাহ	কনডেনসেট সরবরাহ	মন্তব্য
০১	তিতাস	গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন -১০টি এলটিএস-৬টি	২ টি	টিজিটিডিসিএল জিটিসিএল	-	উৎপাদিত কনডেনসেট সুপার পেট্রোকেমিক্যাল লিঃ-এ সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া, বাখরাবাদ ফিল্ডের উৎপাদিত লাইট কনডেনসেট এ্যাকুয়া রিফাইনারি লিঃ এ সরবরাহ করা হয়।
০২	বাখরাবাদ	সিলিকাজেল-৪টি	১ টি	জিটিসিএল	-	
০৩	হবিগঞ্জ	গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন-৬টি	-	টিজিটিডিসিএল জেজিটিডিএসএল জিটিসিএল	-	
০৪	নরসিংদী	গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন - ১টি	-	টিজিটিডিসিএল	-	
০৫	মেঘনা	এলটিএক্স-২টি	-	জিটিসিএল	-	
০৬	কামতা	-	অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে বন্ধ থাকা এ ফিল্ডটিকে উৎপাদনে আনার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।			

খ) ফিল্ডসমূহের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সার্বিক তথ্য:

ফিল্ড	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা	গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট		কনডেনসেট উৎপাদন		
			দৈনিক গড়	মোট	(লিটার)	(ব্যারেল)	মন্তব্য
তিতাস	২৭	২২	৩৯৩	১৪৩,৫০৮.৬৫২	১৮৪,৮৬,৭৭১	১১৬,২৮৭	উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারীভাবে নির্মিত ফ্রাকশনেশন প্লান্ট সুপার পেট্রোলিয়াম লিঃ-এ সরবরাহ করা হচ্ছে।
হবিগঞ্জ	১১	০৭	১৫৭	৫৭,১৯৪.০৪৯	৪,৯০,৭৪০	৩,০৮৬	
বাখরাবাদ	১০	০৬	৩৫	১২,৬৩২.৮৬১	২৩,২৪,৯৮৯	১৪,৬০৪	
নরসিংদী	০২	০২	২৭	৯,৯০১.৩২৪	২৫,১৯,৪৩২	১৫,৮৪৭	
মেঘনা	০১	০১	৭	২,৬২৪.৫২০	৮,১,৯,৪৬৮	৫১,৫৩৮	
কামতা	০১	অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে বন্ধ থাকা এ ফিল্ডটিকে উৎপাদনে আনার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।					
মোট:	৫২	৩৮	৬১৯	২২৫,৮৬১.৪০৬	২৪৬,৪১,৪০০	২০১,৩৬৩	

গ) গ্যাসের মজুদ:

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের নিয়োজিত Gustavson Associates, USA কর্তৃক ২০১০ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলন যোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১২,২৫২,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট যার মধ্যে ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৯০,০৭,৫৮৪.০৫২ মিলিয়ন ঘনফুট। নিম্নের সারণীতে কোম্পানির ৬টি ফিল্ডের গ্যাস উত্তোলন ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

ফিল্ড	মোট মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট)	৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত উত্তোলন (মিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট মজুদ (%)
তিতাস	৭,৫৮২,০০০	৫,১৮৬,৭৪৪.১৫৭	২,৩৯৫,২৫৫.৮৪৩	৩১.৫৯
হবিগঞ্জ	২,৭৮৭,০০০	২,৬৪৬,৭১৪.১৩১	১৪০,২৮৫.৮৬৯	৫.০৩
বাখরাবাদ	১,৩৮৭,০০০	৮৬১,১৩৭.০১৭	৫২৫,৮৬২.৯৮৩	৩৭.৯১
নরসিংদী	৩৪৫,০০০	২৩৩,৭৫৫.৮৫৩	১১১,২৪৪.১৪৭	৩২.২৪
মেঘনা	১০১,০০০	৭৯,২৩২.৮৯৪	২১,৭৬৭.১০৬	২১.৫৫
কামতা*	৫০,০০০	২১,১০১.০০০	২৮,৮৯৯.০০০	৫৭.৮০
মোট	১২,২৫২,০০০	৯,০২৮,৬৮৫.০৫২	৩,২২৩,৩১৪.৯৪৮	২৬.৩১

* অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে কামতা ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানির অর্জন/সাফল্য :

- ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর (তিতাস লোকেশন-সি তে দৈনিক ৯০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি ও নরসিংদী ফিল্ডে দৈনিক ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি) এর স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং কাজ সম্পন্ন শেষে অপারেশনে আছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৭% সাফল্য অর্জিত হয়েছে;
- জরুরি গ্যাস উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় এ কোম্পানির সকল ফিল্ড/স্থাপনায় সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় ২৫টি জেনারেটর এবং ৭ কিলোমিটারব্যাপী ১১ কেভি ওভারহেড লাইন রয়েছে। এগুলোর সিডিউল/ইমার্জেন্সি/প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স ও ওভারহোলিং এবং প্রসেস প্ল্যান্টেরসকল যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ও ইলেকট্রিফিকেশন প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত কাজসমূহ সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আর্থিং রেজিস্ট্যান্স প্রতি বৎসর পরিমাপ করাসহ বজ্রপাত হতে রক্ষার্থে আর্থ রেজিস্ট্যান্স যথাযথ রাখা হচ্ছে। এ সকল ইলেকট্রিক্যাল কাজ কোম্পানির নিজস্ব রিসোর্স দ্বারা সম্পাদনের মাধ্যমে আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরসন হচ্ছে।
- কোম্পানি ভ্যাট, লভ্যাংশ ও উৎসে আয়কর বাবদ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি ভ্যাট বাবদ ৪৪৮.০৪ কোটি, লভ্যাংশ বাবদ ৬৪.২৬ কোটি এবং আয়কর বাবদ ৪০.৬৪ কোটিসহ সর্বমোট ৫৫২.৯৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে;

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ''ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন) (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর এর স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং ৩০-০৬-২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপিত কম্প্রেসরসমূহের যৌথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ০১-০৭-২০২১ তারিখ থেকে শুরু হয়ে ৩০-০৬-২০২২ তারিখে সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে EPC ঠিকাদার কর্তৃক কম্প্রেসর স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার (২য় সংশোধিত)'' প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্কওভার কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে বিজিএফসিএল বোর্ডের সুপারিশ ও PPC এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদতা Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে দর কষাকষি পরবর্তী আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সভা ২৭-৭-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে গৃহীত/বাস্তবায়িত কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিতাস লোকেশন-এ তে ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে EPC ঠিকাদার কর্তৃক কম্প্রেসর স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২২ সাল নাগাদ কম্প্রেসর স্থাপন সম্পন্নের সময় নির্ধারিত আছে।

(খ) বিজিএফসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে বিজিএফসিএল বোর্ডের সুপারিশ ও PPC এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে দর কষাকষি পরবর্তী আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। এ আলোকে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা) (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থা
০১	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, মেঘনা ও কামতা ফিল্ডে ৪টি নতুন কূপ খনন এবং ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার মেয়াদঃ জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৬ অর্থায়নঃ নিজস্ব ও জিডিএফ	১৬৫১০০.০০ (৯৯৩৫০.০০)	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, মেঘনা ও কামতা ফিল্ডে ৪টি নতুন কূপ খনন এবং ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার মেয়াদঃ জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৬ অর্থায়নঃ নিজস্ব ও জিডিএফ
০২	হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ মেয়াদঃ জানুয়ারি, ২০২৩ - ডিসেম্বর, ২০২৬ অর্থায়নঃ নিজস্ব, জিডিএফ ও জিওবি	৩৬৫৫০.০০ (৪৭০.০০)	অনুসন্ধান বক-১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ডের ফেন্সড এলাকার বাহিরে ৫৭০ বর্গ কি.মি. সহ ৮৭৫ বর্গ কি.মি. এবং অনুসন্ধান বক-৯ এর আওতায় বাখরাবাদ ফিল্ডে ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ (২৫০ + ৩২৫) বর্গ কি.মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালন করা হবে। ২৩-০৫-২০২২ তারিখে প্রকল্পটি জিডিএফ এর চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে ডিপিপি অনুমোদন প্রণয়নাধীন আছে।
০৩	তিতাস ফিল্ডে ১টি অনুসন্ধান কূপ (তিতাস-৩১) (ডিপ ওয়েল) খনন মেয়াদঃ জানুয়ারি, ২০২৩ - ডিসেম্বর, ২০২৫ অর্থায়নঃ নিজস্ব ও জিডিএফ	৪২২০০.০০ (২৭৭৪০.০০)	BGP কর্তৃক দাখিলকৃত GTO বিবেচনা করে কোম্পানির আওতায় সমাপ্ত "তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন" প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় কে ভিত্তি ধরে ১টি অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। GTO এবং প্রাক্কলিত ব্যয়ের আলোকে কোম্পানি পর্যায়ের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা) (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থা
০৪	তিতাস ফিল্ডে ৫টি কূপের ওয়ার্কওভার মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৪ - জুন, ২০২৭ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	৫০০০০.০০ (৪৫০০০.০০)	তিতাস-১৭, ১৮, ২১, ২৩ ও ২৭ নং কূপের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বিদ্যমান উৎপাদন বজায় রাখা হবে। যথাসময়ে ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
০৫	তিতাস ও নরসিংদী ফিল্ডে ৫টি নতুন কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০২৯ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/জিওবি	১২০০০০.০০ (১০৫০০০.০০)	তিতাস-৩২, ৩৩ ও ৩৪ (অনুসন্ধান) কূপ খনন করা হবে। বাপেক্স কর্তৃক নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে নরসিংদী-৩ (অনুসন্ধান) ও ৪ (অনুসন্ধান) নং কূপ খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
০৬	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের আই ও জে লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৬ - জুন, ২০৩০ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/জিওবি	৫০০০০.০০ (৪০০০০.০০)	ডিসেম্বর, ২০২৯ এর মধ্যে প্রস্তাবিত ৪টি কম্প্রেসর স্থাপন না করা হলে জাতীয় গ্রিড লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। যথাসময়ে ডিপিপি প্রণয়ন/ অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
০৭	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ৪টি নতুন কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৭ - ডিসেম্বর, ২০৩০ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	১০০০০০.০০ (৯০০০০.০০)	তিতাস-৩৫, ৩৬ ও ৩৭ (অনুসন্ধান) কূপ খনন করা হবে। বাখরাবাদ ফিল্ডে প্রস্তাবিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে বাখরাবাদ-১২ (অনুসন্ধান) নং কূপ খনন করা হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
০৮	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ৫টি কূপের ওয়ার্কওভার মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৯ - ডিসেম্বর, ২০৩২ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	৫০০০০.০০ (৪০০০০.০০)	তিতাস ২০, ২৫ ও ২৬ নং এবং বাখরাবাদ ২ ও ৪ নং কূপের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বিদ্যমান উৎপাদন বজায় রাখা হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
০৯	তিতাস ফিল্ডে ৫টি নতুন কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০৩৩ - জুন, ২০৩৭ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	১০০০০০.০০ (৯০০০০.০০)	তিতাস-৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ (অনুসন্ধান) ও ৪২ কূপ খনন করা হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
১০	তিতাস, হবিগঞ্জ ও মেঘনা ফিল্ডে ৫টি নতুন কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০৩৭ - জুন, ২০৪১ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	১২০০০০.০০ (১০৫০০০.০০)	তিতাস-৪৩ ও ৪৪ কূপ খনন করা হবে। হবিগঞ্জ ও মেঘনা ফিল্ডে প্রস্তাবিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে হবিগঞ্জ-১২ ও ১৩ এবং মেঘনা-২ নং কূপ খনন করা হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
১০	তিতাস ফিল্ডে ৫টি নতুন কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০৩৩ - জুন, ২০৩৭ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	১০০০০০.০০ (৯০০০০.০০)	তিতাস-৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ (অনুসন্ধান) ও ৪২ কূপ খনন করা হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
	মোট (ভবিষ্যৎ)	৮৩৩৮৫০.০০ (৬৪২৫৬০.০০)	

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ-র নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন (E-Gov. & Innovation), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter), তথ্য অধিকার (RTI) প্রভৃতির কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশকরতঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিনামা প্রণয়ন করে

এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাখিল করা হয়। ২৪ জুন, ২০২১ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৭% সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা:

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)-এর অংশ হিসেবে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালনসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে প্রায় ৯.৬৬ লক্ষ (নয় লক্ষ ছেষট্টি হাজার) টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) দ্বিতীয় ঢেউ-এর অভিঘাত মোকাবেলায় "সম্মিলিত সেবা সংস্থা", ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কে অক্সিজেন সিলিন্ডার, ঔষধ ও অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রীর জন্য ২.০০ লক্ষ (দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুক্ত দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচীতে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কে ৩.০০ লক্ষ (তিন লক্ষ) টাকার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক বিজিএফসিএল ১ম বিভাগ টি-২০ ক্রিকেটলীগ পরিচালনার নিমিত্ত ৩.০০ লক্ষ (তিন লক্ষ) টাকার এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন শিক্ষা, সেবা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ৪২.৩০ লক্ষ (বিয়াল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তদনুযায়ী সিএসআর খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৫৯.৯৭ লক্ষ (উনষাট লক্ষ সাতানব্বই হাজার) টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কোম্পানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

(গ) অগ্নি নিরাপত্তা :

অগ্নি প্রতিরোধ এবং অগ্নি ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে কোম্পানির তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম রয়েছে। ফিল্ডসমূহের ফায়ার সেফটি স্থাপনা/শেড-এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক নাইট্রোজেন সিলিন্ডার সংবলিত নাইট্রোজেন ব্যাংক, স্থায়ী ও পোর্টেবল ফোম ট্যাংক এবং পোর্টেবল ও ট্রলি টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা হয়েছে। তেলের আগুণ নির্বাপণে সহজসাধ্য ও কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে স্থায়ী/অস্থায়ী যেকোনো হাইড্রেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ফোম প্রয়োগের ক্ষেত্র ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ফিল্ডে INLINE INDUCTOR ও FOAM MAKING BRANCH PIPE রাখা হয়েছে। এছাড়া তিতাস, বাখরাবাদ ও হবিগঞ্জ ফিল্ডে ৩টি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফায়ার টেন্ডার রয়েছে। অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিয়োজিত এ সকল ইন্সট্রুমেন্ট ও ইক্যুইপমেন্টের নিয়মিত পরীক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপগ্রেড সম্পন্ন করার পাশাপাশি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ বছর যথারীতি ফায়ার ড্রিলের আয়োজন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ :

- দীর্ঘদিন যাবত গ্যাস উত্তোলনের ফলে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ডের গ্যাসের রিজার্ভয়ার প্রেসার কমে যাওয়ায় ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে দেশীয় উৎস হতে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায়, কোম্পানির গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত/বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন/অনুসন্ধান (ডিপ) কূপ খনন, বিদ্যমান কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, গ্যাস কম্প্রেসর/প্রসেস প্লান্ট স্থাপন, ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম অত্যন্ত তৎপরতার সাথে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

- জাতীয় গ্রিডের প্রেসারের সাথে সমন্বয় রেখে কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত তিতাস-সি, বাখরাবাদ ও নরসিংদী ফিল্ডে মোট ৯টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে ৭টি ও তিতাস ফিল্ডের 'ই' ও 'জি' লোকেশন ৬টিসহ মোট ১৩টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কম্প্রেসরসমূহ স্থাপন, পরিচালন ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

- রিজার্ভয়ারে গ্যাসের চাপ হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি গ্যাসের সাথে পানি উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অতিরিক্ত পানি পরিবেশ বান্ধবভাবে নিষ্কাশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ETP স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে; এবং

- দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যয়ের পাশাপাশি অপারেশনাল ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যয়বহুল গ্যাস কম্প্রেসরসমূহ স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ; প্রকল্পসমূহের ব্যয় সংকুলান এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় সংকুলানসহ ডিএসএল পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের জন্য ওয়েলহেড গ্যাস মার্জিন বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডঃ

কোম্পানির পরিচিতি:

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন সংস্থা বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর আওতাধীন সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) দেশের সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি কোম্পানি। ১৯৫৫ সালে হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস আবিষ্কার এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রাকৃতিক গ্যাস ও গ্যাসসহজাত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসজিএফএল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতা পূর্বকালে পিপিএল নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত-১৯৯৪) এর আওতায় এসজিএফএল ১৯৮২ সালের ৮মে পিপিএল/বিপিএল এর সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়দেনা নিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে ৯ই আগষ্ট বিদেশী তৈল কোম্পানি শেলওয়েল হতে নাম মাত্র মূল্যে ৫টি গ্যাসফিল্ড (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন করেছিলেন। তন্মধ্যে রশিদপুর ও কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র দুটি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর আওতাভুক্ত।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও গ্যাস সহজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে পেট্রোল, ডিজেল, কেরাসিন ও অকটেন উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরন করা এসজিএফএল এর প্রধান কাজ। বর্তমানে কোম্পানির অধীন সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানিবাজার এ ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১২টি উৎপাদনরত কূপ হতে দৈনিক গড়ে ৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জালালাবাদ, বাখরাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর অধিভুক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে।

কোম্পানির রশিদপুরে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (রিফাইনারী) এবং দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরউ) প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে শেভরণ বাংলাদেশ লিমিটেড এর বিবিয়ানা ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে বিএসটিআই মানসম্পন্ন পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও এলপিজি উৎপাদন করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী বাজারজাত করা হয়। এছাড়া কোম্পানির কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডে স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত এনজিএল এলপিজি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দেশে উৎপাদিত কনডেনসেটের অংশ বিশেষ সরকার নির্ধারিত বরাদ্ধ অনুযায়ী এসজিএফএলএর মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টের নিকট সরবরাহ করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

উৎপাদন পরিসংখ্যান:

প্রাকৃতিক গ্যাস:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ৯১৬.৪৬৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদিত হয়।

পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি:

কনডেনসেট/এনজিএল:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে মোট ৩১৮২৮.৯৩৩ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানী কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে ১৩৭২২৭.৬৪০ কিলোলিটার পেট্রোল (RON 81) ও ৮০৭৭০.৪৩৭ কিলোলিটার পেট্রোল (RON 89) এবং ২০০৩৫.৯৪৩ কিলোলিটার ডিজেল ও ২০৭৫৫.৫০১ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে।

এলপিজি:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানীর সিআরইউ পান্ট হতে ১৩৬৮.৬০০ কিলোলিটার এলপিজি উৎপাদিত হয়েছে।

সাফল্য:

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১১-২০১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ , ২০১৪-১৫ , ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বীকৃতি লাভ করে।

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্থায়নের উৎস/পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০১	সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন প্রকল্প:	সিলেট স্ট্রাকচারে প্রায় ১৮৪৩ (±৫০) মিটার গভীরতায় গ্যাস এবং ১৯৬০ (±৫০) মিটার গভীরতায় তেল কূপ হিসেবে একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-৯) খনন করা; প্রাথমিকভাবে দৈনিক প্রায় ১৮৮ ব্যারেল তেল উৎপাদন করা এবং পরবর্তীতে প্রস্তাবিত কূপ হতে দৈনিক ৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা।	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)-এর অর্থায়নে মোট ১৩৬১৭.০০ লক্ষ টাকা	০৩-০৯-২০২১ তারিখ হতে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন চলমান আছে।
০২	সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ এবং কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে সিলেট-৮ (সুরমা-১এ), বিয়ানীবাজার-১ ও কৈলাশটিলা-৭ নং কূপসমূহকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদনে আনয়ন; দৈনিক প্রায় ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (সিলেট-৮ ও বিয়ানীবাজার-১নং কূপের প্রতিটি হতে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট এবং কৈলাশটিলা-৭নং কূপ হতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।	কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১৬৩৩২.০০ লক্ষ টাকা	নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১৬৩৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির সিলেট-৮নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার শেষে যথাক্রমে ০৯-০১-২০২২ তারিখ এবং ০৭-০৫-২০২২ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন চলমান আছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ এবং কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প:

কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে ২৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৬৩৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ০৮-০২-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির সিলেট-৮নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৭নংকূপ ওয়ার্কওভার শেষে যথাক্রমে ০৯-০১-২০২২ তারিখ এবং ০৭-০৫-২০২২ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন চলমান আছে। ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে বিয়ানীবাজার-১নং কূপ ওয়ার্কওভার শেষে গ্যাস উৎপাদন শুরু হবে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৫৮০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৬৩.৮৮%।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ:

কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে ৩৭০৮.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৪৬৩৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ০৩-১২-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় বিয়ানীবাজার স্ট্রাকচারে প্রায় ১৯১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরীপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা যাবে । জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৮.৪৪ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১৪.৩৩%।

কৈলাশটিলা-৮ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ১০৬৭০.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৫০২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২১-০৩-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কম-বেশী ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৪৬৪.৯৫ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১৯.৬৮%।

এ্যাকরেজ বক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে ২৩০৩১.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২৮১৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২৬-০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত অংশে (এসজিএফএল অংশ) প্রায় ৮৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় (৮কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত) সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরীপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা যাবে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.৮৪ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১০.০৩%।

সিলেট ১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে ১৪৬১৯.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২০২১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২৩-১২-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কম-বেশী ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৫.০৪ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৩.৪১%।

রশিদপুর-৯নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৬৬৭২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ১৯-০১-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের পাইপলাইন নির্মাণ ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে আগামী এপ্রিল ২০২৩ হতে দৈনিক কম-বেশী ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১৫.০৬%।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩ থেকে ২০২৩-২০২৪)

- হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা-সম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;
- রশিদপুর-১১ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- কৈলাশটিলা-২,রশিদপুর-২ , রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার;
- এ্যাকরেজ বক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এরিয়ায় ২টি অনুসন্ধান কূপ খনন (ডুপিটিলা-১, বাতচিয়া-১);
- রশিদপুর-১৩ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- কৈলাশটিলা-৯,নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- সিলেট-১১ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।
- রিলিংকুইশ এরিয়া অফ বক-১৩ ও ১৪ এ ২টি কূপ খনন (অনুসন্ধান)।

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫ থেকে ২০২৬-২০২৭)

- এ্যাকারেজ বক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় পরিচালিত ৩ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ২টি কূপ খনন;
- বিয়ানীবাজার- ৩ ও ৪ কূপ খনন;
- রশিদপুর-১৪ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- রশিদপুর-৩, রশিদপুর-৬, রশিদপুর-৭, কৈলাশটিলা-১, কৈলাশটিলা-৩/৫ নং কূপ ওয়ার্কওভার ;
- রশিদপুর-৪ , রশিদপুর-৭ ও রশিদপুর-৮নং কূপ ওয়ার্কওভার;

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৭-২০২৮ থেকে ২০৩১-২০৩২)

- সিলেট-৯ নং কূপ ওয়ার্কওভার;
- কৈলাশটিলা-৪নং কূপ ওয়ার্কওভার;
- কৈলাশটিলা-৬নং কূপ ওয়ার্কওভার;
- বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

শিক্ষাবৃত্তি:

কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় কোম্পানিতে চাকুরিরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান, এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমান পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মাসিক ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি অগ্রগামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

সূচনালগ্ন থেকে কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে সরকারি মালিকানাধীন উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাঝে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

ঢাকা মেট্রো এলাকায় মোট ১৬৮০ কিলোমিটার সার্ভে করে প্রাথমিক ভাবে সনাক্তকৃত ৯,৯২৬ টি প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস এর ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে মাটির নিচে ৪৫৯ টি পয়েন্টে লিকেজ নিশ্চিত করে ৯৮৫ টি ক্লাম্প স্থাপনের মাধ্যমে লিকেজ মেরামত করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম

১। Google Play Store হতে "তিতাস গ্যাসঃ অভিযোগ ও বিল-পে" Appটি মোবাইলে Download ও Install করে কোম্পানির গ্রাহকগণ নগদ, রকেট, বিকাশ এর মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারে এবং Appwটর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ দাখিল করতে পারে।

২। তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ এর মিটার গ্রাহকগণের সকল ধরনের তথ্য একনজরে দেখার জন্য একটি Dashboard চালু করা হয়েছে।

IT System-এর আধুনিকায়ন:

কোম্পানীর সকল পর্যায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ও যুগোপযোগী ওয়েব বেইজড ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেম থেকে মিটারযুক্ত, মিটারবিহীন, বাল্ক সহ সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের বিল প্রক্রিয়াকরণ ও লেজার সংরক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, জিপিএফ, ঋণ, বোনাস ও অন্যান্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেম থেকে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি পাওয়া যাচ্ছে :

- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ৩৯ টি ব্যাংকের যেকোন ব্রাঞ্চ থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন এবং কেন্দ্রীয় সার্ভারে গ্রাহক লেজার হালনাগাদ হচ্ছে;
- মিটার যুক্ত ও মিটার বিহীন গ্রাহকরা বর্তমানের কেট, নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন। শীঘ্রই গ্রাহকগণ যাতে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যেকোন স্থান থেকে বিল পরিশোধ করতে পারেন তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;
- কোম্পানীতে স্থাপিত নিজস্ব কলসেন্টার এর ১৬৪৯৬ এর নম্বরটি প্রতিদিন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা চালু থাকে বিধায় যেকোন ব্যক্তি সরাসরি যোগাযোগ পূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন অথবা যেকোন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন;
- Biometric Verification সহ মোবাইল App's এর মাধ্যমে পেনশন উত্তোলন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- মাসিক গ্যাস বিলের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণকে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে;
- রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণ কোম্পানীর ওয়েব পোর্টাল থেকে তাদের বকেয়া বিলের তথ্যাদি জানতে পারছেন এবং কোন অভিযোগ থাকলে তা অনলাইনে দাখিল করতে পারছেন;
- মিটার যুক্ত ও মিটার বিহীন গ্রাহকগণ পোর্টাল হতে তাদের হাল নাগাদ প্রত্যায়ন পত্র প্রিন্ট নিতে পারছেন। শীঘ্রই বাল্ক গ্রাহকগণও এই সুবিধার অন্তর্ভুক্তহবেন;
- কোম্পানীর ওয়েবসাইট মন্ত্রনালয়ের নির্দেশ অনুসারে হালনাগাদ, পরিমার্জিত ও Update করা হয়েছে;

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

(১) প্রকল্পের নাম: সিস্টেম লস রিডাকশন অব টিজিটিডিসিএল

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১১ পর্যন্ত

মূল কার্যক্রম:

- বিভিন্ন ক্যাপাসিটির ৬০৪টি ইভসিযুক্ত টারবাইন ও রোটারিমিটার ক্রয় ও স্থাপনের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক টিবিএস/ডিআরএস-এর ইনপুট এবং গ্রাহক প্রান্তে গ্যাস পরিমাপ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৫টি মোবাইল অনসাইট ক্যালিব্রেশন ইউনিট (এমসিইউ) ক্রয় ও স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহক আঙ্গিনায় বিদ্যমান মিটারসমূহ টেস্টিং এবং ক্যালিব্রিশেন-কার্যক্রম গ্রহন;
- বৈদেশিক পরামর্শক সেবা;
- স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রভৃতি।

উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল ইভিসিযুক্ত টারবাইন, রোটারিমিটারএবং মোবাইল অন সাইট ক্যালিব্রেশন ইউনিট (এমসিইউ) ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ

ইভিসিযুক্ত টারবাইন, রোটারিমিটার ক্রয় ও স্থাপন এবং মোবাইল অন সাইট ক্যালিব্রেশন ইউনিট (এমসিইউ) ক্রয় ও স্থাপনের মাধ্যমে শিল্প গ্রাহকগনকে উন্নততর সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(২) প্রকল্পের নাম: সাপ্লাই ইফিসিয়েন্সী ইমপ্রুভমেন্ট অব টিজিটিডিসিএল

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ ২০১০ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

মূল কার্যক্রম: টার্ণ-কী ভিত্তিতে গ্রাহকের আঙ্গিনায় ৮,৬০০টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন।

উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (টিজিটিডিসিএল) এর বিতরন ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান সরবরাহ দক্ষতার উন্নতি সাধন করা। যার ফলে, এই উন্নত সরবরাহ দক্ষতা গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহারের নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে গ্যাস সম্পদের সংরক্ষণ, পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোধ এবং সিস্টেম লস হ্রাসকরন।

(৩) প্রকল্পের নাম: মনোহরদী হতে নরসিংদী ভালভ স্টেশন#১২ পর্যন্ত ২০"x১০০০ পিএসআই ২৫কি.মি. সমান্তরাল/লুপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই' ২০০৯ হতে জুন' ২০১২ পর্যন্ত

মুল কার্যক্রম:

- লাইন পাইপ এন্ড কেসিং পাইপ, ভাল্বস, টেপ, প্রাইমার এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড পাইপ লাইন ম্যাটেরিয়ালস (লোকাল এন্ড ইমপোর্টেড) প্রকিউরমেন্ট এবং পাইপ লাইন নির্মাণ;
- সি জি এস ম্যাটেরিয়ালস প্রকিউরমেন্ট এবং স্টেশন নির্মাণ;
- সি পি ম্যাটেরিয়ালস প্রকিউরমেন্ট এবং নির্মাণ।

উদ্দেশ্য: এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিকভাবে তিতাস ট্রান্সমিশন সিস্টেমের অপারেশনাল ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে টিজিটিডিসিএল ট্রান্সমিশন সিস্টেমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাংশন নরসিংদী ভালভ স্টেশন-১২-তে অতিরিক্ত পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। মনোহরদী এবং নরসিংদীতে ন্যূনতম ইনলেট চাপকে যথাক্রমে ৮০০ পিএসআইজিএবং ৬০০ পিএসআইজি বিবেচনায় করে মনোহরদী-নরসিংদী, ২০"x১০০০ পিএসআই ২৫কি.মি. সমান্তরাল/লুপ লাইনের ক্ষমতা বিবেচনা করা হয়েছে ৩৭৫ এমএমসিএফডি।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ
এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘোড়াশাল, নারায়নগঞ্জ , সিদ্ধিরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা মেট্রোপলটিন সিটি, বৃহত্তর ঢাকার পাওয়ার স্টেশন, শিল্প, বানিজ্যিক এবং আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

(৪) প্রকল্পের নাম: শ্রীপুর হতে জয়দবেপুর সিজিএস পর্যন্ত ২০"x১০০০ পিএসআইx৩০ কি.মি. সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই' ২০১৩ হতে জুন' ২০১৮ পর্যন্ত

মুল কার্যক্রম:

- লাইন পাইপ এন্ড কেসিং পাইপ, ভাল্বস, টেপ, প্রাইমার এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড পাইপ লাইন ম্যাটেরিয়ালস (লোকাল এন্ড ইমপোর্টেড) প্রকিউরমেন্ট এবং পাইপ লাইন নির্মাণ;
- সি জি এস ম্যাটেরিয়ালস প্রকিউরমেন্ট এবং স্টেশন নির্মাণ;
- সি পি ম্যাটেরিয়ালস প্রকিউরমেন্ট এবং নির্মাণ।

উদ্দেশ্য:

সরবরাহকৃত গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ
সরবরাহকৃত গ্যাসদেশের জনগণের কল্যাণে ব্যয় হচ্ছে।

(৫) প্রকল্পের নাম: গাজীপুর-এ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর ডিভিশনাল অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই' ২০১৫ হতে জুন' ২০১৮ পর্যন্ত

মুল কার্যক্রম:

- একটি বেসমেন্টসহ ৩২০২ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৪তলা ডিভিশনাল অফিস ভবন নির্মাণ।
- প্রকল্পের আওতায় ১টি প্যাসঞ্জোর লিফট সাপ্লাই ও ইন্সটলেশন।
- ১টি ইমারজেন্সি ডিজেল জনারেটর সাপাই ও ইন্সটলেশন।
- ফায়ার ফাইটিং ও সোলার প্যানেলসিস্টেম স্থাপন।
- বাহিরে গাড়ীর পার্কিং ব্যবস্থা রাখা।

উদ্দেশ্য:

- ঘ্রাহক সেবা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ও সমাপ্ত হওয়ার পর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশেরআর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলেরবর্তমান ও বর্ধিত গ্রাহকদেরসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

(১) প্রকল্পের নাম:প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL)-(২য় সংশোধিত)

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ ০১/০১/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০২২ পর্যন্ত

মূল কার্যক্রম:

- ৩.২০ লক্ষ আবাসিক গ্রাহককে প্রিপেমেন্ট সিস্টেমের আওতায় আনার লক্ষ্যে টার্ন-কী পদ্ধতিতে প্রিপেইড গ্যাস মিটার ক্রয়, ওয়েব সিস্টেম (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার) স্থাপন, গ্রাহক আঙিনায় মিটার স্থাপন সহ কমশনিং;
- বৈদেশিক পরামর্শক সেবা;
- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি।

উদ্দেশ্য:

প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতকি গ্যাস সংরক্ষণ এর মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ

প্রাকৃতিক গ্যাসরে সাশ্রয়ী ব্যবহার, গ্যাস ব্যবহারে নিরবিচ্ছিন্ননিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণ এর মাধ্যমে গ্রাহকগণকে উন্নততর গ্রাহকসেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

টিজিটিডিসিএল নেটওয়ার্কে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন।

(১) প্রকল্পের নাম: SASEC প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়ক বরাবর টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২২- জুন, ২০২৫পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)

মূল কার্যক্রম:

- ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১৬"-২০" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২২৪.২ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ;
- এলেঙ্গায় ১টি সিজিএস (সক্ষমতা ৩০০ এমএমসিএফডি) এবং চন্দ্রায় ১টি এমআর স্টেশন (সক্ষমতা ১০০ এমএমসিএফডি) নির্মাণ এবং মির্জাপুরে ক্যাডেট কলেজ ডিআরএস মডিফিকেশন;
- ইপিসি/টার্ণ কী ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ০৮টি স্থানে নদী অতিক্রমণ;
- বিদ্যমান গ্রাহকদের পুনঃসংযোগের জন্য ৩/৪"-৮" ব্যাসের প্রায় ৭ কি.মি. পাইপ লাইন নির্মাণ।

উদ্দেশ্য:

তিতাস অধিভুক্ত ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান বিতরণ লাইন সড়কটির মাঝখানে পতিত হওয়ায় পাইপ লাইনের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, সম্ভাব্য বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ এবং বর্তমান গ্রাহকদের গ্যাসের বর্ধিত ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ সরবরাহ এবং গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ

পাইপ লাইন সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তে নিরবছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে টিজিটিডিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

(২) প্রকল্পের নাম: ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন ও লিকেজ প্রতিরোধকল্পে বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন, উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নক্সা প্রস্তুতসহ টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপন ।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২২- জুন, ২০২৫ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)

মূল কার্যক্রম:

- দনিয়া টিবিএস হতে সিটি সেন্ট্রাল ডিআরএস এর ইনলেট পর্যন্ত নতুন ২০" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৮ কি.মি. বিতরণ মেইন নির্মাণ;
- সিটি সেন্ট্রাল ডিআরএস এর প্রস্তাবিত ধানমন্ডি ডিআরএস পর্যন্ত নতুন ১৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৭ কি.মি. বিতরণ মেইন নির্মাণ;
- ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে যথাক্রমে প্রায় ৫৮৫ কি.মি. ও ২০০ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ;
- ঢাকা শহরে ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন যথাক্রমে প্রায় ২৯৭ কি.মি. ও ১০০ কি.মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ ;
- ঢাকা শহরে ১টি নতুন গ্যাস স্টেশন নির্মাণ ও ১৪টি গ্যাস স্টেশন মডিফিকেশন এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট স্টেশন মডিফিকেশন;
- ঢাকা শহর এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গ্যাস নেটওয়ার্কের GIS নক্সা প্রস্তুতকরণ;
- টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপন।

উদ্দেশ্য:

- ঢাকা শহরে ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর স্বল্পচাপ নিরসন, গ্যাস লিকেজজনিত গ্যাসের অপচয় রোধ, এ লিকেজ জনিত দুর্ঘটনা পরিহার করে জনসাধারণের সুরক্ষা প্রদান এবং কাঙ্ক্ষিত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা। টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস বিপণন ও গ্রাহক সেবা সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনসহ রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন সহজীকরণার্থে প্রস্তাবিত গ্যাস নেটওয়ার্কসহ টিজিটিডিসিএল এর ঢাকা শহর ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নক্সা প্রস্তুতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপন করা।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ

ঢাকা শহরের ১৩৯ টি এলাকার মধ্যে ১ম পর্যায়ে ৬০টি এলাকায় এবং নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পুরাতন গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যমান গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের উন্নতকরণসহ বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের আঙ্গিনায় প্রয়োজনীয় চাপে ও পরিমানে গ্যাস সরবরাহ, লিকেজযুক্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ বর্ণিত এলাকার গ্যাস নেটওয়ার্কের GIS নক্সা প্রস্তুতের মাধ্যমে টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্ককে আধুনিকায়ন করা এবং টিজিটিডিসিএল এর সিস্টেমে SCADA সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে অপারেশন-মেইন্টেন্যান্স কাজ সহজীকরণের লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) প্রকল্পের নাম: জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন ।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২২- জুন, ২০২৫পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)

মূল কার্যক্রম:

- জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১৬" - ২০" ব্যাসের ১৯৪ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন, ২৪" ব্যাসের ১.৫ কি.মি. ও ২০" ব্যাসের ১.৫ কি.মি. ফিডার/লিংক নির্মাণ এবং বিদ্যমান গ্রাহকদের পুনঃসংযোগের জন্য ৩/৪"-৮" ব্যাসের প্রায় ১৮ কি.মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ ;

- সিপি সিস্টেম স্থাপন (১১টি);
- এইচডিডি পদ্ধতিতে ০৭টি স্থানে নদী অতিক্রমণ;
- ধনুয়ায় ২৫০ এমএমসিএফডি সক্ষমতার সিজিএস নির্মাণসহ ভালুকা, ত্রিশাল ও ময়মনসিংহ এমএন্ডআর স্টেশন এর মডিফিকেশন।

উদ্দেশ্য:

তিতাস অধিভুক্ত জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান বিতরণ লাইন সড়কটির মাঝখানে পতিত হওয়ায় পাইপ লাইনের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, সম্ভাব্য বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা রোধ এবং বর্তমান গ্রাহকদের গ্যাসের বর্ধিত ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ সরবরাহ এবং গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ

পাইপ লাইন সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তে নিরবছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে টিজিটিডিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগগ্রহণ করা হয়েছে ।

(৪) প্রকল্পের নাম: তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড -এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২২- জুন, ২০২৫ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)

মূল কার্যক্রম:

- সিপি স্টেশন নির্মাণসহ এলেঙ্গাস্থ জিটিসিএল কম্প্রেসর স্টেশন হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪" ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ৬২.৫০ কি.মি. সঞ্চালন লাইন ও মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০" ব্যাস x ৩০০ পিএসআইজি x ২৩.৫০ কি.মি. বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ;
- এইচডিডি পদ্ধতিতে ০৫ টি নদীর ১৮টি স্থানে নদী অতিক্রমণ;
- এলেঙ্গায় ২৮০ এমএমসিএফডি সক্ষমতার ১টি IMS, মানিকগঞ্জে ২৬০ এমএমসিএফডি সক্ষমতার ০১টি CGS এবং ধামরাইতে ১৮০ এমএমসিএফডি সক্ষমতার ১টি TBS নির্মাণ।

উদ্দেশ্য:

- ২৪" ব্যাসের ৬২.৫ কি.মি. সঞ্চালন ও ২০" ব্যাসের ২৩.৫ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে তিতাস অধিভুক্ত সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, সাটুরিয়া, আরিচা ও তৎসংলগ্ন শিল্পবর্ধিষ্ণু এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি এবং স্বল্পচাপ পরিস্থিতি নিরসন;
- এলেঙ্গা হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন এবং মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণপূর্বক অতিরিক্ত প্রায় ২৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ বানিজ্যিক, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও শিল্প গ্রাহকদের নিরবছিন্ন সরবরাহের মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণ ।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ

তিতাস অধিভুক্ত সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, সাটুরিয়া, আরিচা ও তৎসংলগ্ন শিল্পবর্ধিষ্ণু এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি এবং স্বল্পচাপ পরিস্থিতি নিরসনের মাধ্যমে বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও শিল্প গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে টিজিটিডিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

(৫) প্রকল্পের নাম: ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) NFC/Smart প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৪ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)

মূল কার্যক্রম:

- EPC ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বিভিন্ন এলাকায় সাইট সার্ভে, ১ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার ক্রয়, স্থাপন এবং কমিশনিং ;
- ওয়েব সিস্টেম (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সহ) ক্রয়, স্থাপন এবং কমিশনিং;
- পরামর্শক সেবা।

উদ্দেশ্য:

- ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আবাসিক পর্যায়ে গ্যাসের ব্যবহারজনিত অপচয় রোধ, অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত অবদান রাখা, সিস্টেম লস হ্রাস, অগ্রিম বিল আদায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করা;
- আবাসিক পর্যায়ে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনিটরিং ব্যয় হ্রাসকরণ;
- ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার গুলশান, বনানী, বারিধারা, নিকেতন, ইস্কাটন ও ধানমন্ডিসহ বিভিন্ন এলাকার ১ লক্ষ আবাসিক গ্রাহককে প্রিপেইড গ্যাস মিটারিং এর আওতায় আনা।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ

মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকের অভ্যন্তরীন জিআই লাইনে লিকেজজনিত কারণে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস অপচয় হয় যার সম্পর্কে গ্রাহক সচেতন নয় এবং বিষয়টি কোম্পানিকেও অবহিত করে না। টিজিটিডিসিএল অধিভুক্ত এলাকার গৃহস্থালী পর্যায়ে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হলে জিআই লাইনের লিকেজজনিত গ্যাসের ব্যয় গ্রাহককে বহন করতে হবে বিধায় লিকেজ নিরসনে গ্রাহক তড়িৎ ব্যবস্থা নিবে। এর ফলে বিপুল পরিমান গ্যাসের অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে এবং গ্যাসের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে টেকসইউন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে। পাশাপাশি সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে অনাকাংখিত দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনিটরিং ব্যয় হ্রাস পাবে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিমিত্ত উক্ত এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ত্রিবিধ দায়িত্ব নিয়ে ১৯৮০ সালের ৭ই জুন “বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল)” নামে একটি মডেল কোম্পানী হিসেবে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বিজিডিসিএল) এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীসমূহের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ১৯৮৯ সালে কোম্পানীর উৎপাদন কার্যক্রম বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিডে (বিজিএফসিএল)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। অপরদিকে, সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে ২০০৪ সালে বাখরাবাদ-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন ও বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম সঞ্চালন পাইপলাইন গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলে কোম্পানীর কার্যক্রম শুধু বিতরণ ও বিপণনে সীমাবদ্ধ হয়। পুনরায় ১৭ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) এবং বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল)-কে পুনর্বিন্যাস করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে “কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড” (কেজিডিসিএল) এবং বৃহত্তর নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও টিজিটিসিএল-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সমগ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নিয়ে “বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড” (মূল কোম্পানী) নামে দুটি কোম্পানী গঠন করা হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

সুদীর্ঘ ৪২ বছরে বিজিডিসিএল অত্র অঞ্চলে স্থাপিত শিল্প কারখানা, সার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাণিজ্যিক ও আবাসিক খাতে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপণন ও বিতরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনা মহামারী সময়কালেও জরুরী পরিষেবা হিসাবে বিজিডিসিএল এর সম্মানিত গ্রাহকদেরকে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ দিয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে কোম্পানি ডিএসএল, আয়কর ও লভ্যাংশ ইত্যাদি বাবদ মোট ৮৬.০১ কোটি টাকা (৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত বিজিডিসিএল-এর ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা ৪,৯০,৫০১টি, যার মধ্যে বিদ্যুৎ ১৪টি, সার ১টি, শিল্প ১৯৩টি, ক্যাপটিভ ৮২টি, হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট ১৫৬৩টি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ৫৭৫টি, সিএনজি ৯১টি ও আবাসিক ৪,৮৭,৯৮২ (বার্ণার)টি রয়েছে এবং অত্র তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস পাইপলাইনের পরিমাণ ৩৮৯১.৯৪ কিলোমিটার।

২০২১-২২ অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস বিল বকেয়ার কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১৬৯৩ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের নিকট হতে ৩১ মে, ২০২২ তারিখের পর্যন্ত ২২.৬৪ কোটি টাকার মধ্যে ২১.৪৩ কোটি টাকা বকেয়া আদায় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১৮.২৫ কি.মি. অবৈধ পাইপলাইন উচ্ছেদ/অকার্যকর করা হয়েছে এবং ৬০৭১ টি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর ইনোভেশন টীম তিনটি ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন করেছে। সেগুলি হলো-

ক) সিএনজি গ্রাহকদের জন্য রিমোট মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা;
খ) আবাসিক গ্রাহকদের বিল বইয়ের পরিবর্তে ডিজিটাল বিল কার্ড প্রদান;
গ) এফ ডি আর সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা;

এছাড়া ও, কোম্পানির রাজস্ব, বিপণন এবং প্রকৌশল পরিষেবা কার্যক্রমকে একীভূত করার জন্য আইআইসিটি, বুয়েট দ্বারা তৈরি "বিজিডিসিএল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এছাড়া ও, ঠিকাদার তালিকা ভুক্তি এবং নবায়নের জন্য "বিজিডিসিএল কন্ট্রাক্টর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কোম্পানিটিই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছে। বর্তমানে সরকারের a2i, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত ই-সার্ভিস ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় বিজিডিসিএল-এ ই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে ই-নথির মাধ্যমে সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পেট্রোবাংলার সাথে বিজিডিসিএল-এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৯.২২% স্কোর অর্জিত হয়েছে।

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড নেই।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হলোঃ

ক) কুমিল্লা-নোয়াখালী ৪ লেন মহাসড়ক নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে টমছম ব্রিজ কুমিল্লা থেকে বিপুলাসার, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা পর্যন্ত ৪ বার ও ১০ বার চাপের গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর/ প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

খ) কুমিল্লা-নোয়াখালী ৪ লেন মহাসড়ক নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থেকে বেগমগঞ্জ পর্যন্ত ৪ বার ও ১০ বার চাপের গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর/ প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

গ) আশুগঞ্জ-নদীবন্দর, সরাইল বিশ্বরোড হতে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত ০৪(চার) লেন রাস্তার উন্নতিকরন প্রকল্প এলাকার মধ্যে বিজিডিসিএল এরস্থাপিত গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর/ প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বিজিডিসিএল কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে জ্বালানি খাতে (২০২২-২০৪১) মেয়াদে গৃহীতব্য ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ নিম্নে দেওয়া হলঃ

- ❖ বিজিডিসিএল-এর আবাসিক গ্রাহকের আঙ্গিনায় ২,০০,০০০ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প
- ❖ বিজিডিসিএল-এর আবাসিক গ্রাহকের আঙ্গিনায় ২,৮৮,০০০ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প
- ❖ গ্যাস বিতরণ ম্যাপের ডিজিটাইজেশন (জিআইএস) ও আপগ্রেডেশন
- ❖ কবিরহাট এবং বসুরহাট পৌরসভায় গ্যাস সংযোগ প্রদান প্রকল্প
- ❖ বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের কেটেলিমিটারিং এর আওতায় আনয়ন প্রকল্প
- ❖ কালিয়াপাড়া হতে কচুয়া ৮" ব্যাস ১০ বার চাপের ২০ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ ও একটি ডিআরএস নির্মাণ প্রকল্প
- ❖ লক্ষীপুর ও নোয়াখালী শহরে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি ও বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্যাস পাইপলাইন ও ডিআরএস নির্মাণ কাজ
- ❖ কুমিল্লা মহানগর, ইপিজেড ও আশপাশের এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গ্যাসসরবরাহের জন্য রিং মেইন পাইপলাইন নির্মাণ
- ❖ মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
- ❖ টিবিএস/ডিআরএস আপগ্রেডেশন, ডিজিটাইজেশন (রিমোটকন্ট্রোল)
- ❖ কুটুম্বপুর হতে নন্দনপুর পর্যন্ত ২০" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ৩৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণপ্রকল্প
- ❖ নাঙ্গলকোট হতে চৌমুহনী, বেগমগঞ্জপর্যন্ত ১২" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণপ্রকল্প
- ❖ বাখরাবাদগ্যাস ফিল্ড হতে দেবীদ্বার পর্যন্ত ৮" ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ২০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণপ্রকল্প
- ❖ গৌরীপুর হতে হোমনা বাঞ্ছারামপুর পর্যন্ত ৮" ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ৩০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণপ্রকল্প
- ❖ ফেনী হতে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত ৮" ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ৪০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণপ্রকল্প
- ❖ বিজরা, লাকসাম হতে নন্দনপুর পর্যন্ত ১২" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ২৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণপ্রকল্প
- ❖ ফেনী শহরও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ইঞ্চিঃ) ৩০কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ❖ চাঁদপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ইঞ্চিঃ) ৩০কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ❖ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকা এবং আশুগঞ্জ এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ইঞ্চিঃ) ২০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ❖ লক্ষীপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসলাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (৮, ৬, ৪, ২ইঞ্চিঃ) পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ❖ নোয়াখালী শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ইঞ্চিঃ) ৩০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ❖ টিবিএস/ডিআরএস আপগ্রেডেশন, ডিজিটাইজেশন এবং রিমোটকন্ট্রোল
- ❖ লালমাই হতে বরুড়া পর্যন্ত ৬" ব্যাস ৪ বার চাপের ২০ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ❖ মিয়ারবাজার হতে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত ৬" ব্যাস ১০ বার চাপের ১৫ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ❖ ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় পূর্বক বিজিডিসিএল এর আওতাধীন আশুগঞ্জ, কচুয়া, বাঞ্ছারামপুর, বসুরহাট, দেবীদ্বার অফিস স্থাপন

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন স্থাপনায় ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় আলোচ্য অর্থবছরে ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে কোম্পানি কর্তৃক মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সহ অন্যান্য সকল জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদা, ভাব গাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়। কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কোম্পানি ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের ১১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে জারীকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদনুযায়ী কোম্পানী আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিতকরণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) নামে কোম্পানী আত্মপ্রকাশ করে। জুলাই ২০১০ হতে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

"কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" এর অধিভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা। গ্যাস সরবরাহ করা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও কেজিডিসিএল অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে এবং অসুস্থতা জনিত রোগির সুচিকিৎসায় মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। কোম্পানি কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) খাত হতে কোভিড আক্রান্তদের সাহায্যার্থে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও সরঞ্জামাদি হস্তান্তর, সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সহায়তা কার্যক্রম এবং অসুস্থতা জনিত রোগির সুচিকিৎসাসহ সর্বমোট ১১,৯১,৯৯৯.০০ (এগার লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কেজিডিসিএল গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

গ্রাহক সংযোগ

সরকারি নির্দেশনার আলোকে ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে নতুন গৃহস্থালি সংযোগ বন্ধ রয়েছে। গৃহস্থালি সংযোগ বন্ধ থাকায় আবাসিক ব্যতিত বিভিন্ন শ্রেণির ২৫টি (আবাসিক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২, শিল্প-১৬, ক্যাপটিভ পাওয়ার-৪, বাণিজ্যিক-৩) নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের স্থায়ী বিচ্ছিন্নকৃত সংখ্যা ২৫০টি (আবাসিক-২০৫, শিল্প-১৭, বাণিজ্যিক-২৮)। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক সংযোগের বিবরণ নিচের ছকে প্রদর্শন করা হলো :

শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক সংযোগ বিবরণী

গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ সংখ্যা
বিদ্যুৎ	০৫
সার	০৪
শিল্প	১১৮০
ক্যাপটিভ পাওয়ার	২০৩
বাণিজ্যিক	২৯১২
চা-বাগান	০২
সিএনজি	৭০
গৃহস্থালি	৫৯৭৯৮৭
মোট	৬০২৩৬৩

গ্যাস ক্রয়

কোম্পানি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩,১৫৭.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩,০৬২.২০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয়করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সরকারি মালিকানাধীন গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ থেকে ৭.৯৭ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ৩,০৫৪.২৩ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএনজি ক্রয় করা হয়েছে। সরকারি ও এলএনজি থেকে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত যথাক্রমে ০.২৬ : ৯৯.৭৪।

গ্যাস বিক্রয়

কোম্পানি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩,১৫৭.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩,০৯৫.৪৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করেছে। গ্যাস বিক্রয়ের মাধ্যমে ৩,৩৭৩.৫২ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪,৭৪৩.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে। উক্ত অর্থবছরে ৩,০৬২.২০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয়ের বিপরীতে ৩,০৯৫.৪৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয়ের ফলে পরিমাণগত ঘাটতি না হয়ে ১.০৯ শতাংশ গেইন হয়েছে।

কোম্পানির ভিজিল্যান্স কার্যক্রম:

অবৈধ গ্যাস সংযোগ, অবৈধ পাইপ লাইন নির্মাণ, অননুমোদিত সরঞ্জামে গ্যাস ব্যবহার, গ্যাস কারচুপি রোধকল্পে ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের ২টি পরিদর্শন টিম কর্তৃক প্রতিনিয়ত ভিজিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যের আওতায় ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ক্যাটাগরীভিত্তিক সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তথ্যাদি নিম্নে ছকে দেয়া হলো :

গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা
শিল্প/ক্যাপটিভ	-
সিএনজি/ক্যাপটিভ	০১টি
বাণিজ্যিক	০৩টি
আবাসিক	৮৪টি
(রাইজার)	
মোট=	৮৮টি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি, ফলাফলধর্মী কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান এবং কর্মকৃতি বা Performance মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি অফিসসমূহে Government Performance Management System (GPMS)-এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা Annual Performance Agreement (APA) প্রবর্তন করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য গত ২৪-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৯৯.৪২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

মার্কেটিং সফটওয়্যার

কেজিডিসিএল এর বিপণন ডিভিশনের জন্য আইআইসিটি, বুয়েট এর সহায়তায় অনলাইন ভিত্তিক মার্কেটিং সফটওয়্যার মডিউল নির্মাণ করা হয়। এর ফলে কেজিডিসিএল এর সকল গ্রাহকের যাবতীয় তথ্য ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে সার্ভারে সু-সংরক্ষিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। পেট্রোবাংলা/ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী দপ্তরে দ্রুততার সাথে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা, কোম্পানির ভিজিল্যান্স কাজের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং স্বল্পতম সময়ে গ্রাহকের গ্যাস বিল প্রস্তুত ও প্রেরণ করার মাধ্যমে নির্ভুলভাবে রাজস্ব আদায় করা সম্ভবপর হচ্ছে।

এ সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে কেজিডিসিএল এর শিল্প, সিএনজি গ্রাহকগণের মাসিক বিল প্রস্তুতের পর ই-মেইলে বিলের কপি প্রেরণ করা হয়। একই সাথে এসএমএস এর মাধ্যমে বিল সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়। বিল পরিশোধের পর উক্ত সফট্ওয়্যার হতে গ্রাহকগণকে বিল পরিশোধ সংক্রান্ত নিশ্চিতকরণ এসএমএস প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন সময়ে গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন, পুনঃসংযোগ, চুলা রূপান্তর, মিটার পরিবর্তন ইত্যাদি ইভেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করা হয়।

অনলাইন বিলিং সিস্টেম

কেজিডিসিএল এর গ্রাহকদের অনলাইন পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ করার জন্য আইআইসিটি, বুয়েট এর মাধ্যমে অনলাইন বিলিং সফটওয়্যার তৈরী করা হয়। উক্ত অনলাইন বিলিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে। অনলাইন পদ্ধতিতে কেজিডিসিএল এর গ্রাহকগণ চট্টগ্রামস্থ বিভিন্ন ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে অনলাইনে গ্যাস বিল পরিশোধ করছেন এবং গ্রাহক কর্তৃক প্রদানকৃত বিল তাৎক্ষণিকভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় সহজে এবং দ্রুততার সাথে করা সম্ভবপর হচ্ছে। কেজিডিসিএল এর ননমিটার্ড আবাসিক গ্রাহকগণ বিকাশ, রকেট, নেক্সাস পে, ভিসাকার্ড, মাস্টারকার্ড এর মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন।

কাস্টমার পোর্টাল

কেজিডিসিএল এর কাষ্টমার পোর্টাল (billing.kgdcl.gov.bd) আপডেট করা হয়েছে। কেজিডিসিএল এর বর্ণিত বিলিং পোর্টাল এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ বিল পরিশোধ করতে পারছেন এবং বিল পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জানতে পারেন।

অপারেশনাল কার্যক্রম

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পিএমইসি-উত্তর এর তত্ত্বাবধানে কোম্পানির বিতরণ উত্তর নেটওয়ার্ক এর নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পাদন করা হয় :

মোট অভিযোগের সংখ্যা	মোট কার্য সম্পাদন	লিকেজ মেরামত	রাইজার নিরাপদ স্থানে পুনঃস্থাপন (একই আঙ্গিনায়)	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	অন্যান্য অভিযোগের কাজ সম্পন্ন সংখ্যা	মন্তব্য
৯০২	৯০২	৫৩০	৩০	১৩	৩২৯	

- 'Procurement of Services for implementation of Mobile Gas Leak Detection System'. শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৬৯১.১১ কি.মি. গ্যাস বিতরণ লাইনের লিক শনাক্তকরণের জন্য মোবাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়। লিকেজ সনাক্তকরণ কাজে ব্যবহৃত মোবাইল গ্যাস ডিটেকটরসমূহ অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় পরীক্ষাধীন এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতি সনাক্তকরণ ছাড়াও প্রকৃতিতে বিদ্যমান অন্যান্য জীবাশ্ম গ্যাসের (মিথেন, ইথেন ইত্যাদি) উপস্থিতি মোবাইল গ্যাস ডিটেকটরে রেকর্ড হয়। এই পন্থায় সনাক্তকৃত সম্ভাব্য গ্যাস লিকেজের উৎস পাওয়া যায় ৫,৫৯৫টি যা ভূতাত্ত্বিক ম্যাপের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। জিপিআরএস কো-অর্ডিনেটের মাধ্যমে চিহ্নিত এ সকল পয়েন্টের মধ্যে ১২৪৬টি পয়েন্টে গ্যাস অবকাঠামো/রাইজারে লিকেজ পাওয়া যায়। সনাক্তকৃত এ সকল লিকেজ তাৎক্ষণিক মেরামত করা হয় এবং প্রায় ৩০ টি ঝুঁকিপূর্ণ রাইজার আবদ্ধ স্থান থেকে নিরাপদ স্থানে পুনঃস্থাপন করা হয়।বর্ণিত মোবাইল গ্যাস লিক ডিটেকশন সিস্টেম কার্যক্রম ও কোম্পানীর পক্ষ হতে লিক মেরামত কার্যক্রম যুগপৎভাবে বাস্তবায়নের ফলে ঘন্টায় প্রায় ৪৬৯.২৫ ঘন মিটার হিসেবে দৈনিক ১১২৬২ ঘন মিটার গ্যাস সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

- আলোচ্য অর্থ বছরে 'ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম' (CDM) প্রকল্পের অধীনে ইতঃপূর্বে মেরামতকৃত ৮,২৩৯ টি আবাসিক/বাণিজ্যিক গ্রাহকের রাইজার ৩য় পর্যায়ে মনিটরিং করা হয় ও ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC) স্বীকৃত ফার্মের মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করা হয়।

- পটিয়াস্থ আরাকান রোড এবং হুলাইন সালেহ্-নূর ডিগ্রি কলেজের সামনে সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক রাস্তা সম্প্রসারণ এবং খাল সংস্কার কাজের অ্যালাইনমেন্টের মধ্যে স্থিত কেজিডিসিএল এর ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপবিশিষ্ট ৫৫ মিটার ঝুঁকিপূর্ণ গ্যাস পাইপ লাইন নিরাপদ স্থানে স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জি. ব্রিগেড কর্তৃক 'চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুনঃখনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ইউটিলিটি এর আওতাধীন অক্সিজেন মোড়ে নির্মাণাধীন বক্স কালভার্টের অ্যালাইনমেন্ট এ কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১০ বার চাপ বিশিষ্ট ১৪ মিটার ও ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপ বিশিষ্ট ১৪ মিটার বিতরণ লাইন ডাইভারশন/উঁচুকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীণ চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে উন্নয়ন কাজের আওতায় ৩নং পাঁচলাইশ ওয়ার্ডস্থ অক্সিজেন খালের উপর লোহার পুল এ নির্মাণাধীন ব্রিজের নিচে স্থিত কেজিডিসিএল এর ১ ইঞ্চি ব্যাসের ঝুঁকিপূর্ণ ৪০ মিটার, ৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ রুব্বী গেইট সংলগ্ন চশমা খালের উপর নির্মাণাধীন ব্রিজ এ ২ ইঞ্চি ব্যাসের ১০ বার চাপ বিশিষ্ট ৩৬ মিটার, 'বহদ্দারহাট হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন' শীর্ষক কাজ ও জাকির হোসেন রোডস্থ খুলশী রেল গেইট সংলগ্ন রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণের কাজের এলাইনমেন্টের মধ্যে স্থিত KGDCL এর ৩ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপ বিশিষ্ট মোট ৮১ মিটার এবং রুব্বী গেইট সংলগ্ন চশমা খালের উপর নির্মাণাধীন ব্রিজ এ এবং রাউজান জালানীর হাটস্থ ডাবুয়া নদীর উপর সওজ কর্তৃক নির্মিত পুরাতন ব্রিজে ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপ বিশিষ্ট মোট ৭০ মিটার সহ বিভিন্ন ব্যাসের সর্বমোট ২২৭ মিটার বিতরণ লাইন নিরাপদ স্থানে স্থাপন/ ডাইভারশন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

- বিতরণ-উত্তর এলাকার গ্যাস পাইপ লাইন/সার্ভিস লাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (পর্ব-৬) এর আওতায় বিতরণ নেটওয়ার্কে ০৫ টি নতুন ভাল্ভ স্থাপন এবং ২৫ টি ভাল্ভপিট মেরামত ও উঁচু করা হয়েছে।

- বিতরণ-দক্ষিণ ডিপার্টমেন্টের আওতায় পিএমইসি-দক্ষিণ শাখা কর্তৃক ০১-০৭-২০২১ হতে ৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগ ও

সম্পাদিত কাজের বিবরণ :

মোট অভিযোগের সংখ্যা	মোট কার্য সম্পাদন	লিকেজ মেরামত	রাইজার নিরাপদ স্থানে পুনঃস্থাপন (একই আঙ্গিনায়)	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	অন্যান্য অভিযোগের কাজ সম্পন্ন সংখ্যা	মন্তব্য
৪৬২	৪৫৬	২৭৮	৩৪	০১	১৪৩	

- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের এ্যালাইনমেন্টের মধ্যে কেজিডিসিএল এর ভূগর্ভস্থে স্থিত গ্যাস পাইপলাইনের ডাইভারশনকৃত কাজ:

  ক) দেওয়ানহাটস্থ এলাকায় ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১০ বার চাপসম্পন্ন ১২৫ মিটার গ্যাস পাইপলাইন।

  খ) দেওয়ানহাটস্থ এলাকায় ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপসম্পন্ন ২৪ মিটার গ্যাস পাইপলাইন।

  গ) কাস্টমস, বন্দর এলাকায় ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১০ বার চাপসম্পন্ন ২৭৬ মিটার গ্যাস পাইপলাইন।

- কর্ণফুলী ইপিজেড- এ নির্মিতব্য শপিং কমপ্লেক্স এর অভ্যন্তরে বিদ্যমান ২ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপসম্পন্ন ১৪০ মিটার সার্ভিস গ্যাস পাইপলাইন ডাইভারশন কাজ সম্পন্ন করা হয় ।

- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ব্রিজ পুনঃনির্মাণ করার লক্ষ্যে নিরাপদ স্থানে কোম্পানির স্থিত বিতরণ গ্যাস পাইপলাইনের ডাইভারশনকৃত কাজ :

ক) নগরীর কাট্টলী এলাকায় ১১ নং ওয়ার্ডস্থ জেলেপাড়াস্থ মহেশ খালে উপর ব্রিজে স্থিত ২৫ মিটার গ্যাস পাইপলাইন।

খ) নগরীর বন্দরটিলা এলাকায় আকমল আলী রোডে মাইট্রিল্যা খালের উপর ব্রিজে স্থিত ৫২ মিটার গ্যাস পাইপলাইন।

ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

কেজিডিসিএল এর উচ্চ চাপ বিশিষ্ট রিং-মেইন পাইপ লাইন, রাউজান তাপ বিদ্যুৎ পাইপ লাইন, কেপিএম স্পার লাইন, সেমুতাং পাইপ লাইন, বড়তাকিয়া হতে মীরশরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল ও এর অভ্যন্তরে এইচপি ডিআরএস পর্যন্ত পাইপ লাইন, আনোয়ারা সিজিএস হতে শিকলবাহা পাওয়ার স্টেশন পর্যন্ত পাইপ লাইন, আনোয়ারা সিজিএস হতে সিইউএফএল/কাফকো পর্যন্ত পাইপ লাইনসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিতরণ পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা এবং নিরাপদ গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের স্বার্থে ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান। গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপ লাইনের PSP (Pipe to Soil Potential) রিডিং পর্যালোচনা পূর্বক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (যদি পাওয়া যায়) কারিগরি বিনির্দেশ অনুযায়ী ম্যাগনেশিয়াম এ্যানোড স্থাপন করে ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিস্টেমকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নীত করা হয়।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

আবাসিক সংযোগে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

"কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাসের অপচয় রোধ হবে এবং আবাসিক গ্রাহকদের মাসিক গ্যাস ব্যবহার ৭৭ ঘনমিটার থেকে ৪০ ঘনমিটারে হ্রাস পাবে যা গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী আগামী জুন ২০২৩ এর মধ্যে কেজিডিসিএল এর আওতাভুক্ত এলাকায় ১ লক্ষ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ফৌজদারহাট-সীতাকুন্ড-মীরসরাই এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন শীর্ষক প্রকল্প

দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামস্থ ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড, মীরসরাই ও বারৈয়ারহাট এলাকায় বিদ্যমান গ্রাহকদের বর্ধিত গ্যাস চাহিদাপূরণ ও নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত বর্ণিত এলাকার বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ৫০ এমএমএসসিএফডি হতে ৪০০ এমএমএসসিএফডি-তে উন্নীতকরণ। বর্ণিত এলাকার বিতরণ নেটওয়ার্ক সক্ষমতা ৪০০ এমএমএসসিএফডি এ উন্নীতকরণের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ দিয়ে ফৌজদারহাট হতে বারৈয়ারহাট পর্যন্ত ২০ ব্যাসের x ৫৭ কি.মি. গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ ও জিটিসিএল এর টিবিএস এবং কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সাথে প্রস্তাবিত পাইপলাইনের আন্তঃসংযোগ স্থাপন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ফৌজদারহাট, বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড ও মীরসরাই এলাকায় বিদ্যমান ও ভবিষ্যত গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী ৩৫০ এমএমসিএফডি অতিরিক্ত গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- বৈদেশিক সাহায্য ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে কেজিডিসিএল এর অধিভুক্ত এলাকার ৪,৩৫,০০০টি আবাসিক সংযোগে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।
- কেজিডিসিএল এর ফৌজদারহাট, চট্টগ্রামস্থ অফিস কমপেক্সে ১টি ৮৯,৬৭৪ বর্গফুট আয়তনের ১০তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৬তলা অফিস কাম ল্যাব ভবন এবং ১৬,৬৮৪ বর্গফুট আয়তনের ১টি দ্বিতল স্টোর ভবন নির্মাণ।
- চট্টগ্রামস্থ ফৌজদারহাট হতে চান্দগাঁও জিরোপয়েন্ট পর্যন্ত রিংমেইন এর সমান্তরালে ২৪" ব্যাসের x ৩৫০ পিএসআইজি চাপের x ১২ কি.মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ।
- চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় কেজিডিসিএল অফিসার্স কোয়ার্টার কমপেক্সে বিদ্যমান এ ও বি-টাইপ ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে ০১টি ১০(দশ)তলা ভবন নির্মাণ।
- চট্টগ্রামস্থ জিইসি এলাকায় কেজিডিসিএল এর ক্রয়কৃত জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
- কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড ও Mitsui & Co.ltd., Japan-এ ১০০ মিলিয়ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৩৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ২০ ব্যাসের ০.৫ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ এবং ২০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি আরএমএস স্থাপন।

- বেজার চাহিদা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মীরসরাই, চট্টগ্রাম অঞ্চলে অতিরিক্ত ৫০০ মিলিয়ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

- বেজার আওতাধীন মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩ এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৩৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ২৪ ব্যাসের ০.৫ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ এবং ১৫০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি আরএমএস স্থাপন।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

তথ্য অধিকার

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা কেজিডিসিএল-এর তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত আছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যক্তি শ্রেণি কর্তৃক দাখিলকৃত 'তথ্য প্রাপ্তির আবেদন' যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্ণিত আইন অনুযায়ী 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়নপূর্বক তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো দুর্নীতি ঠেকাতে নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সততা নিশ্চিতকরণে সরকার প্রণীত একটি সুশাসন কৌশল। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কেজিডিসিএল কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত কর্মপরিকল্পনার আওতায় উক্ত অর্থ বছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা বিষয়ক প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে লিফলেট/স্টিকার বিতরণ করা হয় এবং চাকুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, ফলে কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব কর্তব্যের বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বা GRS (Grievance Redress System) সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ অনুযায়ী লিখিত এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কোম্পানিতে একটি কমিটি রয়েছে এবং একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত আছেন। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে গ্রাহকদের নিকট থেকে মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ১২৫ টি। তন্মধ্যে ১২০ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অভিযোগ নিষ্পত্তির শতকার হার ৯৬%। কোম্পানির তথ্য বাতায়নে নিয়মিতভাবে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন

কোম্পানিতে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যে ২১ শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উদযাপন, ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উদযাপন, ১২ রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ), ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন এবং ২৫ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় ভবন আলোকসজ্জা করা হয়।

মুজিববর্ষ এর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কেজিডিসিএল কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম নিম্নরূপ

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, প্রধান কার্যালয় ভবন আলোকসজ্জাকরণ, বেলুন দিয়ে সৌন্দর্যবর্ধন ও সাজসজ্জা, কেক কাটা, ফটোগ্রাফী, ভিডিওগ্রাফী করা এবং কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনীর ওপর আলোচনা করা হয়। ২৬ মার্চ ২০২২ দিনব্যাপী বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্যযোগ্য কর্মসূচিসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জাকরণ করা হয়।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে "হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প" বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প" এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজার শরীফে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সিলেট শহরে গ্রাহকসেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর আরো কয়েকটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড গঠন করা হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

কোম্পানির আওতাভুক্ত সিলেট বিভাগে অবস্থিত সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলাধীন বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা কোম্পানির মূল কাজ। সে লক্ষ্যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও আইওসিভুক্ত প্রতিষ্ঠান জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড, বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় শিল্প শ্রেণির গ্রাহক বরাবর গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যাসের (১০"-৮০০০ মিটার, ৬"-৭০ মিটার, ৪"-২০৭৬.৫ মিটার ও ২"- ১৮৫ মিটার) মোট ১০,৩৩১.৫ মিটার বা ১০.৩৩ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে।

গ্রাহক সংযোগঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮টি। আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ১৩টি শিল্পসহ মোট ১৫ জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৮৮% বেশী। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২২১,৪৬২ টি।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

খাত	২০২১-২০২২ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২০২২ বছরে প্রকৃত সংযোগ	৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
সারকারখানা	-	-	১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	-	-	১৯
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	৩	২	১২৭

খাত	২০২০-২০২১ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২০২১ বছরে প্রকৃত সংযোগ	৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
সি এন জি	-	-	৫৯
শিল্প	৫	১৩	১৩১
চা-বাগান	-	-	১০০

খাত	২০২০-২০২১ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২০২১ বছরে প্রকৃত সংযোগ	৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	-	-	৮০৩
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	-	-	৪৫৮
গৃহস্থালী	-	-	২,১৯,৭৬৪
মোট	৮	১৫	২,২১,৪৬২

গ্যাস ক্রয় ঃ

কোম্পানি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের গ্যাস ক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪২৬০.২১০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৪১৩২.৭৯৯ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করেছে। এ অর্থ বছরে সরকারী মালিকানাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর নিকট থেকে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৮০.২০২ ও ৫২৫.৩৩৪ এমএমসিএম অর্থাৎ জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র হতে মোট ১১০৫.৫৩৬ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি (আইওসি) এর জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ডস ও বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডস থেকে যথাক্রমে ১১৬৬.৮৯৩ ও ১৮৬০.৩৭০ এমএমসিএম অর্থাৎ মোট ৩০২৭.২৩৬ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সরকারী মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ এবং আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানিসমূহের নিকট হতে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২৭ : ৭৩, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পরিমাণঃ এমএমসিএম

সরকারি/আইওসি	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২১-২০২২	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ক্রয়
সরকারি	বিজিএফসিএল	৬৪১.২১১	৫৮০.২০২
	এসজিএফএল	৫০৯.০৪৬	৫২৫.৩৩৪
	মোট	**১১৫০.২৫৭**	**১১০৫.৫৩৬**
আইওসি	জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড	১১৩৩.৩৬৬	১১৬৬.৮৯৩
	বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড	১৮৪৯.১৭৬	১৮৬০.৩৭
	মোট	**৩১০৯.৯৫৩**	**৩০২৭.২৬৩**
	সর্বমোট	**৪২৬০.২১০**	**৪১৩২.৭৯৯**

গ্যাস বিক্রয়ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৪২৪৭.৪৫০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ৪১৩২.৭৯৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করে ৪১০২.৮৪৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৯৩০.৭৪ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় ২৮৫৪.৫২৪ কোটি টাকা, যার খাতওয়ারী বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

পরিমাণঃ এমএমসিএম ও মূল্যঃ কোটি টাকা

গ্রাহক শ্রেণী	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রকৃত বিক্রয়	
	পরিমাণ	মূল্য
সার কারখানা	৩৭৬.০০৮	১৬৭.৩২০
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	২৮০৫.৬৯১	১২৪৮.৫৩০
ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	২৪৯.০৭৬	৩৪৪.৯৭০
সি এন জি	১৩১.৬৬৯	৪৬০.৮৫০
শিল্প	২৯৩.৯২১	৩১৪.৪৯০
চা বাগান	২৮.৮৭১	৩০.৯০০
হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	৯.২৮৯	২১.৩৬০
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৮.১৭৮	১৩.৯৩০
গৃহস্থালী	২০০.১৪১	২৫২.১৭৪
মোট	৪১০২.৮৪৪	২৮৫৪.৫২৪

সাফল্যঃ

যমুনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মাধবপুর, হবিগঞ্জ-এ গ্যাস সরবরাহ :

যমুনা গ্রুপের মালিকানাধীন যমুনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মাধবপুর এর বিভিন্ন শিল্প কারখানায় নতুন গ্যাস সংযোগের নিমিত্ত মাধবপুর হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পর্যন্ত দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ১২ ইঞ্চি ব্যাসের ৭.০০ কি.মি. পাইপলাইন এবং মাধবপুরে একটি নতুন ডিআরএস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট-এ গ্যাস সরবরাহ:

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, সিলেট-এ দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সিলেটের দেবপুর হতে হাইটেক পার্ক পর্যন্ত ৩০ কি.মি. পাইপলাইন, ২ টি ডিআরএস নির্মাণ, ২ টি ক্যাথোডিক প্রটেকশন (সিপি স্টেশন), হরিজেন্টাল ডিরেকশনাল ড্রিলিং (HDD) পদ্ধতিতে গোয়াইন নদী ক্রসিংসহ গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অত্র কোম্পানিতে কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

"জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পঃ

- জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লি: (জেজিটিডিএসএল) অধিভুক্ত এলাকার গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধ, প্রিপেমেন্ট সিষ্টেমের মাধ্যমে গৃহস্থালী পর্যায়ে যুগোপযোগি বিলিং সিষ্টেম প্রবর্তন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনিটরিং ব্যয় হ্রাসকরণসহ গ্যাসের কার্যকরী ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে জেজিটিডিএসএল এর আওতাধীন সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও সিলেট সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ০৮-০২-২০২১ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১১৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ০১ জানুয়ারী ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২। ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ১১০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন-২০২২ পর্যন্ত মোট ১১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে; যা বরাদ্দের বিপরীতে ১০০%।

- জেজিটিডিএসএল-এ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার ধারনাটি নতুন হওয়ায় প্রকল্পের কাজে সার্বিকভাবে সহায়তাকরণের নিমিত্ত QCBS পদ্ধতিতে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল কনসালটেন্টস প্রা: লি: (ডিটিসিএল), ঢাকা এবং জেজিটিডিএসএল-এর মধ্যে গত ১৪-০৭-২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়; বর্তমানে পরামর্শক সেবা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

- আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ইপিসি ভিত্তিতে ৫০০০০ প্রিপেইড গ্যাস মিটার সরবরাহ-স্থাপন-কমিশনিং-সহ ডাটা সেন্টার স্থাপন-টেষ্টিং-কমিশনিং কাজের ঠিকাদার নিয়োগের জন্য ০৮-০২-২০২২ তারিখে পুন:দরপত্র আহবান এবং ২৪-০৩-২০২২ তারিখে দরপ্রস্তাব গ্রহণ ও উন্মুক্ত করা হয়। দরপত্রে সফল দরদাতা প্রতিষ্ঠান The Consortium of Zenner Metering Technology (Shanghai) Ltd. & Hexing Electrical Co., Ltd. China-র সাথে ডিপিপি সংশোধনক্রমে চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভবপর হবে। ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব (১ম সংশোধন) গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

(i) জেজিটিডিএসএল এর কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপেক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

জেজিটিডিএসএল এর ক্রয়কৃত/আমদানীকৃত/সংগৃহীত মালামালসমূহ যথাযথভবে সংরক্ষণ, মালামালসমূহ চাহিদাকারীর নিকট স্বল্পতম সময়ে বিতরণের মাধ্যমে সময় ও অর্থের সাশ্রয় এবং মালামালসমূহ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষা এবং অপচয় রোধ এর লক্ষ্যে ১টি ৪তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, ১টি ৩তলা বিশিষ্ট স্টোর ভবন, ১টি ২তলা বিশিষ্ট স্টোর ভবন, ১টি ১তলা বিশিষ্ট আনসার ভবন এবং ১৪ টি পাইপ ইয়ার্ড ও ১টি স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড নির্মাণসহ তৎসংশ্লিষ্ট কাজ প্রকল্পটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্য ২১,৬৮.৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ডিপিপিটি গত ১ জুন, ২০২২ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদকাল মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

(ii) জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ১,৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প :

গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ এবং গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করা, গৃহস্থালী গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার দক্ষতা, কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ব্যয় ও গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা হ্রাস করার লক্ষ্যে ভবিষ্যত পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত মূল্য ৩৯,৩৯৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি New Development Bank/wবশ্ব ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।

(iii) জকিগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র হতে কৈলাশটিলা, গোলাপগঞ্জ পর্যন্ত ৪০ কিমি. গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্প :

জকিগঞ্জ হতে কৈলাশটিলা পর্যন্ত ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৪০ কি.মি. উচ্চচাপ বিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ এর মাধ্যেমে বাপেক্স কর্তৃক আবিস্কৃত জকিগঞ্জ-১ নং কূপ হতে দৈনিক প্রায় ১০ এমএমএসসিএফ এবং ভবিষ্যতে আরো ৩০-৪০ এমএমএসসিএফ উত্তোলিত গ্যাস জেজিটিডিএসএল এর সিষ্টেমে সরবরাহের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেনীর গ্রাহকদের নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্য ১৪৬২১.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি পেট্রোবাংলার গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও জেজিটিডিএসএল এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রকল্প বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(iv) হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার শাহজীবাজার হতে শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত ১২" ব্যাস দ্ধ ৫৭ কিমিঃ × ৫০০ পিএসআইজি চাপের পাইপলাইন প্রকল্প:

গ্রাহকদের চাপজনিত সমস্যা হ্রাসকরণসহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে মাধবপুর, বাহুবল ও শ্রীমঙ্গল উপজেলায় নেটওয়ার্কে চাহিদামত গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত মূল্য ১৩৫৫৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।

(v) জেজিটিডিএসএল এর আওতাধীন সিলেট শহর রিংমেইন বিতরণ লাইন এবং ব্যালেন্সিং গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

সিলেট বিভাগীয় শহরের নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ সচল রাখার জন্য নেটওয়ার্ক সুষমিকরণ এর লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত মূল্য ১৩,০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ

করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR):

কোম্পানির ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) খাতে ৬৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের CSR খাত হতে ১৯.৫০ লক্ষ টাকা জালালাবাদ গ্যাস বিদ্যানিকেতন-এর ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া, বর্ণিত অর্থ বছরে বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক ও প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা বাবদ এ খাত হতে মোট ৪৩.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা বৃত্তিঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের সন্তানদের লেখাপড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানির শিক্ষা বৃত্তি স্কীমের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য ৩০জন, উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমান পরীক্ষায় ২০জন এবং স্নাতক/স্নাতক (সম্মান), মেডিকেল (এমবিবিএস/সমমান) ও স্নাতোকোত্তর পর্যায়ের ১০জনসহ মোট ৬০ (ষাট) জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):

বর্তমান সরকারের বিঘোষিত নীতি (নির্বাচনী ইশতেহার, রুপকল্প-২০২১ ও এসডিজি বাস্তবায়ন) ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং কোম্পানির কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ২২ জুন, ২০২২ তারিখে পেট্রোবাংলার সাথে জালালাবাদ গ্যাসের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

গ্যাস নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গ্যাস সংযোগ (বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি ও চা-বাগান), গ্যাস বিল বকেয়া হ্রাসকরণ, অবৈধ/অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ (বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি ও চা-বাগান) বিচ্ছিন্নকরণ, বেসরকারি বিনিয়োগ বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পাইপলাইন নির্মাণ/স্থাপনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জালালাবাদ গ্যাসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) অর্জন ১০০%।

পূর্ত নির্মাণ কাজঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কোম্পানির নিম্নবর্ণিত পূর্ত কাজসমূহ ইজিপি সিস্টেমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছেঃ
(ক) ১৬.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোম্পানির প্রধান কার্যালয় গ্যাস ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে গাড়ীর গ্যারেজ নির্মাণ কাজ; (খ) ১৭.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোম্পানির খাদিম নগর অফিসার্স হাউজিং কমপ্লেক্সের সীমানা প্রাচীর পুনঃনির্মাণ, রাস্তা ও স্থাপিত সীমানা প্রাচীর উচুকরণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ; (গ) ৩১.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোম্পানির মৌলভীবাজার আবিকার অফিস ভবন, অফিসার্স ও স্টাফ ডরমেটরী, গার্ডশেড, স্টোর, গ্যারেজ, সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য স্থাপনা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং (ঘ) ২১.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ছাতক আবিকার অফিস ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাসভিত্তিক শিল্প-কারখানা বিকাশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ২৯ নভেম্বরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পিজিসিএল), বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর একটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০০০ সালের ২৪ এপ্রিল বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানিটি ইতোমধ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ, বাঘাবাড়ী, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহজাদপুর, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া, রাজশাহীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করে পিজিসিএল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা পালন করছে। "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২২/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে, যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পিজিসিএল শুরু হতে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্যাস বিপণন ও রাজস্ব কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্বিক বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করেছে। চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ, অনুমোদিত শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হলে কোম্পানির আর্থিক কলেবর অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে, অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে এবং দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কোম্পানি কর্তৃক নিম্নরূপ কার্যাবলী সম্পাদন/গ্রাহকসেবা প্রদান করা হচ্ছে:

- গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত সেবা;
- জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ সেবা;
- গ্যাস বিল সংক্রান্ত সেবা;
- গ্রাহকের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সেবা;
- ভিজিল্যান্স কার্যক্রম;
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ;

- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- গ্যাস ব্যবহারে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম;
- গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এনার্জি ইফিসিয়েন্ট গ্যাস সরঞ্জামাদির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
- সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণঃ

উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পিজিসিএল কোম্পানির বিদ্যমান নেটওয়ার্কভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ০৮.৯০ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন ব্যাসের মোট ২৬.২৪০ কি.মি.গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

গ্রাহক গ্যাস সংযোগঃ

বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রদত্ত গ্যাস সংযোগসহ কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক সংযোগ সংখ্যা ১,২৯,৪০০ টি। তন্মধ্যে আলোচ্য অর্থবছরে ০৩ টি শিল্প, ০৩ টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ০১টি সিএনজি ও ০২ টি সরকারি মিটারযুক্ত আবাসিক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস বিক্রয়ঃ

বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পিজিসিএল সর্বমোট ১,৩৯৪.৬৩ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রয় করেছে। গত অর্থবছরে মোট গ্যাস বিক্রয় করা হয়েছিল ১,৫৫৫.৯২৩ এমএমসিএম। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৬১.২৯৩ এমএমসিএম গ্যাস কম বিক্রয় করা হয়েছে, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনায় ১০.৩৭% কম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানির ফলে গ্যাস প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয় বেশি হবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণঃ

অনাদায়ী গ্যাস বিল আদায়, অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার ও গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট অন্যান্য অনিয়মের কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ভিজিল্যান্স কমিটি গঠনের পাশাপাশি একটি ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের তথ্য প্রাপ্তির পর উক্ত ডিপার্টমেন্টের তাৎক্ষণিক অভিযানের ফলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অবৈধ ও খেলাপী গ্রাহকদের মোট ১,১০১ টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপনঃ

দেশব্যাপী জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক আঙিনায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত মোট ৬৫ টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ উদযাপনঃ

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল ডিসপে স্থাপনকরা হয়েছে, যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি, বক্তব্য, ছবি সম্বলিত তথ্য, অর্থনীতিতে জ্বালানি খাতের অবদান, বর্তমান সরকারের সাফল্য, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদির ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হচ্ছে। প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন স্থাপন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রধান কার্যালয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বিভিন্ন সময়ের ছবি সম্বলিত একটি মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রধান কার্যালয়সহ সকল আঞ্চলিক কার্যালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নসহ বনায়ন কর্মসূচী সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মকান্ডঃ

- পিজিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় বর্তমানে স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন (১৫০ পিএসআইজি পর্যন্ত) নেটওয়ার্ক এর পুনর্বাসন, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

- রাজশাহী সিটি করপোরেশন এর অর্থায়নে রাজশাহী শহরস্থ তালাইমাড়ী মোড় হতে কল্পনা সিনেমা হল পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন করণ।
- "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী" প্রকল্প-এর অর্থায়ন -এর আওতায় ২ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন করণ।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে নলকাস্থ ডিআরএস হতে হাটিকুমরুল মোড় পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন করণ।
- সওজ, সড়ক বিভাগ, বগুড়ার অর্থায়নে বগুড়া শহর হতে শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৪ এর অধিক্ষেত্রাধীন (বগুড়া বনানী হতে বাঘোপাড়া পর্যন্ত) গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর।
- আর আর স্পিনিং এন্ড কটন মিলস, ভুঁইয়াগাতী, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এর গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নলকাস্থ প্রস্তাবিত হেড অফিস কমপ্লেক্সের ডিজাইন, ড্রয়িং ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কনসালটেনসি কর্তৃক ভেটিং কার্য সম্পাদন করণ।
- হাটিকুমরুল-বগুড়া রোডস্থ হাটিকুমরুল মোড় হতে সমবায় ফিলিং স্টেশন পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন করণ।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে বগুড়াস্থ মাঝিড়া হতে বাঘোপাড়া পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন করণ।
- RDA- এর অর্থায়নে রুয়েট হতে খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী ৮ ইঞ্চি ও ৪ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর।
- Construction of Boundary wall at proposed sirajganj R/O, Chalk-Sialcoal, Sirajganj.
- "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন (জিওবি এবং পিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩);
- বগুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ভুক্ত এলাকায় ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ২৫ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন এবং ২৫ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার নতুন ১টি ডিআরএস নির্মাণ। (পিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪);
- "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ করণ।
- "বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ করণ।
- "সিরাজগঞ্জ ইকোনোমিক জোন" শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ করণ।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

- Installation of Prepaid Gas Meters for PGCL Franchise Area (প্রকল্প সহায়তা এবং পিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫);
- সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও চৌহালী উপজেলায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৫);
- নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারী) এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মান প্রকল্প। (১০০% নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০২৩ হতে জুন ২০২৫);
- নাটোর শহর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প। (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৭);
- বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৮ হতে জুন ২০৩০);

- গাইবান্ধা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩১ হতে জুন ২০৩৩);
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৪ হতে জুন ২০৩৬);
- কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৭ হতে জুন ২০৩৯);
- দিনাজপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৯ হতে জুন ২০৪১);
- ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৪ হতে জুন ২০৩৬);
- সিরাজগঞ্জ জেলার নলকায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ১৪ তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১০০%জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬);
- বিসিআইসি কর্তৃক প্রস্তাবিত উত্তর বঙ্গে ইউরিয়া সারখানায় গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইন নির্মাণ করণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ করণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ করণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত বগুড়া শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ করণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজশাহী শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ করণ।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নামে নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারী মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০০ (একশত) কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে মোট শেয়ার সংখ্যা ১,০০,০০০০০ (এক কোটি)। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান,পাঁচজন পরিচালক এবং সচিব সহ মোট ৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের ০৭ (সাত) টি এবং বাকী ৯৯,৯৯,৯৯৩ (নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত তিরানব্বই) টি শেয়ার পেট্রোবাংলার রিপ্রেজেন্টেটিভ চেয়ারম্যান-এর নামে বরাদ্দ আছে। কোম্পানির Memorandum and Articles of Association-G Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন । Memorandum and Articles of Association -এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। বর্তমানে খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা এ কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকা। অধিভুক্ত এলাকায় বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের দায়িত্ব এ কোম্পানির।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :
এসজিসিএল কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভোলাস্থ গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ, শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক ও ক্যাপটিভ খাতে এবং জাতীয় গ্রীড হতে ভেড়ামারা ৪১০ মে:ও: বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। অত্র কোম্পানীর ভোলাস্থ আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়-এ গৃহস্থালী শ্রেণীতে মিটারবিহীন ২৩৪৬ টি চুলা ও মিটারযুক্ত২৭ টি গ্রাহক, ০২টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ২টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ও ০৫টি শিল্প ও প্রতিষ্ঠানে জুলাই'২১ হতে জুন'২২ পর্যন্ত মোট ৩৮.৮৮০৫ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভোলা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এগ্রিকো ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ভোলা ৩৪.৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বমোট ৯৯৪.৯৯৩০৬৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে, যা দেশের উন্নয়নে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বাস্তবায়িত উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডঃ

১) এসজিসিএল এর আওতাধীন কুষ্টিয়া জেলায় হুক-আপ লাইন সহ ডিআরএস নির্মাণঃ
কুষ্টিয়া বিসিকে গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে এসজিসিএল পরিচালনা পর্ষদের গত ২৬/০৯/২০২১ তারিখের অনুষ্ঠিত ১১৮ তম সভায় অনুমোদন অনুযায়ী কুষ্টিয়া বটতৈলস্থ অত্র কোম্পানির অধিগ্রহণকৃত জমিতে ডিআরএস নির্মাণের লক্ষ্যে "Construction of a 20 mmscfd Capacity DRS Along With 10"Ø x 300 psig x 172 Meter Hook-up Line and Associated Civil Works at Battoil, Kushtia" শীর্ষক দরপত্র গত ০২/০১/২০২২ তারিখে ই-জিপিতে আহবান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এসজিসিএল-এর অর্থায়নে কুষ্টিয়া জেলার বটতৈল এলাকায় কোম্পনির নিজস্ব জায়গায় ২০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ডিআরএস ও বিদ্যমান জিটিসিএল এর টিবিএস অফটেক হতে ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ২২৮ মিটার হুক আপ লাইন নির্মাণ করে গত ১৯/০৬/২০২২ তারিখে গ্যাস কমিশনিং করা হয়েছে।

এসজিসিএল এর আওতাধীন কুষ্টিয়া জেলায় হুক-আপলাইন সহ ডিআরএস নির্মাণ

২) এসজিসিএল এর ভূমি উন্নয়নঃ
খুলনা জেলার কৃষ্ণনগর মৌজায় এসজিসিএল এর অধিগ্রহণকৃত ০.৬৫২২ একর জমিতে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) এর নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে "Land Development for SGCLs Head Office Area at Joy Bangla More Khulna" শীর্ষক দরপত্র গত ১১/০২/২০২১ তারিখে ই-জিপিতে আহবান করা হয়। ইতোমধ্যে এসজিসিএল এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জায়গায় মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

১) কুষ্টিয়া বিসিক এলাকায় নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনার আলোকে কুষ্টিয়া বিসিক এলাকায় নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে গ্রাহক অর্থায়নে গ্রাহক কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে এসজিসিএল এর ডিআরএস হতে গ্রাহক আঙ্গিনা পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ এবং বিআরবি গ্রুপের ৪টি প্রতিষ্ঠানের জন্য মোট ১০ এমএমসিএফডি লোডে গ্যাস সংযোগ প্রদানের বিষয়ে এসজিসিএল পরিচালনা পর্ষদের গত ০৩/০২/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২৩ তম সভায় অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক ইতোমধ্যে এসজিসিএল এর ডিআরএস হতে কুষ্টিয়া বিসিক পর্যন্ত ৮" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ২১০০ মিটার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করার জন্য কোম্পানির অনুকূলে মালামাল ব্যয়ের অর্থ জমা প্রদান করেছে।

২) প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

খুলনা জেলার কৃষ্ণ নগর মৌজায় এসজিসিএল এর অধিগ্রহণকৃত ০.৬৫২২ একর জমিতে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) এর নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে "Architectural, Structural, Plumbing, Sanitary, Electrical, Electro-Mechanical Design প্রণয়ন সহ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন" শীর্ষক কাজের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য একটি Technical Assistance Project Proforma/Proposal (TAPP) প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪ বছর প্রকল্প মেয়াদে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ১০০ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে প্রণীত TAPP কোম্পানির ১১৩ তম পর্ষদ সভার অনুমোদন মোতাবেক পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হলে পেট্রোবাংলার পরিচালনা বোর্ডের ৫৪৬ তম সভায় তা অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার চাহিদা মোতাবেক বর্ণিত প্রকল্পের (টিএপিপি) অনুকূলে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে ছাড়পত্র (লিক্যুইডিটি সার্টিফিকেট) সংগ্রহের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে TAPP সংশোধন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে কোম্পানি প্রান্তে TAPP সংশোধন কাজ চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বর্ণিত টিএপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন হলে EOI আহ্বানের মাধ্যমে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হবে। কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজাইন, ড্রয়িং ও প্রাক্কলন চূড়ান্ত করে ডিপিপি প্রণয়নের মাধ্যমে এসজিসিএল-এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ও ইতোমধ্যে এসজিসিএল এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জায়গায় মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩) আবিকা ভোলা আঞ্চলিক কার্যালয় ভবন মেরামতঃ

ভোলাস্থ আবিকা অফিস ভবনের দেয়াল ও ছাদের পাস্টার নষ্ট হয়ে খুলে পরছে বিধায় দাপ্তরিক কাজের পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে আবিকা ভবনের পাস্টার ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে আবিকা ভবন Refurbishment, বাউন্ডারি ওয়ালের সংস্কারসহ রঙকরণ, ২টি ব্রিক পার্টিশন ওয়ালের স্থানে এলুমিনিয়াম থাই পার্টিশন, সিঁড়ি ঘরের ইটের দেয়ালের স্থানে এলুমিনিয়াম থাই গাস Curtain Wall, বারান্দার ইটের রেলিং এর স্থানে এস.এস রেলিং, ছাদের ইটের প্যারাপ্যাটের স্থানে এস.এস রেলিং, জানালাসমূহের নিচে ২ফিট ব্রিক ওয়াল অপসারণ করে উক্ত স্থানে ফিক্সড গ্যাস পার্টিশন স্থাপনের মাধ্যমে লোডসমূহ অপসারণ করে অফিস ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজের পুনঃপ্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য একটি প্রাক্কলন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

১। খুলনা জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ

খুলনা বিসিক এলাকায় মোট ৬৪টি শিল্প ইউনিট চালু রয়েছে যার মধ্যে এমুহূর্তে গ্যাস সংযোগে আগ্রহী ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক গ্যাস লোড ৬.০ এমএমসিএফডি। ইতোমধ্যেই আবদুল্লাহ ব্যাটারী কোং (প্রাঃ) লিঃ এবং খোরশেদ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ নামীয় ০২ (দুই) টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এসজিসিএল এর অনুকূলে গ্যাস সংযোগের আবেদন করেছে। সে প্রেক্ষিতে এবং গত ০৫.০৩.২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "খুলনা জেলায় গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কোম্পানির অর্থায়নে আড়ংঘাটা হতে খুলনা বিসিক পর্যন্ত ১০"ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ১০.৩ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপ নির্মাণ এবং ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ২৫০ মিটার হুক আপ লাইনসহ এসজিসিএল এর নিজস্ব জায়গায় ২০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিআরএস নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ০৫.০৩.২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "খুলনা জেলায় গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ

হিসেবে খুলনা জেলায় নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল)-এর অর্থায়নে এবং এসজিসিএল-এর কারিগরী সহযোগীতায় নির্মিতব্য রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বিদ্যমান ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ইতোমধ্যে জিটিসিএল-এর খুলনাস্থ আড়ংঘাটা সিজিএস হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আঙ্গিনা পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৯.২১২৭ কি.মি. এবং ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১.৮৫৫৩ কি.মি. অর্থাৎ মোট ১১.০৬৮ কিঃ মিঃ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ০৩/০৯/২০২০ তারিখে ২৮০ পিএসআইজি চাপে বর্ণিত পাইপলাইনে গ্যাস প্যাকিং করা হয়েছে। বর্ণিত পাইপলাইনের মাধ্যমে নির্মিতব্য খুলনা ৩৩০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহের জন্য একটি অফটেকের সংস্থান রাখা হয়েছে।

২। যশোর জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ

যশোর বিসিক এলাকায় মোট ১১৮টি শিল্প ইউনিট রয়েছে যার মধ্যে এ মূহূর্তে গ্যাস সংযোগে আগ্রহী ০৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক গ্যাস লোড ৫.০ এমএমসিএফডি। এছাড়াও যশোর জেলাস্থ অভয়নগর উপজেলার ভবদহ এলাকায় প্রস্তাবিত যশোর ইপিজেড হতে ৩৫ এমএমসিএফডি গ্যাস চাহিদার পত্র পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে উক্ত ইপিজেডের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা ২০২৫ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে মর্মে জানা যায়। প্রস্তাবিত যশোর ইপিজেড-এ গ্যাস সরবরাহের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন প্রণয়ন করে ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে কাজ বাস্তবায়নের জন্য বেপজা-কে পত্র প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত যশোর ইপিজেড-এ গ্যাস সরবরাহের জন্য নোয়াপাড়া উপজেলায় জিটিসিএল এর একটি ভাল্ব স্টেশন বিদ্যমান রয়েছে এবং তার পাশেই এসজিসিএল এর ডিআরএস নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা রয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে এবং গত ২৮/০৫/২০১৯ তারিখে মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যশোর বিসিকে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কোম্পানির অর্থায়নে জিটিসিএল এর টিবিএস হতে পার্শ্ববর্তী এসজিসিএল এর নিজস্ব জায়গায় ২০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিআরএস ও ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ৫০০ মিটার হুক আপ লাইন এবং ডিআরএস হতে বিসিক পর্যন্ত ১০"ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ৬.৫ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রস্তাবিত যশোর ইপিজেড-এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ডিপোজিটরি ওয়ার্ক বা নিজস্ব অর্থায়নে জিটিসিএল এর অভয়নগরস্থ অফটেক হতে পার্শ্ববর্তী এসজিসিএল এর নিজস্ব জায়গায় ৪০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিআরএস ও ১০" ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপের ৫০০ মিটার হুক আপ লাইন এবং ডিআরএস হতে ইপিজেড পর্যন্ত ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের আনুমানিক ৬.০০ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। ঝিনাইদহ জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ

ঝিনাইদহ বিসিক এলাকায় মোট ৪৪টি চালু শিল্প ইউনিট রয়েছে যার মধ্যে এমুহূর্তে গ্যাস সংযোগে আগ্রহী ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক গ্যাস লোড ২.০ এমএমসিএফডি। ঝিনাইদহ বিসিক এলাকায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক সার্ভে করে ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদন পাওয়া গিয়েছে। এতদবিষয়ে কোম্পানির ৯২তম ও ৯৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিটিসিএল ও পেট্রোবাংলার মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে গত ২৮/০৫/২০১৯ তারিখে মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কোম্পানির অর্থায়নে ঝিনাইদহ বিসিকে গ্যাস সরবরাহের জন্য জিটিসিএল এর টিবিএস এর পার্শ্ববর্তী এসজিসিএল এর নিজস্ব জায়গায় ১০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিআরএস ও ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ১০০০ মিটার হুক আপ লাইন এবং ডিআরএস হতে বিসিক পর্যন্ত ১০" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ২২০ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। গোপালগঞ্জ জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ

জিটিসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া ও জাঁজিরা-টেকেরহাট এবং (খ) খুলনা-গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" প্রকল্পের Feasibility Stud (সম্ভাব্যতা সমীক্ষা) কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত সরকারী মালিকানাধীন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC)- এর সাথে জিটিসিএল গত ২২-১২-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করে। সে মোতাবেক বর্ণিত প্রকল্প এলাকায় ফিজিবিলিটি স্টাডি কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত গ্যাস চাহিদার তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের জন্য জিটিসিএল কর্তৃক এসজিসিএল-কে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়াও বর্তমানে আলোচ্য প্রকল্প এলাকায় রুট সার্ভে কাজে গত ১২/০১/২০২২ তারিখে IIFC-এর একটি প্রতিনিধি দল অত্র কোম্পানির প্রধান কার্যালয় অফিস

পরিদর্শন পূর্বক প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। IIFC-এর চাহিদা অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের গ্যাস লোডের চাহিদা জানতে চেয়ে বেজা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে গত ২৩/০২/২০২২ তারিখে বেজা হতে কোটালিপাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের ৭৭৪০ ঘনমিটার/দিন গ্যাস লোড পাওয়া গিয়েছে। জিটিসিএল এর প্রস্তাবিত সঞ্চালন লাইনের রুট চূড়ান্ত হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে গোপালগঞ্জ জেলার ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর) সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৪-২০২৫ সাল নাগাদ পাইপলাইন ও ডিআরএসসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। শরিয়তপুর ও মাদারিপুর জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ

জিটিসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া ও জাঁজিরা-টেকেরহাট এবং (খ) খুলনা-গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনের রুট চূড়ান্ত হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে শরিয়তপুর জেলার ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (জাজিরা ও গোসাইহাট) এবং মাদারিপুর জেলার ১টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (রাজৈর) সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৪-২০২৫ সাল নাগাদ পাইপলাইন ও ডিআরএসসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বেজা কর্তৃক বর্ণিত অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি চলমান রয়েছে যা সমাপনান্তে গ্যাস লোডের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

৬। বাগেরহাট জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ

গত ২৩/০২/২০২২ তারিখে বেজা হতে মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ১৫ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও গত ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে বেপজা হতে মংলা ইপিজেড-এ ২০৪১ সাল নাগাদ প্রায় ৬৭ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে জিটিসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া ও জাঁজিরা-টেকেরহাট এবং (খ) খুলনা-গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনের রুট চূড়ান্ত হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে বাগেরহাট জেলার ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (মংলা, ইন্ডিয়ান এসইজেড, রামপাল, ফামকাম এবং সুন্দরবন ট্যুরিজম পার্ক) এবং ১টি বিদ্যমান ইপিজেড সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৪-২০২৫ সাল নাগাদ পাইপলাইন ও ডিআরএসসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। বরিশাল জেলায় বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ

গত ২৩/০২/২০২২ তারিখে বেজা হতে বরিশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল (আগৈলঝরা) এর জন্য ১৫ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও গত ১৪/০২/২০১৯ তারিখে বিউবো হতে বরিশাল ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি এর জন্য ২০২৩-২৪ সাল নাগাদ প্রায় ৩৪ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। পটুয়াখালি জেলার পায়রা হতে বরিশাল হয়ে খুলনা জেলায় এলএনজি সরবরাহ অথবা ভোলা হতে বরিশাল হয়ে খুলনা জেলায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল কর্তৃক গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন স্থাপন ও রুট এ্যালাইনমেন্ট চূড়ান্ত করা হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে বরিশাল জেলার ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (আগৈলঝরা ও চর মেঘা) সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৫-২০২৬ সাল নাগাদ পাইপলাইন ও ডিআরএসসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮। এসজিসিএল এর প্রি-পেইড মিটার স্থাপন সংক্রান্তঃ

SGCL এর আবাসিক গ্রাহকদের জন্য TGTDCL এর সার্বিক সহায়তায় SGCL এর জন্য প্রযোজ্য বৈদেশিক ঋণের অংশ পরিশোধ অথবা মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে গ্যাস প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা যেতে পারে মর্মে পেট্রোবাংলার প্রি-পেইড মিটার স্থাপনে বৈদেশিক আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত গঠিত কমিটির আলোচনা হয়। কমিটির প্রতিবেদন চূড়ান্ত হলে TGTDCL এর সহিত আলোচনা পূর্বক প্রস্তাবনা বোর্ডে উপস্থাপন করে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পনি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

পরিবেশবান্ধব, বায়ুদূষণরোধ ও জ্বালানি আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান 'কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। একনজরে আরপিজিসিএল এর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

কোম্পানির নামঃ	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশনের তারিখঃ	০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানাঃ	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড প্লট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২ খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯।
নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশনঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
প্রশাসনিক দপ্তরঃ	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)।
কোম্পানির ধরণঃ	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী।
পরিশোধিত মূলধনঃ	টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন-২০২২ পর্যন্ত)
কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যাঃ	(কর্মকর্তা-১৩৫(প্রেষণ/সংযুক্তসহ), কর্মচারী-৪৮) জন এবং ১০৬ জন ভাড়ায় নিয়োজিত কর্মচারী।
পরিচালকমন্ডলীর সংখ্যাঃ	০৯ জন।
কোম্পানীর কার্যক্রমঃ	❖ সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম, অনুমোদন ও তদারকি। ❖ এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন। ❖ আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম। ❖ এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

কোম্পানীর কার্যক্রম

- সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম, অনুমোদন ও তদারকি।
- এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন।
- আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম।
- এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক কার্যক্রম :

গঠনমূলক ও মজবুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তথা সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মাচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে কোম্পানির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছেন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

সিএনজি কার্যক্রম পরিচালনা:

রাজধানীর খিলক্ষেতে বাংলাদেশের প্রথম সিএনজি স্টেশন হিসেবে আশির দশক হতে চালু আছে। বর্তমানে ২৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা (ক্যাসকেড স্টোরেজ ২০৪০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা) ক্ষমতার একটি এবং ৪৬০ ঘনমিটার/ঘন্টা (ক্যাসকেড স্টোরেজ: ২০৪০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা) ক্ষমতার একটি কম্পেসর স্টেশন চালু আছে। এ স্টেশন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিএনজি স্টেশন থেকে ২.০৫ এমএমসিএম সিএনজি সরবরাহ করা হয়েছে।

কোম্পানির খিলক্ষেতস্থ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সিএনজি রূপান্তর কারখানা ১৯৮৪ সালে ও সিএনজি সিলিন্ডার পূণ:পরীক্ষণ কেন্দ্র ১৯৯৬ সালে চালু করা হয়। এর পর ২০১০ সালে কোম্পানির দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে সিএনজি রূপান্তর ও মেরামত কারখানা এবং সিএনজি সিলিন্ডার পূণ:পরীক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ৩৮ টি গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর/পুন: রূপান্তর এবং ৬৬৫টি এনজিভি সিলিন্ডার পূণ:পরীক্ষা করা হয়েছে। অপরপক্ষে, জোনাল ওয়ার্কশপে ১৭ টি যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর এবং ৩৮৮ টি এনজিভি সিলিন্ডার পূণ:পরীক্ষা করা হয়েছে। কোম্পানির দুটি ওয়ার্কশপে সিএনজি চালিত যানবাহনের টিউনিং, সিলিন্ডার সার্ভিসিং/পূর্ণাঙ্গ কিট ওয়াশ, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কাজে সরকারি, আধাসরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন যানবাহনসমূহে নির্ধারিত ফি'র বিপরীতে গ্রাহক সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, মুজিব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বর্তমানে আরপিজিসিএল হতে রূপান্তরিত যানবাহনে ফ্রি টিউনিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বছর ভিত্তিক সিএনজি বিক্রয়, যানবাহন রূপান্তর এবং সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

অর্থবছর	সিএনজি বিক্রয়ের পরিমাণ (এমএমসিএম)	যানবাহন রূপান্তরের (সংখ্যা)	সিলিন্ডার রি-টেস্ট (সংখ্যা)
শুরু থেকে জুন' ২০১৫	২৪.০০০	৮,২২৫	৩,৮০০
২০১৫-২০১৬	২.০৩৪	১০৩	১,৮৩৬
২০১৬-২০১৭	১.৬৪	৭৮	১,৭৬০
২০১৭-২০১৮	১.৯৭৯৭	৮৫	১,১৫৬
২০১৮-২০১৯	২.১৭৩০	৯৩	১,৬৮৩
২০১৯-২০২০	১.৭৩৬৯	৩৩	১,৬৯২
২০২০-২০২১	২.০৭৯৬	৩৩	১,১৩৫
২০২১-২০২২	২.০৫৪	৫৫	১০৫৩
মোট	৩৭.৬৯৭	৮,৭০৫	১৪,১১৫টি

সিএনজি বিক্রয় ও সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ কার্যক্রমে অনলাইন ব্যবস্থাপনা :

সিএনজি বিক্রয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কোম্পানির সিএনজি ফিলিং স্টেশনে একটি অটোবিলিং সিস্টেমস স্থাপন করা হয়, যা বর্তমানে সাফল্যজনকভাবে চালু আছে। এ সিস্টেমে বিক্রিত সিএনজি'র বিপরীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল তৈরী হয়। ফলে, সিএনজি বিক্রয়ে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য সিএনজি স্টেশনে অটোবিলিং সিস্টেম চালু করা গেলে গ্যাস ক্রয়/সিএনজি বিক্রয়ের তথ্য এবং গ্রাহক সেবার মান কেন্দ্রিয়ভাবে মনিটর করা যাবে। এতে দেশের সকল সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের মাধ্যমে প্রায় ৫ লক্ষ সিএনজি গ্রাহককে উন্নত সেবা প্রদান সম্ভবপর হবে।

বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর পর পর সিএনজি সিলিন্ডার পূণ:পরীক্ষণের বিধান রয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ সিএনজি সিলিন্ডার ব্যবহার ঝুকিপূর্ণ। গ্রাহক সেবা আরোও সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে সিএনজি সিলিন্ডার পূণ:পরীক্ষণে অনলাইন সফটওয়ার চালু করা হয়েছে। এতে গ্রাহকগণ সরেজমিনে না এসে কোম্পানির যে কোন পূণ:পরীক্ষণ

কেন্দ্রে তাঁর সুবিধামত সিলিন্ডার পূণ:পরীক্ষণের আবেদন করতে পারেন এবং তাঁরা মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে সিলিন্ডারের মেয়াদ উত্তীর্ণের সময় জানতে পারেন।

আরপিজিসিএল কর্তৃক সিএনজি সম্প্রসারণ কার্যক্রম :

আশি'র দশক হতে আরপিজিসিএল সিএনজি প্রযুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০০২ সাল হতে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সিএনজি সম্প্রসারণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। বায়ু-দূষণরোধ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও মানসম্মত বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ কোম্পানি বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। সারাদেশে সিএনজি কাজের সম্প্রসারণ এবং নিরাপদ ও মানসম্মত সিএনজি ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরপিজিসিএল-এর ভূমিকা নিম্নরূপ :

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন:

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০০২ সালে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এবং পরবর্তীতে জারিকৃত সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ অনুযায়ী বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন আরপিজিসিএল প্রদান করে থাকে। এই অনুমোদন প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এর লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন পরিচালনা করে।

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন:

পাঁচটি গ্যাস বিপণন কোম্পানির আওতায় আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন সাপেক্ষে জুন ২০২২ পর্যন্ত সারাদেশে ৬০৩ টি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করেছে। বছরভিত্তিক সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন অনুমোদনের তথ্য নিম্নরূপ:

অর্থবছর	অনুমোদিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন	মন্তব্য
১৯৮৩ থেকে জুন'২০১৫পর্যন্ত	৫৯০	* মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে অনুমোদন প্রদান।
২০১৫-২০১৬	০১*	
২০১৬-২০১৭	০৫*	
২০১৭-২০১৮	০৩*	
২০১৮-২০১৯	-	
২০১৯-২০২০	০৩*	
২০২০-২০২১	০১*	
২০২১-২০২২	০	
সর্বমোট	৬০৩	

বর্ণিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫.০৫৩ লক্ষ যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলা ও গ্যাস বিতরণ কোম্পানির এমআইএস প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী চলমান সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে মাসিক গড়ে প্রায় ৮২.৮৭ এমএমসিএম সিএনজি ব্যবহৃত হচ্ছে, যা দেশের মোট গ্যাস ব্যবহারের প্রায় ৩.৫২ শতাংশ।

যানবাহন রূপান্তর কারখানা :

আরপিজিসিএল এর অনুমোদন নিয়ে জুলাই ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৫৯টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ থেকে জুন'২০১৫ পর্যন্ত ১৮০ টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হলেও অনুমোদনের পর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ না করায় অনুমোদনপত্রের শর্তানুযায়ী এ পর্যন্ত ১২১টি সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। বছরভিত্তিক সারাদেশে রূপান্তরিত যানবাহনের তথ্য নিম্নরূপ:

অর্থবছর	সিএনজি চালিত যানবাহনের সংখ্যা				মন্তব্য
	রূপান্তরকৃত	আমদানিকৃত	মোট	ক্রমপুঞ্জিত	
১৯৮৩ থেকে জুন'২০১৫ পর্যন্ত	২,২০,৯২০	৩৮,১৩০	২,৫৯,০৫০	২,৫৯,০৫০	*বিআরটিএ'র তথ্যমতে ১,৯৩,২৪২টি সিএনজি থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা রয়েছে। ** বিআরটিএ হতে সিএনজি চালিত যানবাহনের আমদানি সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।
২০১৫-২০১৬	৩২,২৮৯	২,২৫৩	৩৪,৫৪২	২,৯৩,৫৯২	
২০১৬-২০১৭	১০,৯১৬	১,৯৩,২৪২	২,০৪,১৫৮	৪,৯৭,৭৫০	
২০১৭-২০১৮	৫৩৮১	০**	৫৩৮১	৫,০৩,১৩১	
২০১৮-২০১৯	১১৬২	০**	১১৬২	৫,০৪,২৯৩	
২০১৯-২০২০	৩৬৮	০**	৩৬৮	৫,০৪,৬৬১	
২০২০-২০২১	৫১৪	০**	৫১৪	৫,০৫,১৭৫	
২০২১-২০২২	৬৪২	০**	৬৪২	৫০৫৮১৭	
সর্বমোট	২,৭২,১৯২	২,৩৩,৬২৫	*৫,০৫,৮১৭		

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপ মনিটরিং:

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনসমূহ বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ ও সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫ এবং আরপিজিসিএল-এর অনুমোদনপত্রের শর্তানুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি-না সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য চলমান সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের জন্য গ্রাহককে পত্র ও SMS Utility System এর মাধ্যমে নিয়মিত তাগাদা প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ৬০টি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানার মনিটরিং কার্যক্রমের চিত্র :

অর্থবছর	সিএনজি স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা মনিটরিং-এর সংখ্যা
২০১৪ থেকে জুন'২০১৫ পর্যন্ত	৬০
২০১৫-২০১৬	১০০
২০১৬-২০১৭	৮৬
২০১৭-২০১৮	১০০
২০১৮-২০১৯	১০০
২০১৯-২০২০	১০১
২০২০-২০২১	৮০
২০২১-২০২২	৬০
সর্বমোট	৬৮৭

সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামাল ছাড়করণের প্রত্যয়নপত্র প্রক্রিয়াকরণ:

অনুমোদিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন এবং কনভার্শন ওয়ার্কশপ কর্তৃক সেইফটি কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক মানের মালামাল আমদানি হচ্ছে কিনা তা আমদানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পরীক্ষার মাধ্যমে আরপিজিসিএল হতে যাচাই করা হয়। আমদানিকৃত সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহ সরকারের জারীকৃত এসআরও-এর আওতায় শুল্ক সুবিধায় কাস্টম হাউজ হতে ছাড়করণের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের বিষয়টি পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আরপিজিসিএল হতে প্রক্রিয়া করা হয়।

সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা পরিদর্শন :

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন এবং সড়ক ও মহাসড়কে সংঘটিত সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা আরপিজিসিএল কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক দুর্ঘটনা রোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ ও মতামত সংবলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়। আরপিজিসিএল কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিএনজি সংশ্লিষ্ট কোন দুর্ঘটনা সংঘঠিত হয়নি।

২.২.৭। সিএনজি সংক্রান্ত অবৈধ কার্যক্রম মনিটরিং:

অননুমোদিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপ পরিচালনা, অবৈধ ও অননুমোদিত সিএনজি সিলিন্ডার ব্যবহার, বিপজ্জনকভাবে ভ্যান, কাভার্ডভ্যান ও অন্যান্য অননুমোদিত যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ ও পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে কোম্পানি কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

নিরাপদ সিএনজি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি :

- জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rpgcl.org.bd) নিয়মিত আপলোড করা হয়।
- আরপিজিসিএল-এর দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল দ্বারা অনুমোদিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপে নিয়োজিত কর্মচারীদের শ্রেণিকক্ষ ও হাতে কলমে সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- কোম্পানির সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দৃশ্যমান স্থানে এলইডি মুভিং ডিসপে ও বিল বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করা হয়।

কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট, গোলাপগঞ্জ, সিলেট:

আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে এনজিএল প্রসেস করে এলপিজি ও পেট্রোল এবং হেভী কনডেনসেট প্রসেস করে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন করা হয়। এনজিএল ও হেভী কনডেনসেট হতে উৎপাদিত পেট্রোল এর অকটেন নম্বর সাধারণত ৮০-৮২ হয়। বিএসটিআই পেট্রোলের Research Octane Number (RON) সর্বনিম্ন ৮০ হতে বাড়িয়ে ৮৯ নির্ধারণ করে। এ কারণে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টের পেট্রোল অফস্পেক হওয়ায় ০২-০৯-২০২০ তারিখ হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার অপারেশনাল কার্যক্রম :

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যথা: আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন কর্তৃক পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়।

কোম্পানির আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট গ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রায় ১৫,২০০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০২ টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে। সিলেট এলাকা হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুদপূর্বক সেখান থেকে বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানি যমুনা অয়েল কোম্পানি এবং অনুমোদিত বে-সরকারি রিফাইনারিসমূহের (সুপার, পেট্রোম্যাক্স, এ্যাকোয়া, পারটেক্স পেটো ইত্যাদি) নিকট জাহাজযোগে কনডেনসেট সরবরাহের ব্যবস্থা করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ।

কনডেনসেট বিপণন পরিমাণ :

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড-কে ৭,৪৩,৮৭,৮৭৬ লিটার; মেসার্স পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড-কে ৯,৬০,৩৮,৮০৯ লিটার; এ্যাকোয়া রিফাইনারী লিমিটেড-কে ৯০,৮২,৮২৬ লিটার এবং পারটেক্স পেট্রো লিমিটেড-কে ৪৯,৫৩,৬১৬ লিটার কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়েছে।

এছাড়া ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড কর্তৃক বিজিএফসিএল, এসজিএফএল, বাঙগুরা ও অন্যান্য গ্যাস ফিল্ডস হতে ক্রয়কৃত ১,৩০,১৭,৩৩৭ লিটার কনডেনসেট আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা হতে সরবরাহ করা হয়েছে।

২০২১- ২০২২ অর্থ বছরে আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা হতে মোট ১৯,৭৪,৮০,৪৬৪ লিটার কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়েছে।

এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

কক্সবাজারের মহেশখালীতে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) ভিত্তিতে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে ১৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও EEBL এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। FSRU স্থাপনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্নের পর ১৯ আগস্ট ২০১৮ হতে বাণিজ্যিকভাবে MLNG টার্মিনাল হতে জাতীয় গ্রিডে Regasified LNG (RLNG) সরবরাহ শুরু হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জাতীয় গ্রিডে ১৩৬,৮১১ MMSCF (৩,৮৭২ MMCM) RLNG সরবরাহ করা হয়েছে।

কক্সবাজারের মহেশখালীতে BOOT ভিত্তিতে Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd কর্তৃক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। FSRU স্থাপনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্নের পর ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে Summit LNG টার্মিনাল হতে জাতীয় গ্রিডে RLNG সরবরাহ শুরু হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জাতীয় গ্রিডে ১০৩,৭৬০ MMSCF (২,৯৩৮ MMCM) RLNG সরবরাহ করা হয়েছে।

দীর্ঘ মেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে কাতারের RasLaffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd (3) এর সাথে ১৫ বছর মেয়াদে ১.৮-২.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় RasLaffan Liquefied Natural Gas Co. (Ltd) (3) (Qatar Gas) হতে ৪৪টি কার্গোর মাধ্যমে ২.৭১ Million Metric Ton (১৪০.০৫ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

দীর্ঘ মেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে Oman Trading International (পরিবর্তিত নাম OQT) এর সাথে ১০ বছর মেয়াদে ১.০-১.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে OQT হতে ২০ টি কার্গোর মাধ্যমে ১.২২ Million Metric Ton (৬৩.৭৭ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

আন্তর্জাতিক মার্কেট থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি আমদানির সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্পটমার্কেট হতে এলএনজি আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৬ টি প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলার সাথে MSPA স্বাক্ষর করে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে স্পট মার্কেট হতে মোট ১৮ টি কার্গোর মাধ্যমে ১.১৩ Million Metric Ton (৫৮.৭৩ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

মাতারবাড়িতে BOOT ভিত্তিক ১০০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন Land Based LNG Terminal নির্মাণ :

মাতারবাড়িতে BOOT ভিত্তিতে ১০০০ এমএমসিএফডিরি-গ্যাসক্ষমতাসম্পন্ন ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল'' নির্মাণের লক্ষ্যে টার্মিনাল ডেভেলপার নির্বাচনের জন্য Short listed ০৮টি প্রতিষ্ঠান বরাবর গত ১৫/০৩/২০২২ তারিখে Request for Proposal (RFP) ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে। Short listed প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাব দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ১২/০২/২০২৩। আগামী ২০২৮ সাল নাগাদ টার্মিনাল অপারেশনে আসবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন/ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:

Summit Oil & Shipping Co. Ltd. (SOSCL) কর্তৃক তৃতীয় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন:

Summit Oil & Shipping Co. Ltd. (SOSCL) কর্তৃক গত ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে দাখিলকৃত কক্সবাজারের মহেশখালীর গভীর সমুদ্রে ৫০০-৭৫০ এমএমসিএফডি রি-গ্যাস ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের প্রস্তাব "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষবিধান) (সংশোধিত) আইন, ২০২১"-এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। বর্তমানে টার্মিনাল স্থাপনের নিমিত্ত চুক্তি চূড়ান্তকরণের জন্য SOSCL এর সাথে সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটির নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে। আগামী ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ টার্মিনাল অপারেশনে আসবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক চতুর্থ ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন:

Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃকগত ২৩ মে ২০২১ তারিখে দাখিলকৃত পটুয়াখালির পায়রায় গভীর সমুদ্রে দৈনিক ৬৩০-১০০০ এমএমএসসিএফ ক্ষমতার ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের প্রস্তাব "বিদ্যুৎ

ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষবিধান) আইন ২০১০ (২০২১ সনে সর্বশেষ সংশোধিত)" এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে এবং প্রস্তাবিত FSRU স্থাপনের বিষয়ে EEBL এর সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে। আগামী ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ টার্মিনাল অপারেশনে আসবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃকস্থাপিত MLNG Terminal এর ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:

Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃকস্থাপিত MLNG Terminal এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করণের জন্য EEBL হতে প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে যা ''বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষবিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১" এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। EEBL কর্তৃক পরিচালিত গখঘএ Terminal Gi Expansion এর মাধ্যমে Re-gas Capacity বৃদ্ধিকরে ৫০০ হতে ৬৩০ এমএমসিএফডিতে উন্নীত করার বিষয়ে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আগামী ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ MLNG Terminal এর ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের কাজ শেষ হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

এলএনজি আমদানি:

Summit Oil & Shipping Co. Ltd. (SOSCL) হতে এলএনজি আমদানি:

Summit Oil & Shipping Co. Ltd. (SOSCL) কর্তৃক দাখিলকৃত দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে এলএনজি সরবরাহের প্রস্তাব "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষবিধান) আইন, ২০১০ (২০১৮ সনের সর্বশেষ সংশোধনীসহ)" এর আওতায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

Emirates National Oil Company Limited (ENOC) হতে এলএনজি আমদানি :

Emirates National Oil Company Limited (ENOC) কর্তৃক দাখিলকৃত দীর্ঘমেয়াদে এলএনজি সরবরাহের প্রস্তাব G to G ভিত্তিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

Qatargas হতে এলএনজি আমদানি:

Qatargas এর সাথে বিদ্যমান চুক্তির আওতায় একটি Side Letter Agreement স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১০ বছর মেয়াদে অতিরিক্ত ১.০ এমটিপিএ এলএনজি আমদানির বিষয়টি G to G ভিত্তিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

Excelerate Energy Bangladesh Ltd. (EEBL) হতে এলএনজি আমদানি:

Excelerate Energy Bangladesh Ltd. (EEBL) কর্তৃক দাখিলকৃত দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে এলএনজি সরবরাহের প্রস্তাব "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষবিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১" এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।

স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানি:

স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানি কার্যক্রমে MSPA স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১০/০৫/২০২২ ইং তারিখে আরপিজিসিএল হতে Expression of Interest (EoI) আহবান করা হয়েছে। EoI আহবানের প্রেক্ষিতে ০৮ টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিল করে। কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রাপ্তপ্রস্তাব সমূহ মূল্যায়ন সম্পাদন করা হয়েছে। MSPA স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রস-বর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে RLNG আমদানি :

ভারত হতে ক্রসবর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে আরএলএনজি সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে IOCL এবং H-Energy এর সাথে পেট্রোবাংলার MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। H-Energy এর প্রস্তাব "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষবিধান) (সংশোধিত) আইন, ২০২১"এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। H-Energy হতে ক্রসবর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে RLNG আমদানির জন্য খসড়া GSA চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

এতদব্যাতিত কোম্পানীতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হিসেবে নিম্নলিখিত কার্যসম্পাদন করা হয়েছে -

০১। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের সীমানা দেয়ালেরে অভ্যন্তরে Walkway নির্মাণ কাজ।

০২। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখস্থ নিউ এয়ারপোর্ট রোড বরাবর দুইটি নতুন সাইনবোর্ড স্থাপন কাজ।

০৩। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিদ্যমান আসন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য মেরামত কাজ।

০৪। Construction & Installation of Mujib Corner at Reception Room of Ground Floor of RPGCL Head office, Plot-27, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-১২২৯ কাজ।

০৫। Supply & Installation of P10 Red/White Color SMD Outdoor LED Display Board (Scroll) & Digital Clock at RPGCL Head office, Plot-27, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-১২২৯ কাজ।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

এলএনজি কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

আরপিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে চলমান এবং ভবিষ্যত এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রমে আইনি পরামর্শ সেবাগ্রহণের লক্ষ্যে "Procurement of an individual Legal Consultant for LNG terminal development, LNG import and other LNG activities" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

বাস্তবায়িতব্য কাজঃ

০১) Construction of Office Cum Dormitory & Rest House Building at Ashuganj Condensate Handling Installation Area, RPGCL, Ashuganj, B-Baria.

০২) আশুগঞ্জ স্থাপনার স্টোরেজ ট্যাংকদ্বয়ের ক্যালিব্রেশন, গাদ পরিস্কার করণ, ডিপ মেজারমেন্ট,ড্যাটাম পেট প্রতিস্থাপন, নাট বোল্ট সহ, গ্যাসকেট পরিবর্তনসহ, আনুসঙ্গিক কাজ এবং গেইট ভাল্ব প্রতিস্থাপন কাজ।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিমণরূপ :

- মাতারবাড়িতে BOOT ভিত্তিতে ১০০০ এমএমসিএফডিরি-গ্যাসক্ষমতাসম্পন্ন ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল'' নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর চাহিদার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে উক্ত টার্মিনাল Expansion করার পরিকল্পনা রয়েছে।

- কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও স্টেশনের যন্ত্রপাতি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পুনর্বিন্যস্ত এর মাধ্যমে স্থান সংকুলান করে এবং জোনাল ওয়ার্কশপের খালি জায়গায় একটি করে অটোগ্যাস স্টেশন ও অটোগ্যাস ওয়ার্কশপ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে ও ইভি চার্জিং স্টেশন বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.১ কোম্পানির চ্যালেঞ্জসমূহ:

ক) কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট চালুকরণ এবং কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত এনজিএল-এর মূল্য যৌক্তিক হারে নির্ধারণ;

খ) সিএনজির বিক্রয় মূল্যের ওপর কোম্পানির যৌক্তিক হারে মার্জিন নির্ধারণ।

গ) এলএনজি মার্জিন ০.০৫ টাকা হতে ০.২০ টাকা নির্ধারণ।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ

- বতর্মান সরকারের প্রতিশ্রুতি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বর্হিযোগাযোগের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনাসমূহ কম্পিউটারাইজড এবং উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০৪ সাল হতে কোম্পানির সকল উন্নয়ন কাযর্ক্রমের তথ্য সম্বলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) চালু করা হয়। পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও বিনির্মানে a2i প্রকল্পের নির্দেশনায় ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় কোম্পানির ওয়েবসাইট ন্যাশনাল পোর্টালে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

- কোম্পানির প্রধান কার্যলয়সহ স্থাপনাসমূহে ইন্টারনেট সেবার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ১০১ হতে ১৭১ এমবিপিএস-এ উন্নিত করা হয়েছে এবং নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবার জন্য বিটিসিএল এর পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ৩০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ রাখা হয়েছে।

- কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের আওতায় পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন ১৩টি কোম্পানিতে ইউনিফাইড Enterprise Resource Planning (ERP) System বাস্তবায়নের জন্য Need Analysis ও অন্যান্য কাজ সম্পাদনের জন্য

পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও এ বছর পেট্রোবাংলা কর্তৃক গ্যাস সেক্টরে Government Resource Planning(GRP) এর ০৬টি মডিউল পাইলটিং এর জন্য রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেডকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়।

সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR):

সামাজিক দায়িত্ব

কোম্পানির ২০২১-২০২২ অর্থবছরের 'সিএসআর' খাতে বরাদ্দকৃত ২৫.০০ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা হতে সিএসআর নীতিমালা এবং গত ২৩/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ৪০২ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (১) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, গ্রামঃ নওগাঁ, ডাকঘরঃ শরিফাবাদ, উপজেলাঃ তাড়াশ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ-এর অনুকূলে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, (২) মুরাদনগর সেন্ট্রাল স্কুল, উপজেলাঃ মুরাদনগর, কুমিল্লা-এর অনুকূলে ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা এবং (৩) মোঃ নাজমুল ইসলাম, ফোরম্যান, আরপিজিসিএল-এর অনুকূলে ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ২.৫০ (দুই দশমিক পাঁচ শূণ্য) লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি:

বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানাদির শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে সরকারী নির্দেশনার আলোকে নির্ধারিত হারে শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এ খাতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে শিক্ষা বৃত্তি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১০.০০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ বছরে কোম্পানির শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬১ জন মেধাবী সন্তানকে পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিক্ষাবৃত্তি খাতে মোট ২,৬৮,৮০০ (দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশত) টাকা ব্যয় হয়েছে।

কল্যাণমুলক কাযক্রম:

কোম্পানিতে বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম রয়েছে। কোম্পানির বাজেটে আর্থিক সংস্থানের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে 'ঋণ ও অগ্রীম' খাতে ৫,১২,০০,০০০/- টাকার বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার অধীন গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাটক্রয়/জমিক্রয় ঋণের জন্য ৪ জন কর্মকর্তা ও ৩ জন কর্মচারীর অনুকূলে মঞ্জুরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

১. কোম্পানির দাপ্তরিক কার্যক্রমে ই-নথি ব্যবহার বাস্তবায়ন চলমান আছে।

২. কোম্পানিতে ডিসেম্বর, ২০১৬ থেকে ই-জিপি-এর মাধ্যমে দরপ্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ চালু রয়েছে।

৩. পেট্রোবাংলা এবং এর অধীন ১৩টি কোম্পানিতে একটি ইউনিফাইড ERP বাস্তবায়নে Need Analysis ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। গত ১৬ অক্টোবর ২০19 এ বুয়েট কর্তৃক Need Analysis করে Functional description প্রদান করা হয়েছে। Functional description এর উপর আরপিজিসিএল কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন:

১. দাপ্তরিক কর্ম কাজে স্বচ্ছতাবৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চলমান আছে

ক) শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনের সংগে ০১ টি মত বিনিময় সভার মধ্যে ০১টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ ০২টি সভার মধ্যে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ ০২টি সভার মধ্যে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বর্ণিত কোম্পানির ১৮৭ জন জনবলকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮৭ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩. চুক্তিতে বর্ণিত 'সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রম' বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ৩০ ভাগ এর মধ্যে ৩০ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

৪. ২০২১-২০২২ অর্থ বছররে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র' কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র সমূহ 'বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিপরীতে ৬৮.৬৬% এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম' বাস্তবায়েন কার্যক্রমের বিপরীতে ৩০.০০% সহমোট (৬৮.৬৬+ ৩০.০০)=৯৮.৬৬% সার্বিক অর্জন সম্ভব হয়েছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতিঃ

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব কোম্পানি অত্যন্ত সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারি পয়েন্ট দ্বারা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবন গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের অধিভুক্ত এলাকায় যথাক্রমে ১৫৩৩.০০, ২৫১.৯১, ৩০৯.৫৩, ১৬৯.৭৭, ১৪২.২৭ ও ৩৮.৭৪ কোটি ঘনমিটার অর্থাৎ সর্বমোট ২,৪৪৫.২২ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছর হতে ৪.৪৭% কম। অপরদিকে উল্লিখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ এর কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র হতে ২,৫১৭.৪৪ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছর হতে ৩০.৩৩% কম।

কম্প্রেসর কার্যক্রম

আশুগঞ্জ কম্প্রেসর স্টেশনে ৭৫০ এমএমএসসিএফডি ক্যাপাসিটির ৩টি কম্প্রেসর রয়েছে যার মধ্যে ২টি অপারেটিং মোড-এ চলে এবং অপর কম্প্রেসরটি স্ট্যান্ড-বাই হিসেবে থাকে। আশুগঞ্জ কম্প্রেসর স্টেশনের প্রতিটি কম্প্রেসরের ডিজাইন সাকশান প্রেসার ৬৮০ পিএসআইজি এবং ডিজাইন ডিসচার্জ প্রেসার ১০০০ পিএসআইজি। অপরদিকে, এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশনে ২৫০ এমএমএসসিএফডি ক্যাপাসিটির ৩টি কম্প্রেসর রয়েছে যার মধ্যে ২টি অপারেটিং মোড-এ চলে এবং অপর কম্প্রেসরটি স্ট্যান্ড-বাই হিসেবে থাকে। এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশনের প্রতিটি কম্প্রেসরের ডিজাইন সাকশান প্রেসার ৬৫০ পিএসআইজি এবং ডিজাইন ডিসচার্জ প্রেসার ১০০০ পিএসআইজি। কম্প্রেসর স্টেশনদ্বয় চালু থাকায় দৈনিক ১৫০-২০০ এমএমএসসিএফডি পর্যন্ত অতিরিক্ত গ্যাসের প্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে এবং এর ফলে সারা দেশে গ্যাসের স্বল্পচাপজনিত সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হয়েছে। আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশনদ্বয়ের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি কার্যকর রয়েছে।

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর তারিখ	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস
১।	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১৬	টাকা ২৪৭৯৪১.০০ লক্ষ	ডিসেম্বর, ২০২১ (১ম সংশোধিত)।	জিওবি, জিটিসিএল এবং এডিবি ও এআইআইবি।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়-নলকা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ	জাতীয় গ্যাস গ্রিডের সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড-এর অধিভুক্ত এলাকা (গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা), পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর অধিভূক্ত এলাকা (রাজশাহী বিভাগ) এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর অধিভূক্ত এলাকায় (খুলনা বিভাগ) বর্ধিত হারে গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখাসহ সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ভেড়ামারায় নির্মাণাধীন ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৩০ ব্যাস X ৬৭.০ কি. মি. X ১০০০ পিএসআইজি পাইপলাইন এবং আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা।
বাস্তবায়নকালঃ	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২।
অর্থের উৎসঃ	জিওবি, জিটিসিএল ও জাইকা।
প্রকল্প ব্যয়ঃ	টাকা ৮২৮৫১.৩৮ লক্ষ (জিওবি: টাকা ৩৯,৭০১.০৬ লক্ষ, জিটিসিএল: টাকা ৭৩৯.২৪ লক্ষ এবং জাইকা: টাকা ৪২,৪১১.০৮ লক্ষ)।

অর্জিত অগ্রগতিঃ

বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার অর্থায়নে ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়-নলকা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (বিডি পি-৭৮: ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট) প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ধনুয়া হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৫২ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ পরবর্তী কমিশনিং ০৪-১০-২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা Manifold & Metering Station (MMS), সিরাজগঞ্জ Regulating & Metering Station (RMS) ও ধনুয়া Regulating & Metering Station (RMS) নির্মাণ পরবর্তী কমিশনিং কার্যক্রম যথাক্রমে ০৮-০৬-২০২২, ০৯-০৬-২০২২ ও ১৯-০৬-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ দেশের উত্তর জনপদে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টিসহ বাণিজ্যিক ও অন্যান্য গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা পূরণ করা।

বাস্তবায়নকালঃ	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩।
অর্থের উৎসঃ	জিওবি এবং জিটিসিএল।
প্রকল্প ব্যয়ঃ	টাকা ১৩৭৮৫৫.০০ (জিওবি: ১৩৬৮৫২.০০ এবং জিটিসিএল: ১০০৩.০০) লক্ষ টাকা।

অর্জিত অগ্রগতিঃ

ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারী জেলার ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি হুকুমদখলের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রাক্কলনের বিপরীতে নীলফামারী জেলা প্রশাসনের অনুকূলে ৪৮.০৩ কোটি পরিশোধ করা হয়েছে। অপরদিকে, বগুড়া, গাইবান্ধা ও রংপুর জেলার ভূমি অধিগ্রহণের খসড়া প্রাক্কলনের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের অনুকূলে মোট ২০০.৯৭ কোটি টাকা (আংশিক) পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে ৮ ধারা ও ভূমি হুকুমদখলের বিপরীতে ২০ ধারা নোটিশ প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মালামাল ক্রয় ও নির্মাণ কাজ

প্রকল্পের আওতায় সমুদয় মালামাল যথা: লাইনপাইপ, ইন্ডাকশন বেন্ড, কোটিং ম্যাটেরিয়ালস, ফিটিংস ও পিগ ট্রাপ এবং বল ভাল্ব, পাগ ভাল্ব ও গেট ভাল্ব আমদানিপূর্বক মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ ঠিকাদারগণকে ইস্যু করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪৭.৫০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য ৫ টি সেকশনে বিভক্ত করে ৫ জন ঠিকাদারের সাথে ১২-১২-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ ২৪-০২-২০২২ তারিখ হতে শুরু হয় এবং ইতোমধ্যে ১৩৮ কি.মি. পাইপলাইন ওয়েল্ডিং এবং ৯৫ কি.মি. লোয়ারিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এইচডিডি পদ্ধতিতে ৬টি নদী ও ২টি খাল অতিক্রমণ কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে ১১-০৪-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ০৮-০৬-২০২২ তারিখ হতে চুক্তি কার্যকর করা হয়েছে। ঠিকাদার Soil Survey Report, Design I HDD Crossing Profile প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে। ঠিকাদার কর্তৃক Welding Procedure Specification (WPS) Ges Welder Qualification Test চলমান রয়েছে। এছাড়া, ইপিসি ভিত্তিতে সৈয়দপুরে ১০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১ (এক) টি সিজিএস, রংপুরে ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১ (এক) টি টিবিএস এবং পীরগঞ্জে ২০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১ (এক) টি টিবিএস স্থাপন কাজের জন্য কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রদাতার দর ডিপিপি'র বরাদ্দকৃত বাজেট অপেক্ষা বেশী হওয়ায় ২৮-০৪-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জিটিসিএল পরিচালকমন্ডলীর ৪৫৭ তম সভায় প্রকল্পের ডিপিপি'র Price Contingency খাত হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থানের শর্তে আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদিত হয়। ডিপিপি'র Price Contingency খাত হতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের প্রস্তাব পর্যালোচনার লক্ষ্যে ২১-০৬-২০২২ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের DPEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ দেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে মেঘনাঘাট পাওয়ার হাব এলাকায় এবং হরিপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ ও আড়াইহাজার এলাকায় স্থাপিত ও স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র, অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক গ্রাহক ও অন্যান্য গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ করা।

বাস্তবায়নকালঃ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪।
অর্থের উৎসঃ	জিওবি ও জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন।
প্রকল্প ব্যয়ঃ	টাকা ১৩০৪৬২.০০ লক্ষ (জিওবি: টাকা ৫১২৫৯.০০ লক্ষ এবং নিজস্ব অর্থায়ন: টাকা ৭৯২০৩.০০ লক্ষ)

অর্জিত অগ্রগতিঃ

ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত কার্যক্রম

কুমিল্লা জেলার আওতাধীন ৪টি উপজেলার (হোমনা, তিতাস, মুরাদনগর ও মেঘনা) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের নিমিত্তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পাদন করা হয়েছে। হোমনা, তিতাস, মুরাদনগর ও মেঘনা উপজেলার জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির (উখঅঈ) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হোমনা উপজেলায় ৪(১) ধারার নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং যৌথ তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ জেলার আওতাধীন ১টি উপজেলার (গজারিয়া) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের নিমিত্তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পাদন করা হয়েছে। জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির (DLAC) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪(১) ধারার নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং যৌথ তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার আওতাধীন ২টি উপজেলার (বন্দর ও সোনারগাঁও) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের নিমিত্তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পাদন করা হয়েছে। বন্দর ও সোনারগাঁও উপজেলার জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির (DLAC) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোনারগাঁও উপজেলার ৪(১) ধারার নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং যৌথ তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া বন্দর উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পণ্য ও মালামাল ক্রয় কার্যক্রম

পণ্য ও মালামাল ক্রয়ের ৬ টি প্যাকেজের মধ্যে ৪ টি প্যাকেজ যথা Coating & Wrapping Materials, Induction Bends, Miscellaneous Fittings & Pig Traps Ges Ball, Gate & Plug Valves ক্রয়ের লক্ষ্যে সরবরাহকারীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

সম্পন্ন হয়েছে। Line Pipe ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর ডিপিপি'র বরাদ্দ অপেক্ষা বেশি হওয়ায় আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের প্রস্তাব বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। Cathodic Protection (C.P.) মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর ডিপিপি'র প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা বেশি হওয়ায় পুনঃদরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, সয়েল ও সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।

জিটিসিএল এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রাকৃতিক গ্যাস এর সুষ্ঠু ব্যবহার, গ্যাস পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে জিটিসিএল এর গ্রিড হতে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে পরিমাপকৃত ও মানসম্পন্ন গ্যাস সরবরাহ করা।

বাস্তবায়নকালঃ	জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪।
অর্থের উৎসঃ	জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন।
প্রকল্প ব্যয়ঃ	টাকা ৬৬,৭৪২.০০ লক্ষ (বৈদেশিক মুদ্রা টাকা ৩৫৪৩২.৫৪ লক্ষ)।

অর্জিত অগ্রগতিঃ

ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অগ্রগতি

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলাধীন নিজকুঞ্জরায় আরএমএস স্থাপনের জন্য ১.২৩৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ৪ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং ফিল্ডবুক প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও লাকসাম উপজেলাধীন যথাক্রমে গৌরিপুর আরএমএস ও বিজরা মিটারিং স্টেশন স্থাপনের জন্য ১.৩৪৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত যৌথ তদন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন গাড়ারানে মিটারিং স্টেশন স্থাপনের জন্য ২.৪৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে গত ০১-০৬-২০২২ তারিখে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ ধারা নোটিশ জারীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি

পণ্য-৩ লট-এ এর ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও মূল্যায়িত ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতার অনুকূলে NOA ইস্যু করা হয়েছে এবং চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পণ্য-৩ লট-সি ও লট-ডি এর ক্ষেত্রে আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়/ডিপিপি সংশোধনক্রমে আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও মূল্যায়িত ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতাদের অনুকূলে NOA ইস্যু এবং চুক্তিস্বাক্ষরের প্রস্তাব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সে প্রেক্ষিতে আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়/ডিপিপি সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পণ্য-৩ লট-বি ও লট-ই এর অন্তর্ভুক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পুনঃদরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পুনঃদরপত্র আহবানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১৪টি স্টেশনের সয়েল এবং সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্থাপিত ও স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক গ্রাহক ও অন্যান্য গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ করা; টাঙ্গাইল জেলার ইব্রাহিমাবাদে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর পূর্ব পাড় ভাল্ভ স্টেশন হতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ (১মসংশোধন)" প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রেলওয়ে সেতু হয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার সয়েদাবাদে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর পশ্চিমপাড় ভাল্ভ স্টেশন পর্যন্ত ৩৬" ব্যাসের ১০কি.মি. দীর্ঘ ১০০০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি করা।

বাস্তবায়নকাল :	জুলাই ২০২১ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।
অর্থের উৎস:	নিজস্ব অর্থায়ন
প্রকল্প ব্যয়:	২৯৭৩৯.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের ডিপিপি গত ২২-০৯-২০২১ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রেলওয়ে সেতুতে পাইপলাইন স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ১৫-০৬-২০২১ তারিখে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর উভয় প্রান্তে পাইপলাইন স্থাপনের জন্য গত ২৪-১১-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। গত ২৭-০১-২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। রেলওয়ে সেতুতে পাইপলাইন স্থাপনের জন্য Embedded Materials ক্রয়সহ স্থাপন কাজ রেলওয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে Depository ভিত্তিতে সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধ করা হয়েছে এবং নির্মাণাধীন রেলওয়ে সেতুত Embedded Material-সমূহ বাংলাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমে স্থাপন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ইপিসি ভিত্তিতে সিপি সিস্টেম ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটিসসহ ৩৬" ব্যাসের ১০ কি.মি পাইপলাইন নির্মাণের (রেলওয়ে সেতুর উপর প্রায় ৫.৫ কি.মি. এবং সেতুর উভয় প্রান্তে প্রায় ৪.৫ কি.মি.) ডিজাইনসমূহ পরামর্শকের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ইপিসি/টার্নকি ভিত্তিক ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ১৪-০১-২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের সময়সীমা অর্থাৎ ১৮-০৪-২০২২ তারিখে ০৩ (তিন) প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে ও একই দিন নির্ধারিত সময়ে দরপত্রদাতাদের কারিগরী প্রস্তাব উন্মুক্ত করা হয়। দরপত্রসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন পরবর্তী পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পাইপলাইনের ব্যাস X দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি X কি.মি.)	মেয়াদ কাল	মন্তব্য
১।	লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া এবং জাজিরা-টেকেরহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩৬ x ১১০	জুলাই'২০২৩-জুন'২০২৬	গ্যাসের প্রাপ্যতা স্বাপেক্ষে বাস্তবায়নকাল পরিবর্তন হতে পারে।
২।	খুলনা গোপালগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩৬ x ৪৮	জুলাই'২০২৩-জুন'২০২৬	
৩।	কুয়াকাটা-পায়রা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৪২ x ৩০	জুলাই'২০২৩-জুন'২০২৬	গ্যাসের প্রাপ্যতা স্বাপেক্ষে বাস্তবায়নকাল পরিবর্তন হতে পারে।
৪।	পায়রা-বরিশাল-গোপালগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৪২ x ১৫৩	জুলাই'২০২৩-জুন'২০২৬	
৫।	শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড-ভোলা-মেহেন্দিগঞ্জ-মুলাদি-বরিশাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০ x ১০০	জুলাই' ২০২৩-জুন' ২০২৬	

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতিঃ

ক্র.নং	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
১	কোম্পানির নাম	**বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড**
২	কোম্পানির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৫	পাবলিক লিঃ কোং হিসেবে নিবন্ধিত	০৪ আগস্ট ১৯৯৮।
৬	কোম্পানির রেজিষ্ট্রেশন নম্বর	রাজ-সি-১৬৪/৯৮।
৭	কোম্পানির কার্যারম্ভের তারিখ (Date of Commencement)	০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮।
৮	কোম্পানির প্রধান কার্যালয়	**চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।**
৯	লিয়াজোঁ অফিস	পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, ৩ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
১০	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ অক্টোবর ১৯৯৮।
১১	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০।
১২	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	০৭ (সাত) জন।
১৩	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	৭০০,০০,০০,০০০.০০ কোটি টাকা।
১৪	কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	৩৯১,৬৩,০৪,১০০.০০ টাকা
১৫	বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি)।
১৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের সমাপ্তি	৩৯১,৬৩,০৪,১০০.০০ টাকা
১৭	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উৎপাদন	সেপ্টেম্বর ২০০৫।
১৮	কোম্পানির Website Address	www.bcmcl.org.bd

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের ফিজিবিলিটি স্টাডি হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, রুফ রকের পুরুত্বের সীমাবদ্ধতা, জিওলজিক্যাল ফল্ট এবং হাফ গ্রাভেনের উপস্থিতির কারণে সৃষ্ট ভূ-তাত্ত্বিক জটিলতা, খনি অভ্যন্তরে পানি নি:সরণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, প্রচুর পরিমাণে জমির ব্যবহার, জমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত জটিলতা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিরোধের সম্ভাবনা, উচ্চ বিনিয়োগ, ভূ-তাত্ত্বিক মজুদ বিবেচনায় কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ কম হওয়া, অপরদিকে কয়লা স্তরের গভীরতা বেশী হওয়ায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন সম্ভব না হওয়ার বিষয়সমূহ বিবেচনা করে এবং বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক প্রস্তাবিত কয়লা উত্তোলন সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার (স্টাডি প্রকল্প/খনি উন্নয়ন কার্যক্রম) বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি সভা গত ১৮-১১-২০২১ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে পেট্রোবাংলা, ঢাকা-তে অনুষ্ঠিত হয়। যাতে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। উক্ত প্রেজেন্টেশনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে দিঘীপাড়া স্টাডি প্রতিবেদন পুনঃমূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে বলে তুলে ধরা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের পাশাপাশি দিঘীপাড়া কয়লা খনি উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়ঃ

"দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনটি রিভিউ করণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;"

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য পরিচালিত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের কনসালটেন্ট কর্তৃক দাখিলকৃত স্টাডি প্রতিবেদনটি রিভিউকরণের জন্য বর্তমানে বিসিএমসিএল-এ কর্মরত কনসালটিং ফার্ম DMT কে নিয়োগের জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সে অনুযায়ী বিসিএমসিএল ও DMT Consulting Limited এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য পরিচালিত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনটির রিভিউকরণ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে রিভিউকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

সাফল্যঃ

বিসিএমসিএল ও DMT Consulting Limited এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য পরিচালিত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনটির রিভিউকরণ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বিপণন ব্যবস্থা:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পিডিবি'র নিকট ৪,৮৭,৯২৬.০৪৬ মেট্রিক টন কয়লা বিক্রয় করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কয়লা বিপণন-এর তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো:

(মেট্রিক টন)

কয়লা বিক্রয় বিবরণী			
সময়কাল	পিডিবি'র নিকট বিক্রয়	সর্বমোট বিক্রয়	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহার
২০২১-২২	৪,৮৭,৯২৬.০৪৬	৪,৮৭,৯২৬.০৪৬	৭৫০.০০

কয়লা বিক্রয়:

২০২১-২০২২ অর্থবছরের Annual Performance Agreement (APA) অনুযায়ী পিডিবি ও অন্যান্য ক্রেতা সাধারণের নিকট ৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু উৎপাদন ও মজুত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হওয়ায় আলোচ্য অর্থবছরে পিডিবি'র নিকট ৪,৮৭,৯২৬.০৪৬ মেট্রিক টন কয়লা বিক্রয় করা হয়। উক্ত সময়ে পিডিবি'র নিকট ৪,৮৭,৯২৬.০৪৬ মেট্রিক টন কয়লা বিক্রয় বাবদ ৫৪৫,৬৭,২৫,৭২৭.৮৫ টাকা (ভ্যাট ব্যতিত) রাজস্ব আয় হয়েছে।

পিডিবি এবং অন্যান্য স্থানীয় ক্রেতার নিকট কয়লার বিক্রয় মূল্য:

বর্তমানে পিডিবি'র নিকট প্রতি মেট্রিক টন কয়লা ১৩০ মার্কিন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে। গত মে ২০১৫ মাস থেকে এ মূল্য কার্যকর রয়েছে। অপরদিকে স্থানীয় ক্রেতাদের নিকট কয়লার বিক্রয় মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে

পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দর নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে, ১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখ হতে স্থানীয় ক্রেতাসাধারণের নিকট কয়লা বিক্রয় বন্ধ আছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৮০০ মেট্রিক টন সেডিমেন্টেড কোল উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে টনপ্রতি ১৪,৩৪৮.০০ টাকা (ভ্যাট ব্যতিত) দরে বিক্রয় করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে জিওলজি ডিপার্টমেন্টের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে নিরবচ্ছিন্ন কয়লা উত্তোলনের স্বার্থে খনির ভূ-গর্ভস্থ ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-জলীয় অবস্থাসহ সারফেসে বিদ্যমান বিভিন্ন পিজোমেট্রিক মনিটরিং বোরহোল থেকে Water Table রিডিং নেওয়া হয়েছে সেই সাথে কয়লা খনি ও আশেপাশের এলাকায় সারফেসের ম্যাটেরিওলজিক্যাল (যেমন: তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি) রিডিং গ্রহণ করা হয়েছে।

চাইনিজ কনসোর্টিয়ামের সাথে মাসে ০৩ (তিন) বার যৌথভাবে খনির ভূ-গর্ভস্থ Water Inflow পরিমাপ করা হয়। গত জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ভূগর্ভ হতে অপসারিত পানির পরিমাণ গড়ে ২৩২১.০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ।

পিজোমেট্রিক মনিটরিং বোরহোল, ম্যাটেরিওলজিক্যাল রিডিং এবং খনির ভূ-গর্ভস্থ Water Inflow পরিমাপ হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মাসিক ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে ।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ১৩১০ Production Face এবং ১৩০৬ Development Face-এর কার্যক্রম ও অন্যান্য সার্বিক পরিস্থিতি যেমন: ভূ-গর্ভস্থ ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-জলীয় অবস্থা, পানি প্রবাহ, রক প্রেসার ও রুফ ফল ইত্যাদি জিওলজি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক Underground Visit-এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ফিজিবিলিটি স্টাডি, উন্নয়ন ও উৎপাদন চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত কোরসমূহ ও উক্ত বেসিনের উত্তর-দক্ষিণ অংশ সম্প্রসারণ প্রকল্পসহ দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রায় ৫৭০০.০০ (পাঁচ হাজার সাতশত) টি কোরবক্স সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক কোর হাউজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টি কোরবক্স বিসিএমসিএল-এর নবনির্মিত আধুনিক কোর হাউজে স্থানান্তর করা হয়েছে। সংরক্ষিত কোরবক্সসহ বিদ্যমান পিজোমেট্রিক মনিটরিং বোরহোলগুলোর নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের কাজ চলমান রয়েছে ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাইন প্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

কয়লা উৎপাদন ও ভূগর্ভস্থ রোডওয়ে উন্নয়ন:

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪,০০,০০০ টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৪,৮৭,৮৬২.৫৩৬ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে যা আলোচ্য অর্থবছরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা শতকরা প্রায় ২২ ভাগ বেশী। অপরদিকে ভূগর্ভের ২,১০০ মিটার রোডওয়ে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ১,৯৫৩.৪০ মিটার উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা প্রায় ৯৩ ভাগ। কোম্পানির শুরু হতে জুন'২২ মাস পর্যন্ত খনিতে সর্বমোট ৬৬,৫২০.৩৮ মিটার রোডওয়ে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারীসহ ভূতাত্ত্বিক, কারিগরি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিসিএমসিএল সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

ভূগর্ভস্থ রোডওয়ে উন্নয়ন এবং কয়লা উত্তোলন সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

নতুন (৪র্থ) "BCMCL/CEOMAW-2021" চুক্তির অধীনে, প্রথম দুই বছরের মধ্যে খনির সেন্ট্রাল অংশের ০৫টি কোল ফেইস থেকে ১.৩ মিলিয়ন টন এবং নর্দার্ন অংশ থেকে পরবর্তী চার বছরে ০৬টি কোল ফেইস থেকে ৩.২ মিলিয়ন টনসহ সর্বমোট ৪.৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা রয়েছে। জুন'২২ মাস পর্যন্ত অর্জিত হয় টন ২,৭২,৮৮৪.৩১৮ টন, যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৬.০৬ ভাগ। চুক্তির মেয়াদকালীন সময়ে অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৭ সাল নাগাদ আরো ৪২,২৭,১১৫.৬৮২ টন কয়লা উত্তোলিত হবে।

অপরদিকে, নতুন চুক্তিতে মোট ৫,৮০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ রোডওয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে, তন্মধ্যে ৪,৭০০ মিটার রাস্তা পাথরের মধ্য দিয়ে এবং অবশিষ্ট ১,১০০ মিটার রোডওয়ে কয়লার মধ্য দিয়ে নির্মিত হবে। এছাড়াও চলমান চুক্তির অধীনে, মোট ১০ টি কোল ফেইস উন্নয়ন এর কাজ সম্পন্ন করা হবে।

প্রোডাকশন এন্ড কোল হ্যান্ডেলিং ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

১৩১০ ফেইস সিলিংকরণ এবং ১৩০৬ ফেইসের রোডওয়ে উন্নয়ন: ১৩১০ ফেইস হতে গত ০১ মে ২০২২ তারিখে কয়লা উত্তোলন সম্পন্ন শেষে উক্ত ফেইসের ইক্যুইপমেন্ট স্যালভেজ সমাপনান্তে ফেইসটির সিলিং প্রক্রিয়া গত ১৯ জুন ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৩০৬ ফেইসের ভূ-গর্ভস্থ রোডওয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম ২৬ জুন-২০২২ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ফেইস ইকুইপমেন্ট ইন্সটলেশন কাজ চলমান এবং তা সম্পন্ন শেষে আগামী আগস্ট'২২ মাস থেকে ১৩০৬ ফেইস হতে কয়লা উত্তোলন শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে কয়লা উৎপাদন ও পিডিবি-তে সরবরাহ: ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ৪,০০,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ৪,৮৭,৮৬২.৫৩৬ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে এবং পিডিবিকে হস্তান্তর/সরবরাহ করা হয়েছে।

নতুন (৪র্থ) চুক্তির কার্যক্রম: বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এবং এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়াম-এর মধ্যে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত নতুন চুক্তি (৪র্থ) নং: BCMCL/CEOMAW-2021, Date: 30-12-2022-এর আওতায় বর্তমানে খনির সার্বিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক) Construction of 3-Storied Modern Core Sample Building with internal Sanitary and Water Supply and Electrification works of BCMCL- শীর্ষক নির্মাণ কাজটি গত ০৯-০৮-২০২১ তারিখে শেষ হয়েছে। ৮ থেকে ১০ হাজার কোর বক্স ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট উক্ত ভবন নির্মাণ কাজে মোট ১,৬০,৪৫,৯৮২.৪০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

চিত্রঃ নবনির্মিত কোর স্যাম্পল ভবন

খ) Construction of 3-Storied School Building with 4-Storied Foundation as well as Connecting road, Gate repair, Internal Sanitary and water supply and Electrification works of BCMCL.-শীর্ষক নির্মাণ কাজটি ২১ মে ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজে মোট ২,৬২,৩৭,৬৭২.৪৪ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রায় ৬,০০০ বর্গফুট ভূমির উপর নির্মিত স্কুল ভবনটিতে ১১টি শ্রেণীকক্ষসহ লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি , ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য আলাদা কমনরুম, ওপেন স্পেস, প্রেয়াররুম, ছাত্রীদের আলাদা টয়লেট, ওযুখানা সুবিধাসহ ক্যান্টিন, সাইকেল গ্যারেজ, হলরুম, পার্কিং স্পেস, ফার্স্ট এইড এন্ড স্টোর, বিজ্ঞান ও গণিত ক্লাব প্রভৃতি সুবিধা রয়েছে।

চিত্রঃ নবনির্মিত স্কুলভবন

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার আলীহাট এলাকায় জিএসবি কর্তৃক আবিস্কৃত লৌহ আকরিক ক্ষেত্রের অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত "Preliminary Study for Development of Alihat Iron Ore Deposit at Hakimpur, Dinajpur, Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রিলিমিনারী স্টাডি প্রপোজাল (PFS) তৈরি করা হয় এবং গত ১৪-০৯-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিএমসিএল পর্ষদের ৩২৪তম সভার অনুমোদন অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের প্রক্রিয়া করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শর্ট লিস্টেড ০৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রুফপ ইস্যু করা হয় এবং শর্ট লিস্টেড ০৪টি প্রতিষ্ঠানই নির্ধারিত সময়ে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করে। প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি প্রাপ্ত কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব সমুহের মধ্যে শুধুমাত্র কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ণ শেষ মূল্যায়ণ প্রতিবেদন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর দাখিল করে এবং আর্থিক প্রস্তাবনা সমূহ Unopened অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। কমিটির সুপারিশ সম্বলিত কারিগরি প্রতিবেদন ২৫-০৪-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিএমসিএল-এর ৩৩৬তম পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কারিগরীভাবে যোগ্যতা অর্জনকারী ০৩ (তিন) টি প্রতিষ্ঠান এর আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ণের লক্ষ্য তা উন্মুক্তকরণ এবং আর্থিক ও কারিগরি প্রস্তাবের সমন্বিত মূল্যায়ন সম্পন্নকরণের প্রত্যাশা অনুমোদন প্রদান করে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবসমূহের সমন্বিত মূল্যায়ন শেষে মূল্যায়ন প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করা হয়। বর্তমানে আলীহাট আয়রন ওর ক্ষেত্রের প্রিলিমিনারী স্টাডি সম্পন্ন করণের জন্য "প্রিলিমিনারী স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব আলিহাট আয়রন ওর ডিপোজিট এ্যাট হাকিমপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ"-শীর্ষক স্টাডি পরিচালনার লক্ষ্যে পর্ষদ সভার অনুমোদন অনুযায়ী কারিগরী ও আর্থিক সমন্বিত মূল্যায়ণে প্রথম স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিগোসিয়েশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সে মোতাবেক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে DMT Consulting Limited-কে ২৯ জুন ২০২২ তারিখে NOA প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই কনসালটিং ফার্ম DMT Consulting Limited-এর সাথে চুক্তি সম্পন্নকরণ করা হবে।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এ সাবসিডেন্সের ফলে সৃষ্ট লেকে ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন:

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর খনি এলাকার ভূগর্ভ হতে কয়লা আহরণ করায় ভূমি অবনমনের ফলে মোট অধিগ্রহণ করা জমির পরিমান ৬৫২.১১ একর। অধিগ্রহনকৃত জমির মধ্যে ভূমি অবনমনের কারণে উত্তরদিকে ও দক্ষিনদিকে ২টি গভীর জলাশয় (লেক) সৃষ্টি হয়েছে, শুষ্ক মৌসুমে যার সর্বনিম্ন আয়তন যথাক্রমে ১০৯ একর ও ৯৫ একর। ভূমি অবনমনের ফলে সৃষ্টি ২টি জলাশয়ে (লেকে) ADB এর সহযোগীতায় টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) কর্তৃক প্রাথমিকভাবে জরীপে দেখা যায়, প্রায় ৪৫.৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি হয়ে ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পর্যন্ত ফ্লোটিং এবং গ্রাউন্ড সোলার প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে। বিসিএমসিএল এর উদ্যোগে উক্ত

সাবসিডেন্স এলাকায় সৃষ্টি ২টি লেকে ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নীতিগত অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রস্তাবিত সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডেল্টা প্লান বাস্তবায়ন করার অংশীদার হিসেবে বিসিএমসিএল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

কয়লা সংক্রান্ত স্টাডি প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মন্তব্য
১	টেকনো-ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ওপেন পিট কোল মাইন ইন দ্যা নর্দার্ণ এন্ড দ্যা সাউদার্ণ পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	৩ বছর	বর্তমানে প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে বাৎসরিক প্রায় ৬-১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।
২	টেকনো-ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব খালাসপীর কোল ফিল্ড, খালাসপীর, পীরগঞ্জ, রংপুর, বাংলাদেশ।	৪ বছর	বাৎসরিক ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
কয়লাক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ			
১	ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড এ্যাট দিঘীপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	৬-৮ বছর	দিঘীপাড়া কয়লা খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ৩ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।
২	ডেভেলপমেন্ট অব ওপেনপিট কোল মাইন ইন দা নর্দার্ন এ্যান্ড দা সাউদার্ন পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	৬-৮ বছর	টেকনো ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডিতে প্রাপ্ত ফলাফলে প্রকল্পটি আর্থিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হলে খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ৬ মিলিয়ন টন হারে ২৮-৩০ বছরে মোট প্রায় ১৭০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।
৩	ডেভেলপমেন্ট অব খালাসপীর কোল ফিল্ড, খালাসপীর, পীরগঞ্জ, রংপুর, বাংলাদেশ।	৭-৮ বছর	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফলাফলে প্রকল্পটি আর্থিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হলে খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

সম্মানিত অতিথিবৃন্দের খনি পরিদর্শনঃ

ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২১৬-এর দেশী-বিদেশী প্রায় ২৫ জন সেনা কর্মকর্তার একটি প্রতিনিধি দল গত ২২-০৩-২০২০ইং তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে আগত দেশী-বিদেশী সেনা কর্মকর্তাগণকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিসিএমসিএল-এর সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং প্রেজেন্টেশন শেষে পরিদর্শক দল কয়লা খনির বিভিন্ন স্থাপনা ও কোল ইয়ার্ড পরিদর্শন করেণ এবং কয়লা খনি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা কয়লা খনি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সময় বিসিএমসিএল-এ পরিদর্শনে আসেন।

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রম:

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত খাতসমূহে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে:

(ক) কোম্পানির ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সিএসআর ফান্ড হতে ২০টি প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান)-কে মোট ২১,৪০,০০০/- (একুশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(খ) বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে কোম্পানির পক্ষ হতে ২০,০০,০০০/- টাকা কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান।

(গ) করোনাকালীন সময়ে এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের অধীনে কর্মরত বাংলাদেশী খনি শ্রমিকগণদের বিভিন্ন সময় আর্থিক সহায়তা এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষার নমুনা পরীক্ষা ও কোয়ারেন্টাইনরত বাংলাদেশী শ্রমিকের খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা বাবদ মোট ২,৫৫,০৫,৫০০/- (দুই কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকা কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান।

(ঘ) এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের অধীনে নিয়োজিত বাংলাদেশী খনি শ্রমিক, খনিতে কর্মরত অবস্থায় সংঘটিত দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্রমিক ও নিহত শ্রমিকদের পরিবার এবং বিএসএমসিএল-এ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী কর্মচারীকে এককালীন মোট ২,৩৬,২৪,০০০/- (দুই কোটি ছত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান।

(ঙ) কোম্পানির কাজের স্বার্থে করোনাকালীন সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খনির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে কোম্পানিতে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী ও খনি এলাকায় বসবাসরত ২৪০ জন কর্মচারীকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য অর্থবছরে সর্বমোট ২১,৬০,৭২০/- (একুশ লক্ষ ষাট হাজার সাতশত বিশ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান।

এছাড়াও বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে চীনা ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত স্থানীয় শ্রমিক; পঙ্গুত্ব বরণ করা শ্রমিক এবং নিহত শ্রমিকের পরিবারকে মাসিক আর্থিক সহায়তা/ভোগ ভাতা হিসেবে খনিতে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৩,০০০/- টাকা; এবং নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে ৪,০০০/- টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে।

বিসিএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলের সাফল্য:

১০ জানুয়ারি, ২০০৮ খ্রি. হতে কোম্পানির পরিচালনায় বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুল চালু করা হয়। উক্ত সময়ে পে হতে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ৬টি শ্রেণিতে মোট ৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বর্তমানে স্কুলটিতে প্লে হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ১২টি শ্রেণিতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫৬৩ জন। স্কুলটিতে আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা প্রদানের সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শাখার জন্য পৃথক ও সুপ্রশস্ত শ্রেণিকক্ষ, স্কুল অডিটরিয়াম, সমৃদ্ধ একাডেমিক ভবন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী ও অত্যাধুনিক আসবাবপত্রসহ যাবতীয় উপাদান-উপকরণাদি রয়েছে। এছাড়া স্কুলের পূর্ব পার্শ্বে ২০২২ সালে কোম্পানির অর্থায়নে প্রায় ৩,৩৩,১৫,৮৭০.০০ (তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ পনেরো হাজার আট শত সত্তর) টাকা ব্যয়ে চার তলা ফাউন্ডেশন সম্বলিত একটি আধুনিক তিন তলা ভবন নির্মান করা হয়। উক্ত ভবনে বিজ্ঞানাগার, লাইব্রেরি, মসজিদসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ বিদ্যমান। তাছাড়া চলতি ২০২২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে ঘোষিত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) তালিকায় বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলের নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০২০ ও ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সাল	পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	অর্জিত ফলাফল					পাশের হার	সরকারি বৃত্তি	
			A+	A	A-	B	F		ট্যালেন্টপুল	সাধারণ গ্রেড
২০২০	এসএসসি	৪৮ জন	৩৫	১২	০১	-	-	১০০%	-	০৯
২০২১		৫৩ জন	৪১	১২	-	-	-	১০০%	-	০৫

উল্লেখ্য যে, ২০২০ ও ২০২১ সালে পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলে ক্ষতিগ্রস্ত/তৃতীয় পক্ষ/চাইনিজ শ্রমিকদের সন্তানদের সাধারণ শিক্ষার্থীদের বেতনের ৫০%, বিসিএমসিএল এর স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্কুলের শিক্ষকগণের সন্তানদের সাধারণ শিক্ষার্থীদের বেতনের ৮০% এ পড়ানো হয়।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলীঃ

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১২৮ মিটার গভীরতায় গ্রানাইট পাথর আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কঠিন শিলা খনি হতে শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয় ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এবং পেট্রোবাংলার এর মধ্যে সাপায়ার্স ক্রেডিট-এর আওতায় ১৫৮.৮৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ণ-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক দৈনিক ৫৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যে দুটি শ্যাফট নির্মাণ করে ৫টি স্টোপ করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। চুক্তির ধারাবাহিকতায় কোম্পানি কর্তৃক ২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারীর মাধ্যমে খনিটি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটি হতে উৎপাদন কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হয়েছিল। কিন্তু নতুন স্টোপ উন্নয়নের জন্য কোম্পানির আর্থিক সংগতি ছিল না। ফলে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মধ্যেমে মেসার্স জার্মানীয়া-ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৬ (ছয়) বছর মেয়াদী Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock Mine শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির মেয়াদ গত ২০/০২/২০২০ তারিখে শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত Side Letter Agreement এর মাধ্যমে উক্ত চুক্তির মেয়াদ ১ বছর বর্ধিত করা হয়, যার মেয়াদ ২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে শেষ হয়। খনি উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ঠিকাদার জিটিসি'র সাথে পুনরায় ৬ বছর (২০২১-২০২৭) মেয়াদে খনি উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজ পরিচালনার জন্য গত ২৮-০৯-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন চুক্তির অধীনে জিটিসি ২০২১-২২ অর্থবছরে ২টি স্টোপ উন্নয়নসহ ৯,৬৩,৬২৮.০৮ মেট্রিক টন পাথর উৎপাদন করেছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে প্রায় ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উৎপাদন করা হয় এবং উক্ত সময়ে খনির ৫০৪৩.৪০ মিটার নতুন রোডওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে উৎপাদিত পাথরের বিপরীতে মোট ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার মেট্রিক টন শিলা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়লব্দ ২৫৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা কোম্পানির কোষাগারে জমা হয়েছে।

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কোম্পানির প্রধান অফিস ডুয়েল সোর্স Wi-Fi ও ইন্টারনেট কেবল নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হয়েছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম যথাসম্ভব ইজিপি টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সফটওয়ার ভিত্তিক স্টোর ইনভেন্টরী, মার্কেটিং সফটওয়্যার, সিটিজেন চার্টার, ERM এর জন্য ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির প্রধান গেটসমূহের নেইম পেট ডিজিটাল করা হয়েছে। পাথর সরবরাহকারী ডিলারদের প্রতিনিধিদের জন্য ওয়েটিং রুম ও ওয়াশ রুম তৈরি করা হয়েছে। এমজিএমসিএল-এর স্কুলের নিরাপত্তার জন্য ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তন ও SMS এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা ও সিসিটিভি এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান পাথরের চাহিদা পুরণ ও গ্রানাইট পাথর হতে শ্লাব তৈরির লক্ষ্যে নতুন খনি উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য পেট্রোবাংলার অর্থায়নে এমজিএমসিএল কর্তৃক "Feasibility Stud for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine শীর্ষক প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময় অর্থাৎ আগস্ট, ২০১৯

এর মধ্যে শেষ হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ শিলায় অসংখ্য ফ্রাকচার-ফিশার থাকায় স্ল্যাব আকারে গ্রানাইট উত্তোলন সম্ভব নয়। তবে প্রতিদিন ১১,০০০ মেট্রিক টন ক্রাশড গ্রানাইট স্টোন উত্তোলনযোগ্য ৪০ বছর মেয়াদী একটি খনি উন্নয়ন সম্ভব হবে। বিনিয়োগকারী নিয়োগ করে নতুন খনি উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক) সরকারী কোষাগারে পরিশোধিত অর্থের পরিমান ঃ

(মে, পর্যন্ত) (কোটি টাকায়) (সাময়িক)

ক্রমিক নং	সংস্থা/কোম্পানীর নাম	খাত ভিত্তিক সরকারী কোষাগারে পরিশোধিত টাকার পরিমান						সর্বমোট
		ভ্যাট	ডিএসএল	ডিভিডেন্ড	কর্পোরেট ট্যাক্স	সিডি ও অন্যান্য	রয়্যালটি	
১।	পেট্রোবাংলা	৩৩৮৯.৬৫	০.০০	০.০০	১৪৮০.৯১	৫৫০.৪৪	০.০০	৫৪২১.০০
২।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ	৪৪৭.৯৯	১২৮.৬৪	৪৮.৭৫	৩৫.২৭	০.০০	০.০০	৬৬০.৬৫
৩।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	২১৭.৪৯	১৫.০৮	৬০.০০	১৬.০০	০.০০	০.০০	৩০৮.৫৭
৪।	বাপেক্স	১০৬.৮৯	৩.১৪	০.০০	৪.০৭	০.০০	০.০০	১১৪.১০
৫।	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ	০.০০	৭.৩৯	১৩০.৫৭	৪৫১.০০	২৬.৮৩	০.০০	৬১৫.৭৯
৬।	জালালাবাদ গ্যাস টি এন্ড ডি সিস্টেমস লিঃ	০.০০	৪.০৬	৬০.০০	৭৬.০৫	১.৩০	০.০০	১৪১.৪১
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	৩.১৭	২৬.২৫	১০.৭৯	৬.০৬	০.০০	৪৬.২৭
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	০.০০	১৩০.০০	১৫৯.২১	২.৮৩	০.০০	২৯২.০৪
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	৬.৮৫	১০.৫০	২২.৪৭	১.২৯	০.০০	৪১.১১
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	০.০০	৭.০০	২২৩.০০	৮০.০০	০.০০	৩১০.০০
১১।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ	৩৫.৭৩	০.০০	২০.০০	৩৮.৫৩	৮.০০	৭৪.৮০	১৭৭.০৬
১২।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ	৬.৪৭	০.০০	২.৭৫	৬.৪৪	৩.৭৯	১০.৪২	২৯.৮৭
১৩।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ	০.০০	৩৫৪.৪৬	৩০.০০	২৮.৬৫	১১.৬৭	০.০০	৪২৪.৭৮
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	০.০০	০.৭৫	২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.২৫
	সর্বমোট =	৪২০৪.২২	৫২৩.৫৪	৫২৮.৩২	২৫৫২.৩৯	৬৯২.২১	৮৫.২২	৮৫৮৫.৯০

মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য :

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানীসমূহের ২০২১-২০২২অর্থ বছরের মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্মিলিত সংখ্যা পেট্রোবাংলা:

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নং		বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	প্রশিক্ষণ	১৬	৪৪	৪১	৮০৫
২	সেমিনার	-	-	২	২৩
৩	ওয়ার্কশপ	-	-	৭	১৯৯
৪	কনফারেন্স	-	-	২	৪
৫	শিখন সেশন		-	২	৮০
	মোট	১৬	৪৪	৫৪	১১১১

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	প্রশিক্ষণের নাম	কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর সংখ্যা
০১	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	১৯৮০
২	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	১৩২২
৩	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	৫৭৬
৪	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	১৫৩২
৫	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	৭৫৬
৬	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	১৮৭
৭	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	৫০৩
৮	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	১২৩৩
৯	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	২৬৯
১০	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	৫০০
১১	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	১৬৯
১২	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	৩৩৮
১৩	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	১৩৯৯

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহ	প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
পেট্রোবাংলা	৪৪
টিজিটিডিসিএল	০
বিজিডিসিএল	১৯
কেজিডিসিএল	১০
জেজিটিডিএসএল	৩৭
পিজিসিএল	১২
এসজিসিএল	৪
বাপেক্স	৩৫
বিজিএফসিএল	১৮
এসজিএফএল	০
জিটিসিএল	৬
আরপিজিসিএল	৬
বিসিএমসিএল	০
এমজিএমসিএল	০
মোট	**১৯১**

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

পরিশোধিত তেল আমদানি ও পরিশোধন, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ও লুব্রিক্যান্টস আমদানি, বিপণন ও বিতরণ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৮৮ নং অধ্যাদেশ) বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারি ১৯৭৭ তারিখ থেকে কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, মজুদ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণনসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ বিপিসি'র উপর বর্তায়। বিপিসি একটি তেল শোধনাগার, তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি, দুটি ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট এবং একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ কোম্পানির মাধ্যমে ন্যস্ত দায়িত্বাবলী পালন করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পরিবহন খাতের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকায় পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্পোরেশনের গঠন ও দায়িত্ব

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ৩ জন সরকার মনোনীত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের নীতি নির্ধারণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান হলেন কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী। বিপিসি'র বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১৭৮ জন। Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance, 1976 রহিতক্রমে ১৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, আইন ২০১৬ সরকার কর্তৃক প্রণিত হয়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের দায়িত্বাবলীঃ

১। পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের সংগ্রহ ও আমদানি।

২। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াকরণ এবং বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্যের উৎপাদন।

৩। পেট্রোলিয়াম শোধণাগার এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা।

৪। বেস-স্টক, প্রয়োজনীয় সংযোজনের বস্তু এবং অন্যান্য রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন।

৫। লুব্রিক্যান্ট তেলের আমদানি ও উৎপাদন।

৬। ব্যবহৃত লুব্রিক্যান্ট এর জন্য পূণর্ব্যবহারযোগ্য (Re-refining) প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা।

৭। অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং রিফাইনারীর অবশিষ্টাংশ প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮। পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৯। আন্তঃমহাদেশীয় তেলের ট্যাংকার সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ।

১০। পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত ও এর সম্প্রসারণ।

১১। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বিপণনে কোন সংস্থা বা কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা।

১২। বিপিসি'র অধীনস্থ কোম্পানিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ, তাদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং সরকার কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাদি সম্পন্নকরণ।

জনবল কাঠামোঃ

কর্মকর্তা				কর্মচারী				
অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
চেয়ারম্যান	১	১	-	ইউডিএ	০৯	০৭	০২	
পরিচালক	৩	৩	-	রেকর্ড কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				কেয়ার টেকার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ষ্টোর কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ক্যাশিয়ার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				সাঁটলিপিকার/পিএ	১২	০৯	০৩	
সচিব	১	১	-	এল ডি এ কাম কম্পিঃ অপাঃ	২৮	১৮	১০	
মহাব্যবস্থাপক/উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক	৬	৫	১	কম্পাউন্ডার	১	১	-	
উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক	১৩	১৩	-	টেলেক্স অপাঃ	২	-	২	
উর্ধ্বতন আবাসিক চিকিৎসক	১	১	-	টেলিফোন অপাঃ	২	২	-	
উপ-ব্যবস্থাপক	১৫	৮	৭	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
সহকারী ব্যবস্থাপক	১১	৫	৬	ড্রাইভার	১৩	১১	২	
				মোটঃ (৩য় শ্রেণী)	৭৩	৫৪	১৯	
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (২য় শ্রেণী)	৭	৪	৩	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপাঃ	১	১	-	
উপ সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণী)	১	-	১	ডেসপাচ রাইডার	২	২	-	
				অফিস সহায়ক	২৭	২২	৫	
				নিরাপত্তা প্রহরী	১০	৯	১	
				বাস হেলপার	১	১	-	
				পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	৪	১	
				মোটঃ (৪র্থ শ্রেণী)	৪৬	৩৮	৮	
মোটঃ	৫৯	৪০	১৯	সর্বমোট (৩য়+৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী):	১১৯	৯২	২৭	

জনবলের বর্তমান অবস্থা

	মঞ্জুরীকৃত পদ	বিদ্যমান পদ	শূণ্য পদ
কর্মকর্তা	৫৯	৪০	১৯
কর্মচারী	১১৯	৯২	২৭
মোটঃ	১৭৮	১৩২	৪৬

বাণিজ্য ও অপারেশন্স কার্যক্রমঃ

১। জ্বালানি তেল যে কোন দেশের উন্নয়নে অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাথে এর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প-কারখানাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ,

সময়োচিত আমদানিসূচী প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একইসাথে দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

২। বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হতে জি-টু-জি মেয়াদী চুক্তি ও আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হতে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদাপূরণ করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হলঃ- Emirates National Oil Company (ENOC)-UAE, Petco Trading Labuan Company Limited (PTLCL)-Malaysia, Petrochina International (Singapore) Pte. Ltd.-China, Unipec Singapore Pte Ltd.-China, PT Bumi Siak pusako (BSP)-Indonesia, PTT International Trading Pte. Limited-Thailand, Numaligar Refinery Limited (NRL), India.

এ ছাড়া বিপিসি জি-টু-জি মেয়াদী চুক্তির আওতায় সৌদি আরবের Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) এবং Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানি করছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস হতে জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

৩। ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)-এ প্রক্রিয়াকরণের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রায় ৬৬৯৮৯৪.০০০ মেট্রিক টন মারবান ক্রুড অয়েল এবং প্রায় ৬৯৬১৯১.৪৫০ মেট্রিক টন এরাবিয়ান লাইট ক্রুড অয়েল (এএলসি) অর্থাৎ প্রায় ১৩৬৬০৮৫.৪৫ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ ব্যয় হয় প্রায় ৭৮৫৫.৯২ কোটি টাকা বা ৮৯৬.৮৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়)।

৪। বিপিসি পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রায় ৪৫৪.১০৪ মে.টন গ্যাস কনডেনসেট গ্রহণ করেছে। ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড পূর্বের মজুদসহ প্রায় ১২২৫.৪৫১ মে.টন গ্যাস কনডেনসেট ক্রুড অয়েলের সাথে মিশ্রণ করে প্রক্রিয়াজাত করেছে। রিফাইনারির মজুদ ও আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলসহ ইআরএল ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রায় ১৩.৭৬ লক্ষ মে.টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করেছে। তন্মধ্যে ডিজেল ৬৩৮,১২৮.৪২৮ মে.টন (প্রায়), ফার্ণেস অয়েল ৩৬৩৯৬০.২৯৪ মে.টন (প্রায়), পেট্রোল (এমএস) ৮৭,৭৫৪.১০৫ মে.টন (প্রায়), কেরোসিন ৫৬,০১৮.৩৯১ মে.টন (প্রায়), এলপিজি ১২,৫১৫.৯৩৭ মে.টন (প্রায়)।

৫। বিপিসি কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ক্রুড অয়েল আমদানির পাশাপাশি প্রায় ৩৯,৬১,৬৩৫.৮৩৭ মেট্রিক টন ডিজেল, প্রায় ৪,৩৬,৫১৪.১৯৪ মেট্রিক টন মোগ্যাস, প্রায় ৪,১০,৯৮২.০৭৮ মেট্রিক টন জেট এ-১, প্রায় ৩,১৬,০৮৬.১৯২ মেট্রিক টন ফার্ণেস অয়েল এবং প্রায় ১৬,৫০৬.০২৬ মেট্রিক টন মেরিন ফুয়েল আমদানি করা হয়। পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি খাতে এ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয় প্রায় ৪০,০৮৮.৯০ কোটি টাকা বা ৪,৫৯৫.১১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়)।

৬। ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)-এ আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডের পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপজাত হিসেবে ন্যাফথা উৎপাদিত হয়। ইআরএল-এ উৎপাদিত ন্যাফথা দেশে স্থাপিত বিভিন্ন বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করা হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সরবরাহের পর উদ্বৃত্ত ন্যাফথা রপ্তানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে বিপিসি কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিদেশে ন্যাফথা রপ্তানি করা হয়নি। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ইআরএল এ প্রায় ১০১,৮৬০.১৩০ মে.টন ন্যাফথা উৎপাদিত হয়। আলোচ্য অর্থবছরে স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম ও এ্যাকোয়া রিফাইনারি লিঃ, নরসিংদী এবং সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারি লিমিটেড এর অনুকূলে প্রায় ১০১,১৯৫ মেট্রিক টন ন্যাফথা সরবরাহ করা হয়েছে।

৭। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে স্থানীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪,১১,২৬১ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্বালানি পণ্য হিসেবে প্রায় ২,১৭,৮৩৯ মে.টন অকটেন, ১,০৩,৭৩০ মে.টন পেট্রোল, ৫৮,৯৭৮ মে.টন ডিজেল ও ২৩,২০১ মে.টন কেরোসিন গ্রহণ করা হয়।

বিপণন কার্যক্রমঃ

ক) ২০২১-২২ (জুলাই'২১ থেকে জুন'২২ পর্যন্ত) অর্থবছরে স্থানীয় উৎস থেকে পেট্রোলিয়াম পণ্য প্রাপ্তির পরিমাণ (মে.টন):

পণ্যের নাম	পরিমাণ (মেট্রিক টন)
অকটেন	২,১৭,৮৩৯
পেট্রোল	১,০৩,৭৩০
ডিজেল	৫৮,৯৭৮
কেরোসিন	২৩,২০১
এমটিটি	৬,৩৯১
এসবিপিএস	৭৫৩
লাইট এমএস	৩৬৯
কনডেনসেট	০
মোট	**৪,১১,২৬১**

খ) ২০২১-২২ (জুলাই'২১ থেকে জুন'২২ পর্যন্ত) অর্থবছরে পণ্যভিত্তিক বিক্রয় (মে.টন):

অকটেন	পেট্রোল	কেরোসিন	ডিজেল	এলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল)	জেবিও (জুট ব্যাচ অয়েল)	ফার্নেস	লুব	এলপিজি
৩৯৩৭৭১	৪৪৭৭২৯	৮৬২৫৯	৪৮৩২৯০১	৪৭০	৮৪৫৪	৫৭৫০৬৮	১৩৩১৮	৮১৫৭

বিটুমিন	এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)	এমটিটি (মিনারেল তারপেনটাইন)	জেটএ-১	এম. ফুয়েল	মোট
৫৬৫৫১	৫৯২	২৫৮৭	৪৩১৪০১	৩০০৯০	৬৮৮৭৩৪৪

(গ) ২০২১-২২ (জুলাই'২১ থেকে জুন'২২ পর্যন্ত) তারিখে বিভাগ ভিত্তিক ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা:

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৩৯৪
সিলেট	১৪৬
ঢাকা	৫৮৩
ময়মনসিংহ	১১৬
রাজশাহী	৩৩০
রংপুর	৩৫৬
খুলনা	৩১০
বরিশাল	৬২
মোট	**২২৮৮**

কোম্পানিসমূহের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
পদ্মা অয়েল কোম্পানী	৭১০
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	৮৩৬
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	৭৪২
মোট	**২২৮৮**

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম:

১। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিপিসি'র বাস্তবায়নাধীন ১২টি প্রকল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ০১টি এডিপিভুক্ত ও ১১টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিপিসি'র গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

দেশে আমদানীতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত (ডিজেল) জ্বালানি তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য সমুদ্রবক্ষে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভাসমান আনলোডিং ক্যাসিলিটি এবং পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলছে। জাহাজ হতে খালাসকৃত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল অফশোর-অনশোর পাইপলাইনের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল এবং তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। জাহাজ হতে এক (১.০০) লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ৮/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে খালাস করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল জাহাজ হতে খালাসের ক্ষেত্রে ১০৮ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হলেও এসপিএম স্থাপনের পর তার দ্বিগুন পরিমাণ ডিজেল প্রায় ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। ফলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার করার প্রয়োজন হবে না এবং এ খাতে কোন ব্যয় হবে না। স্বল্প সময়ে তেল খালাস সম্ভব হবে বিধায় জাহাজ ভাড়া উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। এতে করে Operational Flexibilicy ও Efficiency বৃদ্ধি পাবে। অফশোর ১৩৫ কিলোমিটার এইচডিডি ৭৯ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ২১৪ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। Deep Post Trenching কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ৮৩.৫৪% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানি তেল আরো দ্রুত ও সহজে সরবরাহের লক্ষ্যে "জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চনব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ" প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫.২১ কিলোমিটারের মধ্যে ১৪.০১৮ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩৮%।

আমদানীতব্য জ্বালানি তেল (ডিজেল) পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে ঢাকাস্থ ডিপোতে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ, দ্রুত নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য ''চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মূল স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার গোদনাইল পর্যন্ত ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ২৪১.২৮ কিলোমিটার, এবং গোদনাইল হতে ফতুল্লা পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৮.২৯ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে। এ পর্যন্ত ১১৮.৭০৭ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন নদীর তলদেশে ৩.২৫৯ কিলোমিটার পাইপলাইন HDD পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে।

ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (NRL)-এ উৎপাদিত ডিজেল ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহের লক্ষ্যে "India-Bangladesh Friendship pipeline (IBFPL)'' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির মোট দৈর্ঘ্য ১৩১.৫০ কি.মি. যার মধ্যে বাংলাদেশ অংশে ১২৬.৫০ কি.মি. এবং ইন্ডিয়া অংশে ০৫ কি.মি.। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ অংশে পাইপলাইন স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণ ও পাইপলাইনের মাধ্যমে আগত জ্বালানি তেল রিসিভ করার জন্য টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ অংশের ১২৬.৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপনের জন্য পঞ্চগড় জেলায় ৮২ কিঃমিঃ, দিনাজপুর জেলায় ৩৫.৫ কিঃমিঃ এবং নীলফামারী জেলায় ০৯ কিঃমিঃ এর জন্য ভূমি অধিগ্রহন ও হুকুম দখলের কাজ শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ১২৫ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় পার্বতীপুরে মোট ২৮,৮০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি জুন,২০২২ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জুন,২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণতঃ ২ মাসের জ্বালানি তেল মজুদ রাখতে পারলে একটি দেশকে জ্বালানি নিরাপত্তাসম্পন্ন দেশ বলে গণ্য করা হয়। দেশের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালে ছিল ৮.৯৪

লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত এবং বিপিসি ও Subsidiary প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে।

বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড এর অপরিশোধিত তেল পরিশোধন ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা দেশের জ্বালানি চাহিদার এক-পঞ্চমাংশ। ফলে জ্বালানি চাহিদার অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ পরিশোধিত তেল আমদানীর মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আরও ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। "ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২"বাস্তবায়নের জন্য Front End Engineering Design (FEED) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র/নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
				মোট
০১	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন।	দেশে আমদানীতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের খালাস কার্যক্রম আরও সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কুতুবদিয়ার সমুদ্রবক্ষে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং সেখান থেকে সাব-সী পাইপ লাইনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল সরাসরি ইআরএল'র ট্যাংক ফার্মে এবং পরিশোধিত জ্বালানী তেল তিনটি তেল বিপণন কোম্পানীর মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার করা প্রয়োজন হবে না বলে লাইটারেজ খরচ সাশ্রয় হবে। ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েলের জাহাজ ৯-১১ দিনের পরিবর্তে ২দিনে এবং ৬০-৭০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল ২৮-৩০ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। অপারেশনাল ইফিসিয়েন্সি অনেক বৃদ্ধি পাবে। ফলে ইমপোর্ট ট্যাংকার হ্যান্ডলিং বাবদ বিপিসি'র বাৎসরিক প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।	নভে'১৫-জুন'২৩	৭১২৪৬২.৪৬

খ) নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র/নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
				মোট
০১	কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)।	পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে।	জুলাই.১৩-ডিসে'২১ জুলাই.১৩-ডিসে'২৫ (প্রস্তাবিত)	১০১০১.০০ প্রস্তাঃ ১৪৮৩৪.০৫

ক্র/ নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
				মোট
০২	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ।	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। ফলে এয়ারপোর্টে আগত উড়োজাহাজসমূহে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে জেট-এ-১ সরাবরাহ ব্যবস্থা আরো নিশ্চিত হবে।	সেপ্ট,১৭-ডিসে'২২	৩৩৯৬৩.০০
০৩	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এ-কনস্যালটেঙ্গি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২।	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	এপ্রিল'১৬-জুন,২৪	২৬০৪৬.৫০
০৪	কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং (যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার,ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ)।	জেওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যাবে।	জুলাই'১৫-ডিসে'২২	১৫৪১৮.৬০
০৫	কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম।	এমপিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যাবে।	জুলাই,১৬-জুন,২০ (প্রস্তাঃ জুলাই'১৬-ডিসে'২৫)	৬১৭৭.০০ প্রস্তাঃ ৯৭৪৫.৪৯
০৬	চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন।	পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানী তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংগত হবে।	অক্টো'১৮-ডিসে'২২	৩১৭১৮৫.০০
০৭	ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২।	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন, ড্রইং সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	অক্টো'১৬ -জুন'২৩	৪৪৯৫২.০০
০৮	ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন।	পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত হতে বাংলাদেশে তেল আমদানী ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবিচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত হবে।	জানুয়ারি'২০-জুন'২৩	৩০৬২৩.৩২

ক্র/নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
				মোট
০৯	ইনস্টলেশন অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম ।	ইআরএল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পিওসিএল, এমপিএল ও জেওসিএল এর ট্যাংকে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিখুঁত ও সঠিকভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।	মার্চ'২০-জুন'২৩	৮৪৫২.৪৫
১০	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম এম আই টু শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণকারী উড়োজাহাজসমূহে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং জরুরী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঘাটিতে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মজুদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।	নভে'১৯-ডিসে'২২	৫৮০৬.০০

গ) নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র/নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
				মোট
০১	কনস্ট্রাকশন অব ১২ (জি+১১) স্টোরিড মডার্ন রেসিডেন্সিয়াল কাম কমার্শিয়াল অফিস বিল্ডিং উইথ ০২ (টু) বেইসমেন্টস অব পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এ্যাট্ ৬ পরিবাগ, ঢাকা-১০০০।	ঢাকাস্থ পরিবাগে পিওসিএল এর মালিকানাধীন ১.৮৮ একর জমির কাযকর সর্বোত্তম ব্যবহারসহ দৃষ্টিনন্দন আধুনিক ভবন নির্মাণ করা।	জানু'২২-জুন'২৫	৩৯৩০৬.০০

ঘ) বর্তমান সরকারের ভবিষ্যৎ প্রকল্প:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র/নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
				মোট
০১	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২।	দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত আছে। দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য ইআরএল ইউনিট-২ নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রিফাইনারীর বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।	জানু'২২-জুন'২৭	১৯৭৬৮৯৪.৯৫

ক্র/নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০২	অটোমেশন অব অয়েল ডিপো ইনক্লুডিং সেফটি এন্ড সিকিউরিটি।	দেশের সকল ডিপো অটোমেশনের আওতায় এনে জ্বালানি তেলের অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা।	জুলাই'২২-জুন'২৪	৫০০০.০০
০৩	সিলেকশন অফ কনসালটিং ফার্ম ফর কনডাকটিং ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর সেটিং আপ এ নিউ পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী এন্ড পেট্রোক্যামিক্যাল কমপেক্স ইনক্লুডিং এসপিএম এ্যাট পায়রা পোর্ট এরিয়া, পটুয়াখালী, বাংলাদেশ।	দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানী তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য পায়রা বন্দরে কম্পোজিট পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী নামে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় পেট্রোলিয়াম পণ্যের পাশাপাশি সরকার পেট্রোক্যামিক্যাল পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।	জুলাই'২২-জুন'২৪	২৫০০.০০
০৪	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক এলপিজি টার্মিনাল স্থাপন সংক্রান্ত।	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক বৃহৎ এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি হবে রেফ্রিজারেটেড মাদার টার্মিনাল। এ টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন এলপিজি কোম্পানির নিকট বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস বিক্রয় করা হবে। প্রস্তাবিত এলপিজি টার্মিনালের অপারেশন ক্ষমতা হবে বার্ষিক প্রায় ১০-১২ লক্ষ মেট্রিক টন।	জুলাই'২২-জুন'২৫	২৫০০০০.০০

হিসাব কার্যক্রমঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে শুল্ক-করাদি, লভ্যাংশ ও উদ্বৃত্ত তহবিল হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের বিবরণীঃ-

(Provisional)

খাতসমূহ	কোটি টাকা
ট্যাক্স, ভ্যাট ও ডিউটি	১৩,৮৫৪.৬৫
লভ্যাংশ	৩০০.০০
উদ্বৃত্ত তহবিল হতে	১,০০০.০০
মোট =	**১৫,১৫৪.৬৫**

আর্থিক কার্যক্রমঃ

১। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬,৬০৭,২২৪.৬৫১ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানি করতে মার্কিন ডলার ৫,৫৪৮.৯৯০ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ৪৮,৪৩৫.৫৯ কোটি ব্যয় হয়। এর মধ্যে ১,৪৬৫,৫০০.৩২৪ মে.টন ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৯৫৩.৮৭২ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ৮,৩৪৬.৬৯০ কোটি এবং ৫,১৪১,৭২৪.৩২৭ মে.টন রিফাইন্ড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৪,৫৯৫.১১৮ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ৪০,০৮৮.৯০ কোটি।

২। ২০২১-২২ অর্থবছরে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিতে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মার্কিন ডলার ৯১৮.৮৯ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মার্কিন ডলার ৭৮৬.৩৮ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

১। কোম্পানীর পরিচিতিঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৃটিশ-ভারত উপনিবেশিক সময়কালে এর সৃষ্টি। কোম্পানীর পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান "রেংগুন অয়েল কোম্পানী" উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের এই অংশে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা শুরু করে এবং বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানীসমূহের মধ্যে অন্যতম। কোম্পানীর ঐতিহাসিক পটভূমি নিম্নরূপঃ

* ১৮৭১ খ্রি: বার্মার আকিয়াব অঞ্চলের খনিজ-তেল আহরণকারী প্রতিষ্ঠান রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানী, SCOTLAND এ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন।
* ১৮৮৫ খ্রি: রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানী, বার্মা অয়েল কোম্পানী নামে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ এবং বৃটিশ ভারত অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
* ১৯০৩ খ্রি: চট্টগ্রামের গোসাইল ডাঙ্গায় বার্মা অয়েল কোম্পানীর মহেশখাল অয়েল ইনস্টলেশন স্থাপন।
* ১৯১০ খ্রি: বার্মা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক সীতাকুন্ডে তেল অনুসন্ধানের কাজে কূপ খনন।
* ১৯১৪ খ্রি: চট্টগ্রামের সদরঘাটে বার্মা অয়েল কোম্পানীর পরিবেশক "মেসার্স বুলক ব্রাদার্স" কর্তৃক কার্যালয় স্থাপন।
* ১৯২৯ খ্রি: বার্মা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক মেসার্স বুলক ব্রাদাসের সদরঘাটস্থ কার্যালয় অধিগ্রহণ এবং তথায় কোম্পানীর কার্যালয় স্থাপন।
* ১৯৫৬ খ্রি: বার্মা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক চট্টগ্রামের গুপ্তখালে বৃহদাকার অয়েল ইনস্টলেশন স্থাপন।
* ১৯৬৫ খ্রি: বার্মা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক এতদঞ্চলের বার্মা শেলের (রয়েল ডাচ্ গ্রুপের কোম্পানী) ব্যবসা ও স্থাপনাদি ক্রয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বার্মা অয়েল কোম্পানীর ৪৯% অংশীদারিত্বে বার্মা ইষ্টার্ণ লিমিটেড নামে নতুন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী গঠন।
* ১৯৭৭ খ্রি: বার্মা ইষ্টার্ণ লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত।
* ১৯৮৫ খ্রি: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বার্মা অয়েল কোম্পানীর এদেশে অবস্থিত সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির (বার্মা ইষ্টার্ণের শেয়ারসহ) মালিকানা ক্রয়।
* ১৯৮৮ খ্রি: "পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড" নামে কোম্পানীর নতুন নামকরণ।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ:

- ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।
- কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতি নির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।
- কোম্পানির প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন তিনি পদাধিকার বলে পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য।
- কোম্পানির বর্তমান শেয়ার স্ট্রাকচার:

	হার (%)	শেয়ার সংখ্যা
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৫০.৩৫	৪৯৪৫৫৬৬৬
ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	৩৪.৮৮	৩৪২৬৬৮১১
বিদেশী বিনিয়োগকারী	০.৮৬	৮৪৩০৬৭
ব্যক্তিগত (বাংলাদেশী)	১৩.৯১	১৩৬৬৭২০৬
মোট	১০০	৯৮২৩২৭৫০

* কোম্পানির শেয়ার ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত

কোম্পানি কর্তৃক বিপণনযোগ্য পেট্রোলিয়াম পণ্যঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম
১	অকটেন
২	জেট এ-১
৩	পেট্রোল
৪	কেরোসিন
৫	ডিজেল
৬	এলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল)
৭	ফার্নেস অয়েল
৮	জেবিও (জুট ব্যাচিং অয়েল)
৯	এমটিটি (মিনারেল টারপেন্টাইন)
১০	এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট)
১১	লুব অয়েল (অটোমোটিভ অয়েল, ইন্ডাসট্রিয়াল অয়েল, মেরিন অয়েল, ট্রান্সফরমার অয়েল)
১২	এলপিজি (লিকুফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস)
১৩	এলএমএস (লাইট মোটর স্পিরিট)
১৪	বিটুমিন

পিওসিএল এর স্থায়ী জনবল কাঠামো (৩০. ০৬. ২০২২ পর্যন্ত) ঃ

	সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
কর্মকর্তা	২৯৫	২১৮
কর্মচারী-শ্রমিক	৯১৬	৬৮২
মোট	**১২১১**	**৯০০**

পিওসিএল এর কার্যাবলীঃ

ব্যবসায়িক কার্যাবলীঃ

১. সরকার নির্ধারিত মূল্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে দেশব্যাপি নিরবছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুভাবে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন।

২। বিভিন্ন ধরণের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস সংগ্রহ মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

৩। কোম্পানি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এয়ার লাইনসসমূহে সরকার নির্ধারিত মূল্যে উড়োজাহাজের জ্বালানি তেল (জেট এ-১) সরবরাহকরণের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করছে।

৪। পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পাশাপাশি কৃষি-রসায়নজাত বিভিন্ন পণ্য, যথা বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশক ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফার্টিলাইজার বিপণন ।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীঃ

১। সরকার ও বিপিসি'র নির্দেশনার আলোকে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

২। ইআরএল, আমদানি এবং অন্যান্য স্থানীয় উৎস হতে জ্বালানি তেল গ্রহণ ও মজুদকরণ।

৩। সারা দেশে নিরবছিন্নভাবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৪। জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা, বিপণন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

৫। ডিপো/প্রধান স্থাপনায় বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

৬। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ব্যয় সাশ্রয়ী প্রকল্প গ্রহণ করা।

৭। জ্বালানি তেল হ্যান্ডলিং নিরাপদ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অপারেশনাল ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং দক্ষ পরিচালনগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৮। কোম্পানি দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীকরণ।

কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রম:

১। বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ দেশের জ্বালানি তেলের সার্বিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনা এবং বিভিন্ন ডিপোতে ২০১২ হতে ২০২০ সালের মধ্যে জ্বালানি তেল ধারণক্ষমতা ১.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে।

৩। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ডিপো এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য পরিবহন বহরে ট্যাংকার সংখ্যা ৬২টি তে উন্নীত করা হয়েছে।

৪। জ্বালানি তেল গ্রহণ, মজুদ ও সরবরাহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে জ্বালানি তেল পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রধান স্থাপনায় ম্যনুয়েল সিস্টেমের পরিবর্তে আধুনিক "রাডার টাইপ অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম"।

৫। প্রধান স্থাপনাসহ ১৭টি ডিপোর শুধুমাত্র একাউন্টিং সিস্টেম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। ০৬টি ডিপোতে ইনভয়েস ও একাউন্টিং সিস্টেম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। অবশিষ্ট ডিপো সমূহে ইনভয়েস/একাউন্টিং সিস্টেম পর্যায়ক্রমিকভাবে অটোমেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য এর উৎস:

১। ইআরএল/স্থানীয় ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্য।

২। আমদানিকৃত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য।

৩। চট্টগ্রামে অবস্থিত এলপি গ্যাস লিমিটেড হতে প্রাপ্ত বোতলজাত গ্যাস।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা/ডিপোর জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা (মে.টন):

প্রধান স্থাপনা/ডিপো	২০২১-২০২২
প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম	১,৪১,৫৭৩
মংলা অয়েল ইন্সটেলশন, বাগেরহাট	৩৫,০০০
গোদনাইল ডিপো, নারায়নগঞ্জ	৩০,৯৩৪
দৌলতপুর ডিপো, খুলনা	২৪,২৮২
বাঘাবাড়ি ডিপো, সিরাজগঞ্জ	২২,০৪৯
চাঁদপুর ডিপো, চাঁদপুর	৪,২৮০
আশুগঞ্জ ডিপো, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২,৭৪১
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিপো	২,৯১৭
ভৈরব বাজার ডিপো	৬৪১
সিলেট ডিপো	২,৯২৯
শ্রীমঙ্গল ডিপো	১,১৮১
পার্বতীপুর ডিপো	৫,২৭৫
রংপুর ডিপো	৯১৫
নাটোর ডিপো	৯৫১

প্রধান স্থাপনা/ডিপো	২০২১-২০২২
বরিশাল ডিপো, বরিশাল	৬৬৮
ঝালকাঠি ডিপো	২,৮৯১
কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো	৮,৪৮১
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	১,০৭১
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	৯৯৬
সর্বমোট	২,৮৯,৭৭৫

কোম্পানির বিপণন নেটওয়ার্ক:

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা	এজেন্ট/এজেন্সী/ ডিস্ট্রিবিউটারের সংখ্যা	প্যাকড পয়েন্ট ডিলারের সংখ্যা	এলপি গ্যাস ডিলারের সংখ্যা	মেরিন ডিলারের সংখ্যা	এ্যাগ্রোকেমিক্যালস্ ডিলার
চট্টগ্রাম	১১২	২০৫	৬৩	৩৩২	২৮	৩১৮
সিলেট	৫৬	৫৫	৫১	৪৯	০	
ঢাকা	১৬২	১২৫	১৫	৯	১১	
ময়মন সিংহ	২৭	২২	৫	০	০	
বরিশাল	২০	৪৭	২৫	৩২	৫	
খুলনা	৯৭	১৬৩	১৯	১২৪	২	
রাজশাহী	১১১	১৪০	২০	১৫৩	০	
রংপুর	১২৫	৯৭	১৭	৩২	০	
সর্বমোট	৭১০	৮৫৪	২১৫	৭৩১	৪৬	৩১৮

২। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি দেশের সকল ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষে কোম্পানি সর্বদা সচেষ্ট থাকে। দেশের বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমুহের চাহিদা মোতাবেক ডিজেল/ফার্নেস অয়েল নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুনগত মানসম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা হয়। এছাড়া দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত কৃষিরাসায়নিক (Agrochemicals) পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখে। বর্তমানে কোম্পানি ৩৬ টি বালাইনাশক পণ্য ও সার বিপণন করছে যা ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষনে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে চলেছে। এ কোম্পানি ৬৯৭ টি ফিলিং স্টেশন, ৮৫৪ টি এজেন্ট/এজেন্সী/ডিস্ট্রিবিউটর, ২১৭ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৫০ টি মেরিন ডিলার, ৩৩ টি লুব ডিলার, ৭৩১ টি এলপিজি ডিলার ও ৩৭৩ জন এগ্রো-কেমিক্যালস্ পরিবেশক এর সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ বিপণন নেওয়ার্কের মাধ্যমে ৩৩ টি ডিপো (প্রধান স্থাপনাসহ জ্বালানি তেল ডিপো ১৭ টি, এভিয়েশন ডিপো ৩ টি ও এ্যাগ্রোকেমিক্যালস্ ডিপো ১৩টি) হতে সমগ্র দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কোম্পানি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ২৫.৪৪ লক্ষ মে.টন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করে।

৩) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২১-২২ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী বর্ণিত অর্থবছরে করোত্তর মুনাফা দাঁড়ায় ১৬,৫৪৪.৩৬ লক্ষ টাকা। এছাড়া আলোচ্য হিসাব বছরে নীট এ্যাসেট ভ্যালু দাঁড়ায় ১,৬৯,৭০০.১৪ লক্ষ টাকা, নেট এসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ১৭২.৭৫ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাঁড়ায় ১৬.৮৪ টাকা ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ১২ মাসের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

৪) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

১। চাঁদপুর ডিপোতে তিন তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণ।

২। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রামের জন্য ২ টি হাইড্রেন্ট ডিস্পেন্সার ক্রয়।

৩। দৌলতপুর ডিপোতে একটি জেটি নির্মাণ।

৪। প্রধান স্থাপনায় ৬২ নং ট্যাংক সংস্কার।

৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

১। কোম্পানির অর্থায়নে চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ২৩ তলা বিশিষ্ট কোম্পানির নিজস্ব হেড অফিস বিল্ডিং নির্মাণ প্রকল্প এর কাজ চলমান রয়েছে।

২। পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর নিজস্ব জমিতে ঢাকা অফিসের জন্য অতিরিক্ত দুইটি বেইজমেন্টসহ ১২ তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান।

৩। জেট এ-১ পাইপ লাইন ফ্রম এম আই টু শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম।

৪। ফিজিবিলিটি স্টাডি অব টার্মিনাল অটোমেশন এ্যাট মেইন ইন্সটলেশন অব থ্রি অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিজ।

৫। ভৈরব বাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে একটি স্থায়ী রিভাররাইন ডিপো নির্মাণ।

৬। ইন্সটলশেন অব এভিয়েশন ফুয়েল (জেট এ-১) হাইড্রেন্ট ফুয়েলিং সিস্টেম এ্যাট শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম অন টার্ণ-কী বেসিস।

৭। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা এর জন্য জন্য ২ টি হাইড্রেন্ট ডিস্পেন্সার ক্রয়।

৮। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রামের জন্য ২ টি রি-ফুয়েলার ক্রয়।

৬। ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা :

১। চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় প্রতিটি ১০,০০০ মে। টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক, ৬০০ মে.টন ধারণক্ষমতা ১টি জেট এ-১ এবং ৪৫০০ মে। টনের ১টি অকটেন স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;

২। জ্বালানি তেলের চাহিদা অনুযায়ী মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

৩। অটোমশেনের আওতায় আনা হয়নি এমন ৬টি ডিপোতে জ্বালানি তেল গ্রহন ও সরবরাহ কার্যক্রম, বিক্রয় ও হিসাব কার্যক্রম অটোমশেনের আওতায় আনয়ন;

৪। প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সিসি টিভি স্থাপন সহ কোম্পানির বিভিন্ন নির্মাণ কাজ নিজস্ব অর্থায়নে শুরু করা হয়েছে।

৫। কক্সবাজার এয়ারপোর্ট ডিপোর অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালন;

৬। রাজশাহী, যশোর, বরিশাল বিমানবন্দরে এভিয়েশন তেল জেট এ-১ সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ জমির সংস্থান ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে দেশের কোন স্থানে বিমানবন্দর স্থাপিত হলে সে স্থানের বিমানবন্দরে জেট এ-১ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় জমির সংস্থানসহ অবকাঠামোগত সুবিধাদি স্থাপন ও আনুষঙ্গিক ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়;

৭। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত কৃষি রাসায়নিক পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৮। কোম্পানরি মালিকানাধীন দেশের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহৃত জমিতে আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৯। বরিশাল বার্জ ডিপোর পরিবর্তে একটি স্থায়ী রিভাররাইন ডিপো নির্মাণ।

৭। মানব সম্পদ উন্নয়ন:

জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুতকরণ, সেফ্টি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র জ্বালানি তেল বন্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম দক্ষতার সহিত সম্পাদনের লক্ষ্যে এ কোম্পানি সর্বদা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর কাজ করে যাচ্ছে, যার চিত্র নিম্নরূপঃ

১। কোম্পানির মানব সম্পদের মান উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

২। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানিতে মোট ২৩৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহন করেছে।

৩। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানিতে ১২ জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতি এবং ২২ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে আপগ্রেডেশন প্রদান করা হয়।

৪। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন বিভাগে জুনিয়র অফিসার ও সিনিয়র অফিসার পদে নতুন ১৭ (সতেরো) জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

৮। পরিবেশ সংরক্ষণ:

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড মূলত পেট্রোলিয়াম ও কৃষি রাসায়নিক জাতীয় পণ্য বিপণনকারী একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের ডিপো স্থাপনাসমূহে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষরোপণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ETP (Effluent Treatment Plant) স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রধান স্থাপনাসহ বিভিন্ন ডিপোর আধুনিকীকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিক্রয়ের পরিসংখ্যানঃ

পণ্য	২০২১-২০২২ (মেঃটন)
অকটেন	১,৪১,৮৫১
জেটএ-১	৪,২৭,২২৩
পেট্রোল	১,৫৬,৬৬৪
কেরোসিন	২৮,২৭৯
ডিজেল	১৫,৪৮,৩০৭
এলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল)	৭২৩
ফার্নেস অয়েল	২,১০,০৮৭
জেবিও (জুট ব্যাচিং অয়েল)	৩,৬৪৫
এমটিটি (মিনারেল টারপেন্টাইন)	৬,৩০৮
এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট)	৭৪৪
লুব অয়েল	৪,৫১১
গ্রীজ	৪৪
এলপিজি (লিকুফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস)	৩,২৫১
বিটুমিন	১২,৪৬৭
অন্যান্য	-
মোট	**২৫,৪৪,১০৪**

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
৩১ শে মার্চ ২০২২ ও ৩০ শে জুন ২০২১ তারিখে
আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	(লক্ষ টাকায়)	
	৩১ শে মার্চ ২০২২	৩০ শে জুন ২০২১
সম্পত্তি সমূহ		
স্থায়ী সম্পত্তি সমূহ		
স্থাবর সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা	১৮,৩৯৮.৪৬	১৭,৩৯৫.৪৬
নির্মাণাধীন মূলধন	৬,৪২০.৩৪	৬,৫৯৮.৩৪
বিনিয়োগ- অবচয় তহবিল (এফডিআর)	১৭,৫৮২.০০	১৬,০১৩.৩০
বিনিয়োগ- দীর্ঘ মেয়াদী (এফডিআর)	১৬,৭১৫.৭৯	১৬,১৪৩.০৪
	৫৯,১১৬.৫৯	৫৬,১৫০.১৪
চলতি সম্পত্তি সমূহ		
মজুদমাল	১২৫,৩৬২.৪১	১৫৭,৯৮৬.১৮
বিবিধ দেনাদার	১৯০,২৯৩.৩৩	১৬৯,৮২৮.৮৩
অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা	২৬১,১২৪.৬৯	১৬৪,২৩৮.৬৪
অগ্রিম, জমা ও আগাম প্রদান	২,১২৭.০০	২,০৯২.৫১
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৪৭৭,৪৩৭.৬০	৩৯০,৬৫১.০০
মোট চলতি সম্পত্তি সমূহ	**১,০৫৬,৩৪৫.০৩**	**৮৮৪,৭৯৭.১৬**
মোট সম্পত্তি সমূহ	**১,১১৫,৪৬১.৬২**	**৯৪০,৯৪৭.৩০**
মালিকানাসত্ত্ব ও দায় সমূহ		
শেয়ারহেল্ডারদের সত্ত্ব		
শেয়ার মূলধন	৯,৮২৩.২৭	৯,৮২৩.২৭
অবচয় তহবিল সঞ্চিতি (পুঞ্জিভুত উদ্বৃত্ত)	২,৪৯৪.৮০	১,৮৭৬.৬৯
সংরক্ষিত আয়	১৫৭,৩৮২.০৭	১৫৩,৭৩৪.৯০
মোট মালিকানাসত্ত্ব	**১৬৯,৭০০.১৪**	**১৬৫,৪৩৪.৮৬**
স্থায়ী দায় সমূহ		
বিলম্বিত কর দায়	১,৮৫৫.৬৩	১,৮৭২.৪৫
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	১,৮৩৪.৬৩	১,৮৩৪.৬৩
	৩,৬৯০.২৬	৩,৭০৭.০৮
চলতি দায় সমূহ		
বিবিধ পাওনাদার	১৮২,৩০১.০৮	১৫০,৭৯৩.৮৯
সরবরাহ ও খরচ খাতে দায়	৪৫,৩৯২.৪৪	৩৭,৬১৫.২৫
অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়	৬৬৮,০৩০.৩৮	৫৩৬,০৯০.৭৫
অন্যান্য দায়	৪১,৪১১.৮৪	৪২,২৫৯.১৮
লভ্যাংশ খাতে দায়	৬৮০.৩০	১,৭৮৭.০৮
আয়কর খাতে দায়	৪,২৫৫.১৯	৩,২৫৯.২১
মোট চলতি দায় সমূহ	**৯৪২,০৭১.২৩**	**৭৭১,৮০৫.৩৬**
মোট দায় সমূহ	**৯৪৫,৭৬১.৪৯**	**৭৭৫,৫১২.৪৪**
মোট মালিকানাসত্ত ও দায় সমূহ	**১,১১৫,৪৬১.৬৩**	**৯৪০,৯৪৭.৩০**
শেয়ার প্রতি নীট সম্পত্তির মূল্য (এনএভি) (টাকা)	**১৭২.৭৫**	**১৬৮.৪১**

লাভ লোকসান ও অন্যান্য সামগ্রিম আয়ের বিবরনী
৩১ শে মার্চ ২০২২ ও ৩০ শে জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের

	(লক্ষ টাকায়)	
	৩১ শে মার্চ ২০২২	৩০ শে জুন ২০২১
পেট্রোলিয়াম পণ্যের মোট আয়	১৮,৩০৪.৩৪	২১,৫৮০.৫৭
পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রত্যেক্ষ ব্যয়		
মোড়ক সামগ্রী	-২৪৫.৪৯	-১৮৮.১৯
হ্যান্ডলিং	-৪৮.১৭	-৬৩.৮০
পরিচালন লাভ/ক্ষতি	-	৫১৭.৮৭
পরিচালন খাতে নীট লাভ/ক্ষতি	-২৯৩.৬৬	২৬৫.৮৮
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের নীট আয়	১৮,০১০.৬৮	২১,৮৪৬.৪৫
পরিচালন খরচ		
প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বিতরন খরচ	-১৪,৭১৭.৩৩	-২০,৮৩০.৩৯
অর্থসংস্থান খাতে ব্যয় ও প্রদেয় সুদ	-১,৯৪৫.৪০	-২,২১০.৪০
অবচয়	-১,৭২৫.০০	
	-১৮,৩৮৭.৭৩	-২৩,০৪০.৭৯
পেট্রোলিয়াম ব্যবসার ব্যবসায়িক মুনাফা	**-৩৭৭.০৫**	**-১,১৯৪.৩৪**
অন্যান্য পরিচালন আয়- পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়	৩,০৩০.০০	৮,৭৪১.২৮
এগ্রো-কেমিক্যালস ব্যবসায় পরিচালন মুনাফা	-২২.৮৬	-২৮৭.৬১
	২,৬৩০.০৯	৭,২৫৯.৩৩
মোট পরিচারন মুনাফা		
অপরিচালন আয়	১৯,৮১৮.১৭	৩১,০৩৬.৫৮
শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব এবং কল্যান তহবিল পূর্ব নীট মুনাফা	২২,৪৪৮.২৬	৩৮,২৯৫.৯১
শ্রমিকদের (মুনাকায়) অংশীদারিত্ব এবং কল্যান তহবিলে দেয় নীট মুনাকার ৫%	১,১২২.৪১	১,৯১৪.৮০
করপূর্ব নীট মুনাফা	**২১,৩২৫.৮৫**	৩৬,৩৮১.১১
আয়কর বাবদ বরাদ্দ		
চলতি কর	-৪,৭৯৮.৩১	-৮,৯২৯.৩৯
বিলম্বিত কর	১৬.৮২	-১৫৫.৩৫
	১৬,৫৪৪.৩৬	২৭,২৯৬.৩৭
করউত্তর নীট মুনাফা - সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরিত		
অবচয় তহবিলে স্থানান্তর	৬১৮	১,০১৬
	১৫,৯২৬.২৫	২৬,২৮০.৩৭
মোট সামগ্রিক আয়	১৫,৯২৬.২৫	২৬,২৮০.৩৭
শেয়ার প্রতি আয় (ই পি এস) (বেসিক) (টাকা)	১৬.৮৪	২৭.৭৯

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

১. কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

১.১ কোম্পানির পরিচিতি

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল) বিগত পাঁচ দশক ধরে জ্বালানি তেল বিপণনের মাধ্যমে জাতিকে সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে এ কোম্পানি অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৯৬৪ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালিন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএনওএল) নামক কোম্পানিটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রোপার্টি (কনট্রোল, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিস্পোজাল) আদেশ ১৯৭২ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েল্স লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখে এক সরকারি আদেশ বলে এর পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২১-৪-৭৩ তারিখে ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ কোম্পানি পেট্রোবাংলার আওতাধীন একটি এডহক কমিটি (অয়েল কোম্পানিজ এডভাইজারী কমিটি) দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৭৫ সলের ১২ মার্চ কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা।

পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের বিপিসি অধ্যাদেশ নং LX XX VIII (যা ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারীতে প্রকাশিত হয়) এর ৩১(সি) ধারায় বর্ণিত তালিকায় এ কোম্পানির সম্পত্তি ও দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ইন্দোবার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানী লিমিটেড (আইবিপিসিএল) এর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও দায়-দেনা এ কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গঠনের পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে আসছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তারিখে এ কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-৮-২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার অর্থাৎ; ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ০৯-০১-২০০৮ তারিখে তালিকাভূক্ত হয় এবং যথারীতি উপরোক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অবমুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবশিষ্ট শেয়ার থেকে আরও ১৭ শতাংশ শেয়ার ২৫-৭-২০১১ তারিখে অবমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন অর্থ বৎসরে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ১১০.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা যথাক্রমে ৬০.০৮% ও ৩৯.৯২%।

এ ছাড়াও জেওসিএল বাংলাদেশে বিশ্বমানের মবিল ব্রান্ডের লুব্রিক্যান্ট এবং গ্রীজ বাজারজাত করে থাকে। এর প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে, এছাড়া ৪টি বিভাগীয় অফিস এবং ৫টি আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস রয়েছে।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর ৭৪২ টি ডিলার, ৯৫৪ টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৭৪ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৭২ টি এলপিজি ডিলার এবং ১৯ টি মেরিন ডিলার এর দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানি পরিচালনার জন্য বর্তমানে দশ(১০) সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকসহ ৯ (জন) পরিচালক সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১ (জন) পরিচালক সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত। কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

প্রধান কার্যালয়	:	যমুনা ভবন, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ।
আবাসিক কার্যালয়	:	যমুনা ভবন, ২ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
বিভাগীয় কার্যালয়	:	চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও বগুড়া।
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
ডিপো	:	সমগ্র দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে।
ব্যবসার প্রকৃতি	:	কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস গ্রহণ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

১.২ কোম্পানির কার্যাবলী :

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড একটি জ্বালানি তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে জনগণের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুভাবে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন। কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস সংগ্রহ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

১.৩ কোম্পানির জনবল কাঠামো (জুন' ২০২২ পর্যন্ত)

	অর্গানোগ্রাম মোতাবেক অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	কম (-)/বেশী (+)
কর্মকর্তা	২৪২	১১৮	-১২৪
কর্মচারী (গ্রুপ-২)	১৩৭	৯৫	-৪২
শ্রমিক (গ্রুপ -১)	২৮৬	১৮৪	-১০২
সিকিউরিটি গার্ড (গ্রুপ -১)	১৪১	৬৪	-৭৭
মোট	৮০৬	৪৬১	-৩৪৫

২.১ কোম্পানির বিপণন কার্যক্রম ও সাফল্য

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বিগত ৫ বছরে কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ সেক্টরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। কোম্পানির প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর বিদ্যমান ৭৪২ টি ডিলার, ৯৫৪ টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৭৪ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৭২ টি এলপিজি ডিলার এবং ১৯ টি মেরিন ডিলার এর দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে। বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি খাতে নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে যথাসময়ে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল সরবরাহের মাধ্যেমে এ কোম্পানি জাতীয় উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলছে।

বিগত ০৫ বছর পণ্য বিক্রয়ের পরিসংখ্যান

মে.টন

পণ্য	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২ (মার্চ'২২ পর্যন্ত)
অকটেন (এইচওবিসি)	৬১২৩৪	৭১১১২	৭১৪৮৪	৮১৮৪৭	৭২৪৬৭
পেট্রোল (এমএস)	৮৮৫৮৪	৯৮৬৬৫	৯৬৭৬৫	১১৬৩১০	৯৭৪৭৭
কেরোসিন (এসকেও)	৪৮৭০৬	৪৩৪২৭	৩৭৪৮১	৩৪৫৬০	২১১৮৫
ডিজেল (এইচএসডি)	১৩৭৪৩১৫	১৩৩৩৩৭৫	১১৭৪২৬৫	১৩২৮৬০৯	১০২৮৬৬২
এলএসএফও	-	-	-	৩০১৮	৬২৩২
ফার্ণেস অয়েল (এফও)	২৩৬৮৬৬	১৭৫১৩৭	৯৫৪৪৬	১৬৫৮৭৯	১০২৪২০
জেবিও	৪৮৩২	৩৫৪৫	৩৭১১	৩১৬১	২০৬৭
লুব অয়েল	৪৪৩৭	৪৩৫৪	৩৫০৭	৩২৪৩	২৩৪৫
এমটিটি	১৪	-	-	-	-
এলপিজি	৩৮৯০	৪৬১৪	৩১৭৮	৩২৭৪	২১৫৮
বিটুমিন	১১০৮১	১২৪১০	১৯৮৬	১০৬৪৩	১০১৭৭
মোট	১৮৩৩৯৫৯	১৭৪৬৬৩৯	১৪৮৭৮২৩	১৭৫০৫৪৪	১৩৪৫১৯০
হ্রাস/বৃদ্ধি	১৬৫৫৭৬	(৮৭৩২০)	(২৫৮৮১৬)	২৬২৭২১	(৪০৫৩৫৪)
%	৯.৯২	(৪.৭৬)	(১৪.৮২)	১৭.৬৬	(২৩.১৬)

২.২ কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রম ও সাফল্য

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনা এবং বিভিন্ন ডিপোতে ২০১৭-২১ সালের মধ্যে সরকারি নির্দেশে জ্বালানি তেল ধারণ ক্ষমতা ১.৮৪ লক্ষ মে. টন হতে ২.২২ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন ডিপোতে জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য পরিবহন বহরে ২৬টি ট্যাংকার যুক্ত করে ট্যাংকার সংখ্যা ৪৯ টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

এ কোম্পানির পরিবহন বহরে নিয়োজিত ট্যাংকারের সংখ্যা নিম্নরূপ :

ক্রম. নং	ট্যাংকার	পরিমান
১	কোস্টাল ট্যাংকার	২৮ টি
২	বে-ক্রসিং শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার	১৯ টি
৩	শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার	২ টি
	মোট :	৪৯ টি

কোম্পানির প্রধান স্থাপন এবং বিভিন্ন ডিপোর জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা(জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

মে.টন

প্রধান স্থাপনা/ডিপো	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম	৮৩২৪০	৮৩২৪০	৮৩২৪০	৮৩৯৯০	৮৩৯৯০
ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জ	২১৪৭০	২১৪৭০	২১৪৭০	২১৮৫৭	২১৮৫৭
দৌলতপুর ডিপো, খুলনা	২৬৩০২	২৬৩০২	২৬৩০২	২৬৩০২	২৬৩০২
বাঘাবাড়ি ডিপো, সিরাজগঞ্জ	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯
পার্বতীপুর ডিপো, দিনাজপুর	৫৩০৫	৫৩০৫	৫৩০৫	৫৪৫৩	৫৪৫৩
রংপুর ডিপো, রংপুর	১০৯৭	১০৯৭	১৪৩২	১৪৩২	১৪৩২

প্রধান স্থাপনা/ডিপো	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
চিলমারী ডিপো, কুড়িগ্রাম	৬৬৭	৬৬৭	৪৪০	৪৪০	৪৪০
চাঁদপুর ডিপো, চাঁদপুর	৪৪৪১	৪৪৪১	৪৪৪১	৪৪৪১	৪৪৪১
ভৈরববাজার ডিপো, কিশোরগঞ্জ	১৯৭২	১৯৭২	১৯৭২	১৯৭২	১৯৭২
সিলেট ডিপো, সিলেট	২৭৮৫	৪২৮৫	৪০৫২	৪০৫২	৪০৫২
শ্রীমঙ্গল ডিপো, মৌলবীবাজার	১৯৬৯	১৯৬৯	১৯৬৯	১৯৬৯	১৯৬৯
সাচনাবাজার ডিপো, সুনামগঞ্জ	৫৫৫	৫৫৫	৫৫৫	৫৫৫	৫৫৫
বরিশাল ডিপো,বরিশাল	১০৬২৫	১০৬২৫	১০৬৩৮	১০৬৩৮	১০৬৩৮
ঝালকাঠি ডিপো, ঝালকাঠি	৫৬৮	৫৬৮	৫৬৮	৫৬৮	৫৬৮
মংলা অয়েল ইন্সটলেশন, মংলা	-	-	২৯৬৩০	২৯৬৩০	২৯৬৩০
সর্ব মোট	১৮৪৭৯৪	২০৩০৪৪	২১৪২২৪	২২২০৮৮	২২২০৮৮

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বিগত ০৫ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে।

বিগত ০৫ বছরের সমন্বিত আয়ের বিবরণী

(কোটি টাকায়)

	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২ (মার্চ'২২ পর্যন্ত)
মোট বিক্রয়	১৩,৪৬০.৫৫	১৩,০৮৩.৩৩	১১,৪০৩.৬১	১৩,১০৭.৮৮	১১,৭১০.৩৮
বিক্রয় পরিব্যয়	(১৩,৩২৬.৪৫)	(১২,৯৫২.৬৫)	(১১,২৯৮.৯২)	(১২,৯৯০.৮০)	(১১,৬৩২.৪২)
নীট আয়	১৩৪.১০	১৩০.৬৮	১০৪.৬৯	১১৭.০৮	৭৭.৯৬
মোট খরচ	(১০৭.৩৫)	(১১২.৬২)	(১১৪.৩৭)	(১১৫.৪৩)	(৯৭.১৭)
অন্যান্য পরিচালন আয়	৩৪.০২	৩৪.৩০	৩০.৮৬	৯.৩১	১২.৫৯
পরিচালন মুনাফা	৬০.৭৭	৫২.৩৬	২১.১৮	১০.৯৬	(৬.৬২)
অন্যান্য আয়	৩২৮.৪৫	২৭১.৭০	২৬৭.৩৫	২৬০.৬৮	১৬০.২১
নীট মুনাফা	৩৮৯.২২	৩২৪.০৬	২৮৮.৫৩	২৭১.৬৪	১৫৩.৫৯
শ্রমিক অংশদারিত্ব তহবিল	(১৯.৪৬)	(১৬.২০)	(১৪.৪৩)	(১৩.৫৮)	(৭.৬৮)
সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আয়ের অংশ	১.৭৪	২.৩২	(৭.৯৩)	২.২০	১.৮৬
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৩৭১.৫০	৩১০.১৮	২৬৬.১৭	২৬০.২৬	১৪৭.৭৭
আয়কর	(৯০.৪৩)	(৭৬.২২)	(৬৫.৯৯)	(৫৮.৮৬)	(৩২.৪০)
আয়কর পরবর্তী মুনাফা	২৮১.০৭	২৩৩.৯৬	২০০.১৮	২০১.৪০	১১৫.৩৭
শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	২৫.৪৫	২১.১৯	১৮.১৩	১৮.২৪	১০.৪৫

বিগত ০৫ বৎসরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

কোটি টাকায়

	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২ (মার্চ'২২ পর্যন্ত)
তহবিল উৎস					
শেয়ার মূলধন	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২
মূলধন সঞ্চিতি	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮
সাধারণ সঞ্চিতি	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০৫০.০০	১,০৫০.০০
অবণ্টিত মুনাফা	১৭০.৭২	২৬১.১৩	৩১৭.৭৬	৩৩৬.৬৬	৩১৯.৫২
বিনিয়োগের বাজার মূল্য অনুযায়ী লাভ	৫৮৪.৫৭	৪৬৩.৯৫	৩৩৮.৭৭	৪৮৪.৫৮	৫০৩.৩২
মোট তহবিল	১,৮৮০.৯৯	১,৮৫০.৭৮	১,৭৮২.২৩	১,৯৯৬.৯৪	১,৯৯৮.৫৪
তহবিলের প্রয়োগ					
মোট স্থায়ী সম্পদ	৯৫.২৭	১১৪.৭৯	১৯৭.৩৭	২০০.৯১	১৯৯.১৩
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি	(৮৫.৭০)	(৮৬.৩৮)	(৮৭.০০)	(৯০.০৬)	(৯৪.৪৯)
বিলম্বিত কর	১৬.৭২	(৬৫.৮৭)	(৪২.৩৩)	(৮.৪৩)	(৮.০৯)
বিনিয়োগ	১,২৮০.০১	৫৭২.৯৩	১,০৮৬.৮১	১,৩৮০.৫৫	১,০৩৩.০৫
চলতি সম্পদ	৪,২৯০.১২	৩,৯৪০.২৬	৩,৬১৯.২০	৩,৪৫৭.১৭	৪,২৮৮.২৫
চলতি দায় দেনা	(৩,৭১৫.৪২)	(২,৬২৪.৯৫)	(২,৯৯১.৮২)	(২,৯৪৩.২০)	(৩,৪১৯.৩১)
নীট চলতি সম্পদ	৫৭৪.৬৯	১,৩১৫.৩১	৬২৭.৩৮	৫১৩.৯৭	৮৬৮.৯৪
নীট সম্পদ	১,৮৮০.৯৯	১,৮৫০.৭৮	১,৭৮২.২৩	১,৯৯৬.৯৪	১,৯৯৮.৫৪
মোট শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪
শেয়ার পতি নীট সম্পদ (টাকা)	১৭০.৩৪	১৬৭.৬১	১৬১.৪০	১৮০.৮৪	১৮০.৯৯

বিগত ৫ বছরে কোম্পানির মুনাফা ও শেয়ার প্রতি আয় নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	করপূর্বক মুনাফা (কোটি টাকায়)	করোত্তর মুনাফা (কোটি টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	ঘোষিত লভ্যাংশ (%)	
				নগদ	স্টক
২০১৭-১৮	৩৭১.৫০	২৮১.০৭	২৫.৪৫	১৩০	--
২০১৮-১৯	৩১০.১৮	২৩৩.৯৬	২১.১৯	১৩০	--
২০১৯-২০	২৬৬.১৭	২০০.১৮	১৮.১৩	১২০	--
২০২০-২১	২৬০.২৬	২০১.৪০	১৮.২৪	১২০	--
২০২১-২২ (মার্চ'২২ পর্যন্ত)	১৪৭.৭৭	১১৫.৩৭	১০.৪৫	--	--

বিগত ৫ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে কোম্পানির অবদান

	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২ (মার্চ'২২ পর্যন্ত)
অন্যান্য	১.৮৬	২.১৯	২.১১	২.৪৩	২.০৭
কাস্টম ডিউটি ও ভ্যাট	৫.৬৩	৭.১০	৫.৩২	৪.২৬	২.৫৯
আয়কর	৭৯.১১	৮৫.৩২	৬০.৬৩	৬৭.৯২	৫১.৩১
মোট	৮৬.৬০	৯৪.৬১	৬৮.০৬	৭৪.৬১	৫৫.৯৭

জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি:

এ কোম্পানির ২৫% মালিকানা ও মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ৭৫% মালিকানায় দুইটি যৌথ উদ্যোগী কোম্পানি ''মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিডেট (এমজেএলএল)'' ও "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" গঠনের জন্য গত ২৬-০৭-১৯৯৮ তারিখে চুক্তি হয়। পরবর্তীতে মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড তাদের মালিকানার ৭৫% শেয়ার ইস্ট কোস্ট গ্রুপের নিকট হস্তান্তর করে এবং ''মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিডেট (এমজেএলএল)'' ও ''মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)'' এর নামকরণ করা হয় যথাক্রমে ''এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড'' ও ''ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড''। এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড পুঁজিবাজারে ৪০ কোটি টাকার শেয়ার অবমুক্ত করায় ইস্ট কোস্ট গ্রুপ, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২.০৮%, ১৯.৪৬% ও ২৮.৪৬%।

৪. ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

- দৌলতপুর ডিপোতে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বরিশাল ডিপোর জেটি পুণঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চাঁদপুর ডিপোর জেটির রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- নাটোর ডিপোর অফিস নির্মাণ/রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বাঘাবাড়ী ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক রংকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- যমুনা ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- রংপুর ডিপোর অফিস ভবন রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বাঘাবাড়ী ডিপোর জন্য ৩০০ কেভিএআর পিএফআই প্ল্যান্ট, ক্যাবল ও সিভিল কাজ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- যমুনা ভবনের জন্য ৮+৯৬ লাইন(১২০ লাইন বর্ধিত) পিএবিএক্স সিস্টেম ক্রয়, স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ফতুল্লা ডিপোতে পাইপ লাইন রং করণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রাম টার্মিনালের ট্যাংক পাইপ লাইন রংকরণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ যমুনা ভবনের কনফারেন্স রুমের সাজসজ্জা, সৌন্দর্য্য বর্ধণ ও আধুনিকয়ান সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্পব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা (২য় ফেইজ - ৩য় থেকে ২০তম তলা)	জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২২	১২,৩৮৩.০০	কাজ চলমান আছে
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা প্রকল্পের অধীনে লিফট সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং কাজ	ডিসেম্বর, ২০২২	১৩৯৮	ঐ
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা প্রকল্পের অধীনে আধুনিক ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপনও কমিশনিং কাজ	ডিসেম্বর, ২০২২	৭৯৮	ঐ
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা প্রকল্পের অধীনে ২টি জেনারেটর সরবরাহ, স্থাপনও কমিশনিং কাজ	ডিসেম্বর, ২০২২	৩৬৪	ঐ
তিনটি তেল কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) প্রধান স্থাপনার অটোমেশন সিস্টেম কাজের জন্য আর্ন্তজাতিক দরপত্র আহবানপূর্বক কনসালটেন্ট নিয়োগ	ডিসেম্বর, ২০২২	৪০০০.০০	ঐ

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্পব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
প্রধান স্থাপনার ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ	ডিসেম্বর, ২০২২	৩৫.০০	ঐ
ফতুল্লা ডিপোর ০৪(চার) তলা অফিস ভবন নির্মাণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ	ডিসেম্বর, ২০২২	২.০০	ঐ
দৌলতপুর ডিপোতে ০২(দুই) তলা অফিস ভবন রিনোভেশন কাজ	ডিসেম্বর, ২০২২	২০.০০	ঐ
দৌলতপুর ডিপোতে ২০০ *৪০০ সাইজের ডিপ টিউব-ওয়েল স্থাপন কাজ	ডিসেম্বর, ২০২২	৪৮.৫৮	ঐ
চাঁদপুর ডিপোতে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং ও ট্যাংক সমূহে কুলিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপলাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	ডিসেম্বর, ২০২২	১৮৭.০০	ঐ
দৌলতপুর ডিপোর ১৪ ও ১৫নং ট্যাংক রিনোভেশন কাজ	ডিসেম্বর, ২০২২	২১০	ঐ
চট্টগ্রাম টার্মিনালের ২নং স্টোরেজ ট্যাংক রিনোভেশন কাজ	ডিসেম্বর, ২০২২	৩০০	ঐ
সিলেট ডিপোর ফায়ার ফাইটিং হাইড্রেন্ট সিস্টেম কাজ।	ডিসেম্বর, ২০২২	২২১.২০	ঐ
বরিশাল ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-০১ রিনোভেশন কাজ।	ডিসেম্বর, ২০২২	১০২	ঐ
চট্টগ্রাম টার্মিনালের ট্যাংক নং-২০ ইন্টারনাল পুটিং রুফ নির্মাণ কাজ।	ডিসেম্বর, ২০২২	৬৭	ঐ
চট্টগ্রামস্থ যমুনা ভবনের বাহিরের অংশ ও বাউন্ডারী ওয়াল এবং ভবন সংলগ্ন অন্য স্থাপনা সমূহের রংকরণ কাজ।	ডিসেম্বর, ২০২২	২০	ঐ
দৌলতপুর ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক, পাইপ লাইন রংকরন কাজ।	ডিসেম্বর, ২০২২	২৫	ঐ
বাঘাবাড়ী ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-০১ এ ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরনসহ ক্যালিব্রেশন কাজ।	ডিসেম্বর, ২০২২	৩৪	ঐ
বরিশাল ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-০১ এ ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরনসহ ক্যালিব্রেশন কাজ।	ডিসেম্বর, ২০২২	৩৮	ঐ
সিলেট ডিপোর জেটি রিনোভেশন কাজ।	জুন, ২০২৩	২৫	ঐ
সিলেট ডিপোতে স্টোরেজ ট্যাংক, পাইপ লাইন রংকরন কাজ।	ডিসেম্বর, ২০২২	৯	ঐ
সিলেট ডিপোর ফায়ার ফাইটিং হাইড্রেন্ট সিস্টেম কাজ।	জুন, ২০২৩	২২২	ঐ
ভৈরব বাজার ডিপোর অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	ডিসেম্বর, ২০২২	১৭৫	ঐ
বাঘাবাড়ী ডিপোর ক্যাবল রিনোভেশন কাজ	জুন, ২০২৩	৮০	ঐ
চাঁদপুর ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক, পাইপ লাইন রংকরন কাজ।	ডিসেম্বর, ২০২২	১৪	ঐ

৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

৬. মানবসম্পদ উন্নয়ন

জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুদকরণ, সেফটি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র জ্বালানি তেল বন্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কোম্পানির মানব সম্পদের মান উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় অংশগ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৩৫০ জন জনবলকে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট, সিপিটিউ, বিপিসি, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI), বি আই এম, এ টু আই প্রোগ্রাম বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

৭. পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য এ কোম্পানির প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। এ বছরে বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন বনভোজন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। এ কোম্পানি বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ গুরত্ব সহকারে পালন করে থাকে। এ ছাড়া কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের পোষ্যগণের শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা ভবিষ্যতে আরো ভাল ফল করার উৎসাহ পায়। জ্বালানি তেল পরিবহন কার্যক্রমের ফলে নদী দূষণ বা অন্য কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ যাতে সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং এতদ্বিষয়ে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করেছে।

৮. ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা

- প্রধান স্থাপনার অপারেশঙ্গ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনায় অবস্থিত পন্টুন জেটি/"এলজে-৩" এর স্থলে ডলফিন অয়েল/আরসিসি পাকা জেটি নির্মাণ;
- প্রধান স্থাপনা/ডিপোর সিকিউরিটি ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে পরামর্শক নিয়োগ;
- প্রধান স্থাপনায়/ডিপোতে ট্যাংকার, ট্যাংকলরী ও ট্যাংকওয়াগন লোডিং-আনলোডিং এবং প্রোডাক্ট ডেলিভারী সংক্রান্ত পরিচালন কার্যক্রম ম্যাকানাইজড এন্ড অটোমেটেড ব্যবস্থায় পরিচালনার লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;
- প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহন;
- প্রধান স্থাপনার ১৩,০০০ মে.টন ও ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার মোট ২টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;
- ফতুল্লা ডিপোর ০৪(চার) তলা অফিস ভবন নির্মাণর;
- ফতুল্লা ডিপোতে ৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;
- দৌলতপুর ডিপোতে ৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;
- দৌলতপুরে খুলনা বিভাগীয় অফিস ভবন (২য় তলা) নির্মাণ;
- বরিশাল ডিপোতে ৩০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;
- সিলেট অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে সিলেট ডিপো সংলগ্ন ক্রয়কৃত জমিতে পূর্ণাঙ্গ ডিপো নির্মাণ;
- সুনামগঞ্জের সাচনাবাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে ক্রয়কৃত ৫(পাঁচ) একর জমিতে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- ঝালকাঠি বার্জ ডিপোর পরিবর্তে জমি ক্রয়পূর্বক উক্ত জেলার সুবিধাজনক স্থানে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে লীজ গ্রহনকৃত প্রায় ৯,৫০০ বর্গ ফুট জায়গায় ভৈরব বাজার ডিপোর সম্প্রসারণের;
- ভৈরব বাজার ডিপোর ১ম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম অকটেন মজুদের জন্য ০২টি ৩০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ট্যাংক নির্মাণ; পাম্প হাউজ ও ফিলিং গ্যান্ট্রি স্থানান্তর ও সম্প্রসারণ;
- কোম্পানির মালিকানাধীন বিভিন্ন জায়গায় আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কোম্পানির সকল আঞ্চলিক অফিস/ডিপোর জ্বালানি তেলের পরিচালন, বিক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়ন;
- প্রধান স্থাপনা এবং ডিপোসমূহে ফায়ার ফাইটিং সুবিধাদির আধুনিকায়ন;
- কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রমে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের নিমিত্তে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রধান স্থাপনাসহ সকল ডিপোসমূহের আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ।

* ২০২১-২০২২ অর্থবছরের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

১) কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃ

কোম্পানির পরিচিতিঃ

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। অত্র কোম্পানি বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য এবং বিপি ও ক্যাস্ট্রল ব্যান্ডের লুব্রিকেন্টস সমগ্র দেশে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও বিপণন কাজে নিয়োজিত।

১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় দুটি তেল বিপণন কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ০১-০১-১৯৭৭ তারিখে বিপিসি'র আওতাধীনে আনা হয়। মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-কে একীভূত করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের সার্কুলার মোতাবেক উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়-দেনা মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এ স্থানান্তর করা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে নবগঠিত মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০৮.২১ কোটি টাকা (৩০ জুন ২০২২ তারিখে)। কোম্পানি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ যথাক্রমে ১৪ নভেম্বর ২০০৭ এবং ২ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে কোম্পানির ৫৮.৬৭% শেয়ার বিপিসি'র মালিকানায় এবং বাকী ৪১.৩৩% শেয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের মালিকানায় রয়েছে।

কার্যাবলীঃ

১.১ সমগ্র দেশব্যাপী চাহিদার নিরীখে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, বিটুমিন, তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিতরণ এবং বিপি ও ক্যাস্ট্রল ব্যান্ডের লুব্রিকেন্টস আমদানি করা, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ;

১.২ সমগ্র দেশে সমগ্র পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

১.৩ ফিলিং ষ্টেশন/ডিলার/এজেন্ট হতে নিয়মিতভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক গুণগতমান পরীক্ষা, পরিমাপ এবং যাচাইকরণ;

১.৪ খরা মওসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও মূল্য পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ;

১.৫। সমগ্র দেশব্যাপী ক্রেতা ও গ্রাহকদের দ্বারপ্রান্তে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোম্পানির সুবিন্যস্ত ডিপো নেটওয়ার্ক, ৮৩৬ টি পেট্রোলপাম্প, ১৮০টি প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার, ৪৭টি মেরিন ডিলার, ৯০২ টি এজেন্সি, ১২৪৯ টি এলপিজি ডিলার রয়েছে।

জনবল কাঠামোঃ

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানির বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা	বর্তমান লোকবল
কর্মকর্তা	২৩০	১৪০
কর্মচারী	১৪০	৯৬
শ্রমিক ও সিকিউরিটি গার্ড	৩৭০	১৪২
মোট :	৭৪০	৩৭৮

কোম্পানির কর-উত্তর মুনাফা এবং পণ্য বিক্রয়:

২০২১-২২ অর্থবছরের হিসাব চুড়ান্তকরণের কাজ চলছে। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী কর-উত্তর মুনাফা ২০৬,৮২,১৯,৭৬৭ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরের নয় মাসে নেট এ্যাসেট ভ্যালু ১৯৩৭,২১,০৫,৩০৪ টাকা, নেট এ্যাসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ১৭৯.০১ টাকা এবং শেয়ার প্রতি ১৯.১১ টাকা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ২০২১-২২ অর্থবছরের পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয়ের পরিসংখ্যান :

পণ্যের নাম	২০২১-২২ (মে. টন)
অকটেন	১,৪৮,৭১৪
জেট এ ১	-
পেট্রোল	১,৫৪,০৬৬
কেরোসিন	৩০,১০০
ডিজেল	১৮,৬২,২৯৩
এলডিও	-
ফার্নেস অয়েল	২,০৪,৯১২
এলএসএফও (লো সালফ্যার ফুয়েল অয়েল)	১০,৩৭২
জেবিও	৪,১৫৮
এমটিটি	৯১
এসবিপি	-
লুব অয়েল	১০,৩৬০
গ্রীজ	২৯
এলপিজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস)	৩,২৪৪
বিটুমিন	১৯,৫২৪
মোট :	**২৪,৪৭,৮৬৩**

২) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি সমগ্র দেশের সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল ভোক্তা পর্যায়ে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল বিশেষভাবে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি সচেষ্ট থাকে। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মান সম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল (BP Brand এবং Castrol Brand) সরবরাহ করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৮.০৩.২০২২ তারিখে চট্টগ্রামের মিরসরাই এ মেসার্স ফারদিন অটো গ্যাস এন্ড ফিলিং ফিলিং স্টেশন নামক একটি দৃষ্টিনন্দন মডেল পাম্প চালু করা হয়। কোম্পানি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ২৪,৪৭,৮৬৩ মে.টন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করে। উল্লেখিত অর্থবছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৪% পেট্রোল, ৩৮% অকটেন, ৩৫% কেরোসিন, ৩৯% ডিজেল, ৩৮% ফার্নেস অয়েল এবং ৫৫% লুব অয়েল বিক্রি করে। সর্বোপরি বর্ণিত অর্থবছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৮.১১% পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয়।

৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

২০২১-২২ অর্থবছরের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী কর-উত্তর মুনাফা ২০৬,৮২,১৯,৭৬৭ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরের নয় মাসে নেট এ্যাসেট ভ্যালু ১৯৩৭,২১,০৫,৩০৪ টাকা, নেট এ্যাসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ১৭৯.০১ টাকা এবং শেয়ার প্রতি ১৯.১১ টাকা।

৪. কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প / উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ-

১. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে দ্বিতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের সংস্কার ও মেরামত কাজ।

২. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ট্যাংক লরী ইয়ার্ডে কার্পেটিং কাজ ও সারফেস ড্রেন নির্মাণ।

৩. চাঁদপুর ডিপোতে ৭০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

৪. মোগলাবাজার ডিপোর অভ্যন্তরে জ্বালানি তেল নিরাপদে সরবরাহের লক্ষ্যে রেলওয়ে সাইডিং মেরামত।

৫. বরিশাল ডিপোতে আরসিসি পেভমেন্ট, কার্পেটিং এবং ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের মনিটর ও পিলার হাইড্রেন্ট স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ।

৬. আলীগঞ্জ ডিপো, নারায়ণগঞ্জে বাউন্ডারী ওয়াল পূর্ণঃনির্মাণ।

৭. বাঘাবাড়ী ডিপো, সিরাজগঞ্জে পাইপ লাইন অন্তর্ভূক্তসহ প্রোডাক্ট এমএস ডেলিভারী পয়েন্ট, সেমি আন্ডারগ্রাউন্ড পাম্প রুম নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

৫. কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প / উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ-

১. চট্টগ্রাম-এ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ৩টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯ তলা মেঘনা ভবন নির্মাণ।

২. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ডলফিন ওয়েল জেটি-৫ (ডিওজে-৫) পুনঃসংস্কার এবং মেরামত।

৩. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৮০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

৪. ঝালকাঠি ডিপোতে অফিস ভবন সংস্কার, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ এবং আরসিসি পেভমেন্ট মেরামত।

৫. গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে জেটি মেরামত, ট্যাংক ও পাইপ লাইন রং করণ এবং ডেলিভারী পয়েন্ট বৃদ্ধিকরণ।

৬. গোদনাইল ডিপোতে রেলওয়ের নিকট হতে লীজকৃত ০.৮৫৮৬ একর জায়গা ভরাট করে ট্যাকলরী ইয়ার্ড নির্মাণ সহ ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন।

৭. বরিশাল ডিপোতে ৭০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

৮. মহেশ্বরপাশা খুলনাতে কোম্পানীর নিজস্ব জমির চর্তুদিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

এছাড়া কর্মকর্তাদের উন্নততর শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়ের আধুনিক ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে।

৭) পরিবেশ সংরক্ষণঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

১. প্রধান স্থাপনাসহ বিভিন্ন ডিপোর নির্গত পানির দূষণ রোধকল্পে Oil Separator তৈরী করা হয়েছে।

২. প্রধান স্থাপনায় অটোমেশন প্রকল্পের আওতায় পানি দূষণ রোধকল্পে ETP তৈরী করা হবে।

৩. বজ্রপাতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ডিপোতে তাল গাছ রোপন করা হয়েছে।

৪. প্রধান স্থাপনা সহ বিভিন্ন ডিপোতে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ অব্যাহত আছে।

৮) কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

১. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৩০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

২. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে মেইন গেইটের সামনে কালভার্ট পুর্ণঃনির্মাণ সহ পাইপ লাইন পরিবর্তন কাজ।

৩. প্রধান স্থাপনায় ৪৫০০ মেঃটন তৈল ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ট্যাংক মেরামত কাজ।

৪. ১৩১-১৩৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকাতে ২২.৫ কাঠা জমির উপর বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি।

৫. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে লুব অয়েল সংরক্ষণের জন্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ওয়্যার হাউজ বর্ধিতকরণ।

৬. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে ৬০০০ কিঃলিঃ ও ১০০০ কিঃলিঃ তৈল ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ২ টি ট্যাংক নির্মাণ।

৭. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে জেটি মেরামত ও ট্যাংক, পাইপ লাইন, গেইট রং করণ কাজ।

৮. গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে ১০০০০ কিঃলিঃ ও ১০০০ কিঃলিঃ তৈল ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ২ টি ট্যাংক নির্মাণ।

৯. বাঘাবাড়ি ডিপোতে লুব ড্রাম এবং এলপিজি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ এবং মজুদের লক্ষ্যে ওয়্যার হাউজ / ওপেন শেড নির্মাণ।

১০. দৌলতপুর ডিপো, খুলনাতে বাউন্ডারী ওয়াল এবং আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ।

১১. ইপিওএল ডিপো, ঢাকাতে বাউন্ডারী ওয়াল ও ফায়ার হাইড্রেন্ট রিজারভার নির্মাণ, ডেলিভারী পাইপলাইন স্থাপন, ট্যাংক ও পাইপ লাইন রং করণ এবং অফিস বিল্ডিং সংস্কার সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

১২. ঝালকাঠি ডিপোতে নদীর পাড়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ সহ রিভার ব্যাংক প্রোটেকশন ওয়ার্ক।

১৩. মোগলাবাজার ডিপোতে ১,৫০,০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি হরিজেন্টাল স্টীল ট্যাংক নির্মাণ (পেট্রোল ও অকটেন)।

১৪. শ্রীমঙ্গল ডিপোতে হরিজেন্টাল স্টোরেজ স্টীল ট্যাংক মেরামত কাজ।

১৫. দৌলতপুর ডিপো, খুলনাতে ৪৮০ কিঃলিঃ তৈল ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ১ টি ট্যাংক মেরামত কাজ।

৯) অন্যান্য কার্যক্রম:

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর আওতায় কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) নীতিমালা এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৯,০৩,৫০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন/অনুদান প্রদান করা হয়।

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড

১) কোম্পানি পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃ

কোম্পানি পরিচিতি :

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) দেশের জ্বালানি তেল তথা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। এটি বন্দরনগরী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে প্রায় ২৩২ একর জমির উপর স্থাপিত। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ইং সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এর নিবন্ধন তারিখ : ১৬/০৩/১৯৬৩, অনুমোদিত মূলধন : ৫০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন : ৩৩ কোটি টাকা এবং শেয়ার সংখ্যা : ৩৩ লক্ষ। প্রতিষ্ঠানটির শতভাগ শেয়ারের মালিক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। ইআরএল এর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক হিসেবে প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল।

ইআরএল এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার পূর্বে জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে দেশ সম্পূর্ণরূপে আমদানি নির্ভর ছিল। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ তারিখ ফ্রান্স ভিত্তিক TECNIP, ENSA I KOFRI নামক তিনটি প্রতিষ্ঠানের কনসোর্টিয়ামের সাথে চুক্তির মাধ্যমে TURN-KEY ভিত্তিতে ইআরএল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৭ তারিখ রিফাইনারীর সংস্থাপন কাজ সম্পন্ন হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা Mr. Charles Mc. Farlane কে প্রতিষ্ঠানটির প্রথম জেনারেল ম্যানেজার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৭ মে ইস্টার্ণ রিফাইনারী প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর ১৭ মে ১৯৭২ তারিখ বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের একমাত্র জ্বালানি তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেডকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি) এর অধীনে ন্যস্ত করেন। পরবর্তীতে ০১ জুলাই ১৯৭৭ তারিখ ইআরএলকে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

ইআরএল কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার ভার কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হচ্ছেন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি বিপিসি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

রূপকল্প (Vision) : পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন, পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি তেল তথা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

অভিলক্ষ (Mission) : দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

- বিপিসি মারফত নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রুড অয়েলের সরবরাহ গ্রহণ ও সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করা।
- নিরাপদ, মানসম্মত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করত বিপিসি'র অধীনস্থ বিপণন কোম্পানিসমূহে সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ইআরএলকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে পরিচালনা করা।
- কর্মকৌশল বাস্তবায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা।
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

কার্যাবলী :

১. নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রুড অয়েল সংগ্রহ করা।

২. সংগৃহীত ক্রুড অয়েল পরিশোধনপূর্বক বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য তৈরি করা।

৩. দেশব্যাপি পেট্রোলিয়াম পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিফাইনারী কর্তৃক উৎপাদিত জ্বালানি তেল নিয়মিতভাবে মার্কেটিং কোম্পানিসমূহে স্থানান্তর কর।

৩. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিনির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন করা।

৪. ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৫. পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে তা পর্যবেক্ষণ করা।

৬. রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচি অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

৭. যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

৮. দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করা।

জনবল কাঠামো :

ইআরএল মূলত অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাণিজ্যিক পরিমন্ডলে কোম্পানি তার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইআরএল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং একইসাথে বোর্ডের একজন সম্মানিত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও সহকারী মহাব্যবস্থাপকগণ তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা এবং কর্মচারী সমন্বয়ে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং শাখার দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকেন।

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ২২৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীসহ মোট ৮৭৫ টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৮০ জন কর্মকর্তা ও ৫১২ জন শ্রমিক-কর্মচারীসহ মোট ৬৯২ জন কর্মরত আছেন।

কর্মচারী			কর্মকর্তা		
গ্রেড	অনুমোদিত	বর্তমান	গ্রেড ও পদ	অনুমোদিত	বর্তমান
গ্রেড - ১	৬৫২	১৪৪	স্পেশালঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর	১	১
গ্রেড - ২		৬৯	স্পেশালঃ এম-১ জেনারেল ম্যানেজার	৬	৫
গ্রেড - ৩		৮৯	এম-১: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	১৭	১৪
গ্রেড - ৪		৬৮	এম-২: এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার	২৯	২১
গ্রেড - ৫		৫৪	এম-৩: ম্যানেজার	৪৭	৩২
গ্রেড - ৬		৫৭	এম-৫: এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার	১২৩	১০৭
গ্রেড - ৭		৩১	এম-৭: অফিসার এম-৮: অফিসার		
মোট	৬৫২	৫১২	মোট	২২৩	১৮০

ইআরএল এর বিভিন্ন ইউনিটসমূহ ও উৎপাদন ক্ষমতাঃ

চিত্র: প্রসেস প্ল্যান্ট

১) প্রসেস ইউনিটসমূহ

(ক) এ্যাটমোস্ফেরিক ডিস্টিলেশন ইউনিট	:	১৫ লক্ষ মে.টন/বছর
(খ) ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট	:	৭০ হাজার মে.টন/বছর
(গ) এল পি জি মেরক্স ইউনিট	:	২৪ হাজার টন/বছর
(ঘ) গ্যাসোলিন মেরক্স ইউনিট	:	৬৪ হাজার টন/বছর
(ঙ) কেরোসিন মেরক্স ইউনিট	:	১ লক্ষ ২৫ হাজার টন/বছর
(চ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট	:	৭০ হাজার মে.টন বিটুমিন/বছর
(ছ) হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট	:	১১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা
(জ) ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেট ইউনিট*	:	৬০ হাজার মে.টন/বছর
(ঝ) ভিস-ব্রেকার ইউনিট	:	৫ লক্ষ ২২ হাজার মে.টন/বছর
(ঞ) ড্রাম তৈরি ও বিটুমিন ফিলিং ইউনিট	:	১১০০ ড্রাম/প্রতি ৮ ঘন্টা

২) ইউটিলিটি ইউনিটসমূহ

(ক) স্টীম জেনারেশন ইউনিট (৪ টি বয়লার)	:	৮০ মে.টন/ঘন্টা
(খ) পাওয়ার জেনারেটর (এসটিজি-২ ও ডিজেল জেনারেটর-২)	:	৬ ও ৪ মেগাওয়াট

৩) মজুদ ট্যাংকসমূহ

(ক) ক্রুড ট্যাংক ৮ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা)	:	৩,২৮,০০০ ঘনমিটার/২,৭৮,৮০০ মেট্রিক টন
(খ) এলপিজি স্টোরেজ ট্যাংক- ২ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা)	:	২,২০০ ঘনমিটার / ১,২১০ মেট্রিক টন
(গ) বিটুমিন স্টোরেজ ট্যাংক- ৭ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা)	:	৩,৫০০ ঘনমিটার / ৩,৬৭৫ মেট্রিক টন
(ঘ) অন্যান্য প্রোডাক্ট ট্যাংক- ৪৬ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা)	:	২,৯০,০০০ ঘনমিটার

(*মাইল্ড হাইড্রোক্র্যাকিং (এমএইচসি) ইউনিটকে পরিবর্তন করে ইআরএল এর দক্ষ প্রকৌশলীগণ এটি তৈরি করেন)

চিত্রঃ স্টোরেজ ট্যাংক

উৎপাদিত পণ্যসমূহঃ

প্রতিষ্ঠালগ্নে ইআরএল মূলতঃ একটি ফুয়েল রিফাইনারী হিসেবে সীমিত কলেবরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে দেশের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু নতুন ইউনিট সংযোজনের মাধ্যমে বর্তমানে কিছু নন-ফুয়েল পণ্যসহ লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট (এসবিপি), মোটর গ্যাসোলিন রেগুলার (পেট্রোল), মোটর গ্যাসোলিন প্রিমিয়াম (অকটেন), ন্যাফথা (গ্যাসোলিন), মিনারেল টার্পেনটাইন (এমটিটি), সুপিরিয়র কেরোসিন অয়েল (এসকেও), জেট এ-১ (এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল), হাই স্পীড ডিজেল (এইচএসডি), জুট ব্যাচিং অয়েল (জেবিও), লাইট ডিজেল অয়েল (এলডিও), ফার্নেস অয়েল (এফও), বিটুমিন প্রভৃতি উৎপাদন করছে। রিফাইনারীর প্রধান কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানিকৃত 'ক্রুড অয়েল' বা অপরিশোধিত খনিজ তেল। বড় অয়েল ট্যাংকারের (১,০০,০০০ মে.টন) মাধ্যমে আমদানিকৃত 'ক্রুড অয়েল' বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া পয়েন্ট থেকে ছোট লাইটারেজ ট্যাংকারে (১২,০০০ মে.টন) পরিবহন করে আর এম-৭ ডলফিন জেটি থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে ইআরএল এর ক্রুড ট্যাংকে মজুদ করা হয়। মজুদকৃত 'ক্রুড অয়েল' পাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের পেট্রোলিয়াজাত পণ্য উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিপিসি'র অধীনস্থ মার্কেটিং কোম্পানিসমূহে সরবরাহ করা হয়। বিপিসি'র সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত 'পরিশোধন ফি' রিফাইনারীর আয়ের মূল উৎস। ইআরএল এর অপারেশন কার্যক্রম দিন-রাত ২৪ ঘন্টা বিরামহীন শিফট ভিত্তিক পরিচালিত হয়।

ইআরএল সর্বমোট ১৬ টি পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করে থাকে, তন্মধ্যে কিছু কিছু জ্বালানি নয়, যেমনঃ এসবিপি, জেবিও, এমটিটি, বিটুমিন ইত্যাদি। কিছু কিছু পণ্য কেবল চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদন করা হয়। ইআরএল কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যসমূহের বিবরণ সংক্ষেপে ছকাভুক্ত করা হলো।

ক্রমিক নম্বর	ছবি	পণ্যের নাম	পণ্যের বিবরণ
০১		রিফাইনারী গ্যাস (আর জি)	এ পণ্যটি বাজারজাত করা সম্ভব নয়। এটি মূলতঃ কার্বন-১, কার্বন-২ হাইড্রোকার্বন চেইন নিয়ে গঠিত এবং রিফাইনারীর হিটিং সিস্টেমে উপজাত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
০২		লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এল পি জি)	এটি মূলতঃ প্রোপেইন এবং বিউটেন হাইড্রোকার্বন। পণ্যটি সিলিন্ডারের মাধ্যমে এলপি গ্যাস লিমিটেড বাজারজাত করে থাকে। রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে এটি খুবই জনপ্রিয় এবং এর চাহিদা অনেক বেশি। এছাড়া মোটরযানের জ্বালানি অটোগ্যাস হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়।
০৩		এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)	এটি মূলতঃ লাইট গ্যাসোলিনের সুইটেন্ড ফর্ম। ইহা শিল্পকারখানায় দ্রাবক এবং ড্রাই-ক্লিনিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়।
০৪		ন্যাফথা	এটি মূলত অপরিশোধিত হালকা এবং ভারী পেট্রল যা অতিরিক্ত হিসাবে থাকে। এটি প্রধানত পেট্রোকেমিক্যালের ফিড হিসেবেও দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ন্যাফথা বেশিরভাগই রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
০৫		মোটর গ্যাসোলিন রেগুলার (পেট্রোল)	Popularly known as petrol, is used as fuel in petrol engines. It is a light petroleum distillate dzed orange and has an octane rating of minimum 89 RON (Research Octane Number).
০৬	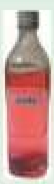	মোটর গ্যাসোলিন প্রিমিয়াম (অকটেন)	Popularly known as 100 Octane or simply as Octane (because its octane number is close to 100), is used in combination with MOGAS in Petrol Engines. The base stock is reformate produced in Catalytic Reforming Unit. It is dzed red for marketing. It has an Octane rating of minimum 95
০৭		এসকেও (সুপেরিয়র কেরোসিন অয়েল)	It is commonly known as kerosene and is mostly used for illumination and as cooking fuel.
০৮		MTT (Mineral Turpentine)	It is the lighter kerosene specially treated for use as thinner and solvent in paints and varnishes. It is also known as Turpentine Oil or White Spirit and is produced only on demand.
০৯		JET A-1	It is a specially treated kerosene with additives for improving certain product properties e.g., very low freezing point (-47°C). This product is used as fuel of aviation jet engines. Jet A-1 is now produced only on demand.

ক্রমিক নম্বর	ছবি	পণ্যের নাম	পণ্যের বিবরণ
১০		JBO (Jute Batching Oil)	This is a brown colored straight-run petroleum distillate used in the form of emulsion (water in oil) for softening, for removal of dust and other impurities, before spinning of jute. It is an important non-fuel petroleum product.
১১		HSD (High Speed Diesel)	It is popularly known as Diesel and is used as fuel in high-speed diesel engines of automobiles and irrigation pumps. It is also used in diesel generators for power generation. It is a light-yellow colored distillate fuel.
১২		LSDO (Low Sulfur Diesel Oil)	It is a special diesel oil of lower sulfur content and is used as fuel in medium speed marine engines of Bangladesh Navy's Vessels.
১৩		LDO (Light Diesel Oil)	It is a dark colored diesel fuel used in large stationary or low speed (less than 600 RPM) marine diesel engines.
১৪		HSFO (High Sulfur Furnace Oil)	It is commonly known as FO (Furnace Oil). This high sulfur residual fuel is now produced by blending straight-run residue with vis-broken. It is used solely as fuel for burning in furnaces and boilers.
১৫		LSFO (Low Sulfur Furnace Oil)	This is the straight-run Murban residue. It is so named as its sulfur content is much lower (1.5% wt.). Production of LSFO has been discontinued.
১৬		BITUMEN	Bitumen is the desired product of Asphaltic Bitumen Plant. This is a very important non-fuel petroleum product. ERL produces three grades of Bitumen namely 80/100, 60/100, 10/20. The 80/100 and 60/70 grades are used for construction of bitumen-carpeted roads. The 10/20 grade Bitumen is used mostly as insulation material in cold storages.

উৎপাদিত পণ্যসমূহের মধ্যে এলপিজি, এলপি গ্যাস লিমিটেড এর মাধ্যমে এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল এর মাধ্যমে সারাদেশে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিন্ন মূল্যে বাজারজাত করা হয়।

নিম্নে প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রামে ইআরএল এর উৎপাদন প্রক্রিয়াটি দেখানো হল:

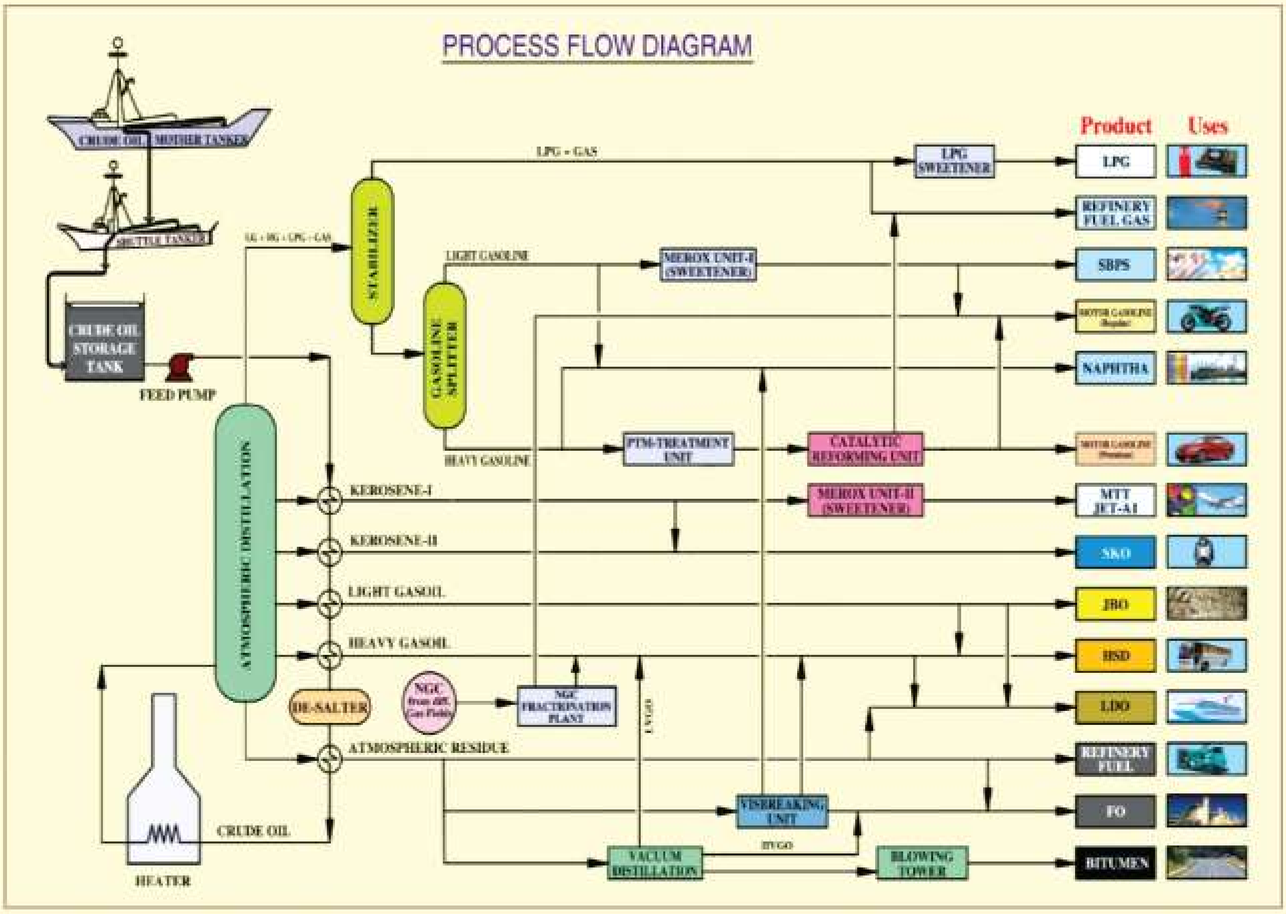

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণঃ

ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য পরীক্ষাগার আছে, যা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। ইআরএল এর উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। গবেষণাগারে টিবিপি, জেট ফুয়েল থার্মাল অক্সিডেশন স্ট্যাবিলিটি টেস্ট (জেফটট), সেনট্রিফিউজ, সিএফআর (কো-অপারেটিভ ফুয়েল রিচার্জ ইঞ্জিন), অটো ডিস্টিলেশন, ডিজিটাল রিফ্যাকটোমিটার, গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফসহ বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট এর সাহায্যে আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হয়। এই বিভাগ অত্যন্ত সুনামের সাথে সারাদেশের পেট্রোলিয়াম পণ্যের মান যাচাইকরণের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে যেকোন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একদল দক্ষ টেকনিশিয়ান এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত ল্যাবরেটরি সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ইআরএল এএসটিএম, ইউওপি এবং আইপি নির্ধারিত টেস্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

এই ল্যাবরেটরিতে -

- পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রায় ১৪০ টিরও বেশি পরীক্ষা করা সম্ভব।
- ৩০ টিরও অধিক ওয়াটার এনালাইসিস করা সম্ভব।
- অসংখ্য মেটালিক ও কেমিক্যাল টেস্ট করা সম্ভব।
- ক্রুড অয়েলের সম্পূর্ণ এনালাইসিস এবং গ্যাস কনডেনসেট এর এনালাইটিক্যাল পরীক্ষা করা সম্ভব।

ইআরএল এর কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে দেশের বিভিন্ন কোম্পানি, কারখানা এবং স্থান থেকে নির্ধারিত চার্জের বিনিময়ে পেট্রোলিয়াম পণ্যের গুণগত মান যাচাই করার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষার ভিন্নতার উপর নির্ভর করে ৯ টি ল্যাবরেটরি সমন্বয়ে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ গঠিত। এর মধ্যে জেট পেট্রোলিয়াম ল্যাব, বিটুমিন ল্যাব, ওয়াটার এনালাইসিস এবং ইনঅরগানিক ল্যাব, স্পেশাল ল্যাব-১, স্পেশাল ল্যাব-২, সিএফআর ল্যাব, ডার্ক রুম, ক্রোমাটোগ্রাফ রুম উল্লেখযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিএফআর ইঞ্জিন, টিবিপি এপারেটাস, রেসিডিউ প্রেশার এপারেটাস, সালফার এপারেটাস (ল্যাম্প, হাই টেম্পারেচার মেথড, ল্যাব-এক্স, রানে-নি, বম্ব-ক্যালোরিমিটার, রোটারি ইভাপোরেটর, কার্ল-ফিশার এপারেটাস, মাইক্রো সেপারেটর ইত্যাদি।

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাঃ

পেট্রোলিয়াম পণ্য অত্যন্ত দাহ্য বিধায় এ প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দু'টি ফোম টেন্ডার ইউনিট ও একটি আরআইভিসহ মোট ৬টি অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং পুরো ইউনিট এলাকায় ফায়ার ওয়াটার নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চিত্রঃ অগ্নিনির্বাপণ ইউনিট

২) ২০২১-২২ অর্থবছরে উৎপাদন কর্মকান্ডঃ

ক) ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট (সিডিইউ) এ প্রক্রিয়াকরণ ও অপরিশোধিত তেল প্রাপ্তি : আমদানিকৃত ক্রুড, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কনডেনসেট ও প্রারম্ভিক মজুদসহ মোট ১৪,৩৮,৯৫৮ মেট্রিক টন কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৩,৭৭,৩৭০ মেট্রিক টন প্রক্রিয়াজাত করে ১৩,৫৪,১৫৩ মেট্রিক টন ফিনিসড্ প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ২৩,২১৭ মেট্রিক টন, স্লাজ নিষ্কাশন ২,১৪১ মেট্রিক টন এবং অবশিষ্ট ৫৯,৪৪৭ মেট্রিক টন মজুদ আছে।

খ) সেকেন্ডারি কনভারশন প্ল্যান্ট : ইস্টার্ণ রিফাইনারীর টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ৩,৭০,২০০ মে.টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৩৪০ মে.টন ন্যাফথা, ৩৪,০৭৫ মে.টন ডিজেল ও ৩,২৭,৩১৫ মে.টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ৮,৪৬৯ মেট্রিক টন।

গ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট : রিফাইনারীর টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ১,২১,৭৮৫ মেট্রিক টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৫৫,০০০ মে.টন বিটুমিন, ৩৩,১৫০ মে.টন ডিজেল ও ৩১,১১০ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ২,৫২৫ মেট্রিক টন।

ঘ) মোট উৎপাদিত পণ্য (সকল প্ল্যান্ট থেকে) : ২০২১-২২ অর্থবছরে এলপিজি ১২,৫১৬ মেট্রিক টন, ন্যাফথা ১,০১,৮৬০ মেট্রিক টন, এসবিপিএস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট) ০ মেট্রিক টন, মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার) ৮৭,৭৫৪ মেট্রিক টন, মোটর গ্যাসোলিন (প্রিমিয়াম) ০ মেট্রিক টন, মিনারেল টারপেনটাইন ০ মেট্রিক টন, কেরোসিন ৫৬,০১৮ মেট্রিক টন, এইচএসডি (হাই স্পিড ডিজেল) ৬,৩৮,৯৪৮ মেট্রিক টন, জেবিও (জুট ব্যাচিং অয়েল) ১০,১৭২ মেট্রিক টন, এলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল) ০ মেট্রিক টন, এফও (ফার্নেস অয়েল) ৩,৫৭,০৪২ মেট্রিক টন, বিটুমিন ৫৫,০০০ মেট্রিক টন উৎপাদন করা হয়েছে।

সাফল্যঃ

(ক) বার্ষিক ক্রুড পরিশোধন সক্ষমতার শতভাগ (১৫ লক্ষ মে. টন) অর্জন ও জ্বাখসবি হতে সম্মাননা স্মারক প্রদানঃ

দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধন সক্ষমতা নিয়ে ৭ মে ১৯৬৮ তারিখে বানিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ইআরএল উৎপাদন সক্ষমতার শতভাগ অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অসামান্য দক্ষতা এবং সর্বোপরি মন্ত্রণালয় ও বিপিসি'র নিবিড় ও সঠিক দিকনির্দেশনায় কোভিড-১৯ মহামারীর কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও ইআরএল নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে ২০২০-২১ অর্থবছরে দীর্ঘ ৫৪ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ডিজাইন ক্যাপাসিটির শতভাগেরও অধিক (১০১.০১%) অর্জন করে যা' ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রেষ্ঠত্বের এক বিরল ও অনন্য দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক এই মহাফলক অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গত ২১ নভেম্বর ২০২১ তারিখ ইআরএল'কে সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থবছরে ইআরএল প্রায় ৩৩ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

(খ) এলপিজি উৎপাদন ৪০ শতাংশ বৃদ্ধিঃ

দেশে ক্রমবর্ধমান এলপিজি'র চাহিদা থাকায় এবং বিশ্বব্যাপি এলপিজিসহ সকল পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্ভাবনী কাজের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ ও অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে দেশের মানুষের কল্যাণে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সৃষ্টিশীল/উদ্ভাবনীমূলক নতুন কিছু করার প্রত্যয়ে ইআরএল এলপিজি উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং তা বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান প্ল্যান্টের কারিগরি তথ্য-উপাত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট (CDU) এর বিদ্যমান অ্যারোকন্ডেসর সার্কিটে আরও ১ (এক) সেট অ্যারোকন্ডেসর সংযোজন করা হয়। ডিজাইন অনুসারে ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট (CDU) এ কলাম-১১০১ এর টপ হতে নির্গত গ্যাস স্ট্রিমকে অ্যারোকন্ডেসর (EM1123) এবং ওয়াটার কুলার (E1110 A/B) এর মাধ্যমে ঠান্ডা করে তরলীকরণ করা হয়, যাকে আনস্ট্যাবিলাইজড ন্যাফথা বলা হয়। বিদ্যমান অ্যারোকন্ডেসর সার্কিটে আরও ১ (এক) সেট অ্যারোকন্ডেসর সংযোজন করায় আনস্ট্যাবিলাইজড ন্যাফথার তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে এলপিজি'র উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বিগত ২১/১২/২০২১ তারিখ হতে প্রায় ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা' ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এতে প্ল্যান্টের সামগ্রিক উৎপাদন সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মুজিববর্ষে ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সৃষ্টিশীল/উদ্ভাবনী কর্মকান্ডে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে পুনরায় সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান করার জন্য ইআরএল'কে মনোনীত করা হয়েছে।

(গ) দেশের চাহিদার শতভাগ পেট্রোল / এমএস সরবরাহঃ

বিএসটিআই কর্তৃক পেট্রোল এর RON বৃদ্ধি (৮০ হতে ৮৯), বেসরকারি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট বন্ধ হওয়া এবং কেরোসিন এর মূল্য বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কারণে দেশে পেট্রোল এর চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে চাহিদা অনুযায়ী বিপণন কোম্পানিসমূহে পেট্রোল সরবরাহ দূরুহ হয়ে পরে। বর্তমানে দেশে পেট্রোলের চাহিদা প্রতি মাসে ৪০ হাজার টনের অধিক।

কিন্তু ইআরএল এর উৎপাদন সক্ষমতা মাত্র মাসে ২০-২২ হাজার মে.টন। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ সালে এমএস পুলে একটি নতুন পাম্প সংযোজন ও কিছু মডিফিকেশন করে বর্তমানে মাসে ৪০-৪৫ হাজার মে.টন এমএস/পেট্রোল বিপণন কোম্পানিতে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

(ঘ) ২০২১-২২ অর্থবছরের দ্বীতিয়ার্ধে সর্বোচ্চ রেকর্ড পরিমান ক্রুড পরিশোধনঃ

ইআরএল এ ২০২১-২২ অর্থবছরে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক শাট-ডাউন সম্পন্ন হয়। এই শাট-ডাউন কাজ যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এবং ক্রুড অয়েলের স্টক কাঙ্খিত পর্যায়ে বিদ্যমান থাকায় উৎপাদনের সর্বোচ্চ সক্ষমতা ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে জানুয়ারি-জুন (৬ মাসে) ৮,০৩,৩৩০ মে.টন ক্রুড পরিশোধন করা সম্ভব হয়েছে। যাহা ইআরএল এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ উৎপাদন সক্ষমতার ব্যবহার।

৩) ২০২১-২২ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ডঃ

ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ, প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনসেনটিভ, আরসিও প্রক্রিয়াকরণ, ক্রুড অয়েল আমদানি ও রপ্তানি হ্যান্ডেলিং কমিশন, বিটুমিন বিক্রয়ে মার্জিন ইত্যাদি খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে কোম্পানির আয় ২৫০৪১.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৯৮১৫.০০ লক্ষ টাকা।

সরকারি কোষাগারে জমাদানঃ

বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে আয়কর, ভ্যাট, আমদানি ও আবগারি শুল্ক, ভূমি উন্নয়ন কর, ঋণের উপর সুদ পরিশোধ ইত্যাদি বাবদ কোম্পানি সর্বমোট ১৭.৫০ কোটি টাকা (অনিরীক্ষিত) সরকারি কোষাগারে পরিশোধের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

৪) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

(ক) সাম্প্রতিককালে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহঃ

১) এক্সপানশান অব এ্যারোকন্ডেন্সার ব্যাংক ফর ইআরএল।

২) নতুন কুলিং টাওয়ার (৪০০০ ঘ.মি./ঘন্টা) স্থাপন।

৩) নতুন প্রসেস বয়লার স্থাপন।

৪) পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন।

৫) ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ (ট্যাংক-জি এবং ট্যাংক-এইচ)।

৬) ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (ইউনিট-১)।

৭) ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট (সিডিইউ) এর ফার্নেস রিবাম্পিং।

৮) আরও প্ল্যান্ট স্থাপন।

৯) ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর (ইউনিট-২) স্থাপন।

১০) এমএস স্টোরেজ ট্যাংক (টি - ৫১) নির্মাণ ।

১১) ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক (টি-৫২, টি-৫৩, টি-৫৪) নির্মাণ ।

১২) এনজিসি ইউনিটের ফার্নেস টিউব প্রতিস্থাপন।

১৩) সিসিটিভি নেটওয়ার্ক স্থাপন।

১৪) এবিপি কলাম ১০সি০১ (এবিপি ইউনিট), রিএ্যাক্টর আর-১২০১ ও আর-১২০৪ (রিফর্মিং ইউনিট) প্রতিস্থাপন।

১৫) রিনোভেশন এন্ড রিপেয়ারিং ওয়ার্কস এ্যাট ডলফিন অয়েল জেটি-৭ এ্যাট চট্টগ্রাম।

১৬) এনহেন্সমেন্ট অব আয়রন রিমুভাল ক্যাপাসিটি অব একজিস্টিং ওয়াটার প্রি-ট্রিটমেন্ট সিস্টেম অব ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়াটার বেসিন এ্যাট ইআরএল।

১৭) ইআরএল ইউনিট-২ এর জন্য সরকার (জিইএম কোম্পানি লিমিটেড) থেকে লীজ নেয়া ৭.৫ একর জমির উপর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

১৮) নতুন ন্যাফথা লাইন নির্মাণ।

১৯) হোয়াইট অয়েল লাইন প্রতিস্থাপন।

(খ) এক নজরে উন্নয়ন পরিক্রমাঃ

বিগত ৫৫ বছরের গৌরবময় পদচারণায় ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে, যা একাধারে দেশের টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে। ইস্টার্ণ রিফাইনারীর উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১) **এলপিজি সুইটেনিং ইউনিট ও এলপিজি স্ফেয়ার :** লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসোলিন থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড সম্পূর্ণরূপে অপসারণসহ অন্যান্য সালফার যৌগকে সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমার নিচে নামিয়ে উন্নতমানের এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই ইউনটটি স্থাপন করা হয়। ক্রমবর্ধমান এলপিজি চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে স্টোরেজ হিসেবে এলপিজি স্ফেয়ার স্থাপন করা হয়।

২) **এসফল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্ট :** প্রায় ২১০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ১৯৮০ সালে ৭০,০০০ মেট্রিক টন বিটুমিন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্ল্যান্টটি নির্মাণ করা হয়। একইসাথে গড়ে তোলা হয় ড্রাম ম্যানুফকেচারিং প্ল্যান্ট, যা ইআরএলকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিটুমিন বাজারজাতকরণের উপযোগি করার সক্ষমতা প্রদান করে।

৩) **ক্রুড অয়েল, ন্যাফথা ও অন্যান্য প্রোডাক্ট স্টোরজে ট্যাংক :**

- প্রতিটি ৫০,০০০ ঘনমটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি নতুন ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন।
- পাম্পিং সুবধিাসহ প্রতিটি ১৭,৫০০ ঘনমটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি নতুন ন্যাফথা স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন।
- প্রতিটি ২০,০০০ ঘনমটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৬ টি বিভিন্ন প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন।
- ১৯৮৮ সালে প্রায় ৬৫.১৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ৪ টি পুরাতন ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক মেরামত।

৪) **৩ মেগাওয়াট পাওয়ার স্টেশন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও কুলিং টাওয়ার :** বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ইউনিট ও কুলিং টাওয়ারসহ ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্টীম টারবাইন জেনারেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়।

৫) **রিভার মুরিং-৭ এ ডলফিন জেটি নির্মাণ :** ক্রুড অয়েল রিসিভ এবং প্রোডাক্ট রপ্তানি হ্যান্ডলিং এর জন্য ১৯৯২ সালে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে পতেঙ্গাস্থ কর্ণফুলী নদীর তীরে রিভার মুরিং-৭ এ একটা আধুনিক ডলফিন অয়েল জেটি নির্মাণ করা হয়।

৬) **সেকেন্ডারি কনভার্সন প্ল্যান্ট (এসসিপি) :** ১৯৯৪ সালে প্রায় ২৬০০ মিলিয়ন টাকায় স্থাপিত সেকেন্ডারি কনভার্সন প্ল্যান্ট ইআরএল এর এ যাবৎ কালে সফলভাবে সম্পন্ন প্রকল্পের মধ্যে একটি অন্যতম প্রকল্প। স্বল্পমূল্যের ফার্নেস অয়েল থেকে অতিরিক্ত ডিজেল, এলপিজি এবং ন্যাফথা (সবকটিই দামী পণ্য) তৈরি করাই এই প্ল্যান্টের কাজ। এই প্ল্যান্টটি একটি ভিস-ব্রেকার, একটি মাইল্ড হাইড্রোক্র্যাকার এবং একটি হাইড্রোজেন ইউনিট নিয়ে গঠিত।

৭) **প্রসেস বয়লার স্থাপন :** ক্রমবর্ধমান বাষ্পের চাহিদা মিটাতে একটি ওয়াটার টিউব এবং একটি ফায়ার টিউব বয়লার স্থাপন করা হয়।

৮) **হোয়াইট অয়েল ট্যাংক নির্মাণ :** আমদানিকৃত ডিজেল অয়েল রিসিপশন ও পাম্পিং এর জন্য ১৯৯৮ সালে প্রতিটি ১৩,০০০ ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়।

৯) **২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল জেনারেটর স্থাপন :** ১৯৯৮ সালে ইআরএল এর পাওয়ার জেনারেশনে ২ মেগাওয়াটের একটি ডিজেল জেনারেটর সংযোজিত হয়।

১০) **ট্রেনিং কমপ্লেক্স বিল্ডিং নির্মাণ :** ১৯৮৪ সালে প্রায় ৭ মিলিয়ন অর্থ ব্যয়ে ট্রেনিং কমপেক্স বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়, যা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অবদান রেখে চলেছে।

১১) **কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ :** পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে পুরাতন কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি আধুনিক করা হয়।

১২) **অগ্নিনির্বাপণ এবং সেফটি সিস্টেম পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ :** আধুনিক ফায়ার ফাইটিং যন্ত্র এবং অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং গাড়ি সংযোজনসহ ফায়ার ওয়াটার নেটওয়ার্ক পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ করা হয়।

১৩) **পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন :** ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রায় ১০৩.৫২ মিলিয়ন অর্থ ব্যয়ে ৩১ বছর অপারেশনে ক্ষয়প্রাপ্ত পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন করা হয়। এ সময় অভ্যন্তরীণসহ কিছু ইন্সটরুমেন্ট লুপ,ট্রে, ক্ল্যাডিং ইত্যাদি পরিবর্তন করা হয়।

৫) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ

০১) ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইনঃ

চিত্রঃ এসপিএম প্রকল্পঃ বঙ্গোপসাগরের নির্ধারিত স্থানে বয়া স্থাপন

বাংলাদেশ সরকার দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদাপূরণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা আরও অধিক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" (২০১৮ সনের সর্বশেষ সংশোধনীসহ) এর আওতায় আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল এবং ফিনিসড্ প্রোডাক্টস সহজে, নিরাপদে, স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত "ইন্সটলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬ মে ২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে জি-টু-জি ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সরকারের বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় মহেশখালি দ্বীপের পশ্চিমে (বঙ্গোপসাগরে) গভীর সমুদ্রে একটি 'এসপিএম' বয়া তথা ভাসমান জেটি এবং উক্ত জেটি হতে কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলায় নির্মিতব্য পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) হয়ে চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গাস্থ ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) পর্যন্ত প্রতিটি ১১০ কি:মি: দৈর্ঘ্যের ২ (দুই) টি পাইপলাইন সমান্তরালভাবে স্থাপন করা হবে। জাহাজ থেকে তেল সরাসরি পাম্প করা হবে যা 'এসপিএম' হয়ে ৩৬" ব্যাসের ২টি পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে মহেশখালি এলাকায় নির্মিতব্য স্টোরেজ ট্যাংকে জমা হবে। পরবর্তীতে উক্ত স্টোরেজ ট্যাংক হতে পাম্পিং করে ১৮" ব্যাসের অপর ২টি পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে ইআরএল এ সরবরাহ করা হবে। বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটির মাধ্যমে একটি ১,২০,০০০ DWT অয়েল ট্যাংকার ৪৮ ঘন্টায় এবং বৎসরে মোট ৯.০ মিলিয়ন মে. টন তেল আনলোডিং করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলায় ৩ টি ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক (প্রতিটির ধারণক্ষমতা ৫০,০০০ ঘনমিটার), ৩টি ফিনিসড্ প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক (প্রতিটির ধারণক্ষমতা ৩০,০০০ ঘনমিটার), স্কাডা সিস্টেমস্, প্রধান পাম্প, বুস্টার পাম্প, জেনারেটর, মিটারিং স্টেশন, পিগিং স্টেশন, অফিস ও আবাসিক ভবন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো নির্মাণসহ একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) অর্থাৎ জ্বালানি তেলমজুত/সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ILF Consulting Engineers, Germany কে পরামর্শক এবং China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd. (CPPEC) কে ইপিসি ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

চিত্রঃ এসপিএম প্রকল্পের মহেশখালিতে নির্মিতব্য ট্যাংক টার্মিনাল

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ যথাসময়ে শুরু করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ইপিসি ঠিকাদার প্রকল্পের অফশোর পাইপলাইনের সম্পূর্ণ ১৩৫ কি:মি: এবং ১৭টি এইচডিডিসহ অনশোরে ৭৯ কি:মি: পাইপলাইন স্থাপন করেছে। এ হিসেবে প্রকল্পের ২২০ কি:মি: পাইপলাইনের মধ্যে মোট ২১৪ কি:মি: স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কুতুবদিয়া চ্যানেল ও মাতারবাড়ী এপ্রোচ চ্যানেল অংশে Deep Post Trenching পদ্ধতিতে এ প্রকল্পের ৪টি পাইপলাইন নির্ধারিত গভীরতায় স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) এলাকার

ভূমি উন্নয়নের কাজ প্রায় শেষ। প্রকল্পের পিএসটিএফ এলাকায় প্রস্তাবিত ৬টি ট্যাংকের মেকানিক্যাল কাজ প্রায় ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ যথারীতি চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ 'এসপিএম' বয়া এবং পাইপলাইন এন্ড ম্যানিফোল্ড (PLEM) বঙ্গোপসাগরে নির্ধারিত স্থানে স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৮৬.৩১%। চলতি বছরের শেষদিকে প্রকল্পের প্রি-কমিশনিং কাজ শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুন ২০২৩।

আর্থিক সংশ্লেষঃ

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭১২৪৬২.৪৬ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে (ক) জিওবি - ৬০১১৬.৬৭ লক্ষ টাকা।
(খ) বিপিসি - ১৮৩৫১৯.৩২ লক্ষ টাকা।
(গ) পিএ - ৪৬৮৮২৬.৪৭ লক্ষ টাকা।

০২) ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপনঃ

বর্তমানে ইআরএল এর বার্ষিক ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের বর্তমান জ্বালানি তেলের চাহিদার মাত্র ২০ ভাগ ইস্টার্ণ রিফাইনারী পূরণ করে থাকে এবং বাকি ৮০ ভাগ জ্বালানি তেল ফিনিসড প্রোডাক্ট হিসেবে আমদানি করা হয়। বর্তমানে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৬.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রসেসিং ক্ষমতা সম্পন্ন ইআরএল এর দ্বিতীয় ইউনিট নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইআরএল এর বার্ষিক ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন হবে এবং দেশের জ্বালানি খাতে চাহিদা ও যোগানের বহুল প্রতীক্ষিত ভারসাম্য অর্জিত হবে। এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব গ্যাসোলিন ও ডিজেল উৎপাদন সম্ভব হবে।

বিপিসি কর্তৃক বার্ষিক ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল এ স্থাপিতব্য নতুন (ইআরএল ইউনিট-২) ইউনিটে নিম্নলিখিত সুবিধাদি নিশ্চিত করা হবেঃ

- পরিশোধিত জ্বালানি তেলের (ফিনিসড প্রোডাক্ট) উপর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে উত্তরোত্তর শিল্প উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।
- দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করা।
- অধিকতর পরিবেশবান্ধব জ্বালানি তেল উৎপাদন করা।
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড) দ্বারা দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের চাহিদা পূরণ করা।
- সাশ্রয়ী উপায়ে অপরিশোধিত তেল পরিশোধণ করে অধিক মূল্যের পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" (২০১৮ সনের সর্বশেষ সংশোধনীসহ) এর আওতায় ১২/০৬/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইউরো-৫ মানের জ্বালানি তেল উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়াও বর্তমান রিফাইনারীতে উৎপাদিত কেরোসিন ও ডিজেল আন্তর্জাতিক মানের না হওয়ায় তা নতুন রিফাইনারীতে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের অর্থাৎ ইউরো-৫ মানে উন্নীত করা হবে।

"ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (PMC) প্রদান করার জন্য ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড (EIL) কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক (PMC) প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। চুক্তির সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় গত ১০/০৮/২০২০ তারিখে EIL এর সাথে PMC Contract Amendment স্বাক্ষরিত হয়।

আর্থিক সংশ্লেষঃ

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলতি ব্যয় ১৯,৫৯,৭৮৭.৫৮ লক্ষ টাকা, যার সম্পূর্ণ অংশ বিপিসি কর্তৃক অর্থায়ন করা হবে। প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট ও কন্সট্রাকশন (ইপিসি) এর প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫,৯৮,৪০১.৫০ লক্ষ টাকা।

কার্যক্রম :

প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন হবে :

ক) সাইট প্রিপারেশন।

খ) ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং।

গ) প্রকিউরমেন্ট।

ঘ) কন্সট্রাকশন (সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল)।

ঙ) ২১ টি প্রসেসিং ইউনিট এবং ১৮ টি ইউটিলিটি ও অফসাইট ইউনিটসহ মোট ৩৯ টি ইউনিট স্থাপন ।

বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতিঃ

১. ১৫/১২/২০২১ তারিখ অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল হতে "ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের অনুকূলে লিক্যুইডিটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

২. ২৪/০৪/২০২২ তারিখ "নিজস্ব তহবিলে" বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৪/০৫/২০২২ তারিখ বিপিসিতে প্রেরণ করা হয়।

৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর একনেক সভায় উত্থাপনের লক্ষ্যে জ্বাখসবি হতে ১৪.০৬.২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. প্রকল্পের জন্য মোট ৬৪.১২৭ একর জমি (জিইএম কো: লিঃ হতে ৪৫ একর, পিওসিএল হতে ১১.৬২৭ একর এবং ৭.৫ একর সরকারি জমি) লীজ গ্রহণ করা হয়েছে। ইআরএল প্রাঙ্গনে অবস্থিত ৫৯ একর জমি এবং লীজ গ্রহণকৃত ৬৪.১২৭ একর জমি মিলিয়ে মোট ১২৩.১২৭ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

"ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের সহায়ক প্রকল্পসমূহ :

ক. ফীড সার্ভিসেস ফর দ্যা ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২ :

১. প্রকল্পের কন্ট্রাকটর হিসেবে টেকনিপ, ফ্রান্সকে ১৮/০১/২০১৭ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২. টেকনিপ ফীড (FEED) পর্যায়ের সকল ডকুমেন্ট জমা দিয়েছে।

৩. ফীড সার্ভিসেস প্রকল্পের সময়সীমা জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। বর্তমানে লাইসেন্সরদের সাথে Novation সংক্রান্ত কার্যাদি চলমান আছে।

খ. পিএমসি সার্ভিসেস ফর দ্যা ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২ :

১. প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (PMC) কন্ট্রাকটর হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড (ইআইএল), ভারতকে ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ১০ আগস্ট, ২০২০ তারিখে উক্ত চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।

২. পিএমসি প্রকল্পের আরটিএপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯ মে ২০২০ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। এতে প্রকল্পের মেয়াদ অনুমোদন করা হয়েছে এপ্রিল ২০১৬ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

৩. ইআইএল এর কস্ট এস্টিমেট এর উপর ভিত্তি করে "ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

০৪) ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টুডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম।

এই প্রকল্পটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল ইআরএল এর উৎপাদিত জ্বালানি তেল বিভিন্ন মার্কেটিং কোম্পানিসমূহে সরবরাহ, রপ্তানি, আমদানিতব্য জ্বালানি তেল ও গ্যাস কনডেনসেট ইআরএল এ অটোমেটিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে গ্রহণ ও পরিমাপ করা এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্যাংক ফার্ম অপারেশন ও উন্নতমানের সেফটি নিশ্চিত করা। সর্বোপরি সিস্টেম লসসহ পরিচালন খরচ কমানো এবং অপারেটিং কস্ট কমিয়ে ব্যয় সাশ্রয়ী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটির কার্যক্রম : ভূমি উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ, স্কিডসহ ফ্লো-মিটার, স্মল ভলিউম প্রুভার, অটোমেটিক ভাল্ব, সার্ভার ও সার্ভার রেক, এইচএমআই প্যানেল, ইমারজেন্সি সাট-ডাউন সিস্টেম, পিএলসি প্যানেল স্থাপন ও অয়েল সেক্টর ফাইবার অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক স্থাপন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি : জানুয়ারি ২০২২ সাল থেকে কন্ট্রোল রুম তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে। মার্চ ২০২২ থেকে ফ্লো-মিটার স্কীড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। অটোমেটিক ভাল্ব এর ১ম চালান সাপ্লাই করা হয়েছে। এমএস পাইপলাইন স্থাপনের জন্য সাপ্লাইয়ারের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে এবং অয়েল সেক্টর ফাইবার অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ডিজাইন চূড়ান্ত করার পর্যায়ে রয়েছে।

প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বিপিসি অর্থায়নে সম্পন্ন হচ্ছে। এর মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৮৫২.৪৫ লক্ষ টাকা।

০৪) ইআরএল ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণ (ISO Lab.)।

০৫) সিসিটিভি সিস্টেম বর্ধিতকরণ।

০৬) ইআরএল এর ইউনিট-২ এর জিইএম কোম্পানি হতে লীজ নেয়া জায়গায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

০৭) অটোমেটিক ট্যাংক গেজিং সিস্টেম (এটিজি) সিস্টেমঃ

সম্প্রতি, ইআরএল-এ স্বয়ংক্রিয় ট্যাংক গেজিং সিস্টেম (Automatic Tank Gauging System) স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২০ টি (১২ টি ফিক্সড-রুফ এবং ৮ টি ফ্লোটিং-রুফ ট্যাংক) ট্যাংকে এটিজি সিস্টেম স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অবশিষ্ট ৩৯ টি ট্যাংকে এটিজি সিস্টেম স্থাপন করা হবে। স্থাপিত এটিজি সিস্টেম আমাদের নিম্নলিখিত সুবিধাদি প্রদান করবে:

- রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি তথ্য।
- অন্যান্য রিয়েল-টাইম ডেটা, যেমন তাপমাত্রা, জলের স্তর, ভলিউম, পণ্য চলাচলের তথ্য ইত্যাদি ট্যাংক ফার্ম কন্ট্রোল রুমে (ট্যাংক ফার্ম মনিটরিং কম্পিউটার) স্থানীয়ভাবে এবং দূরবর্তী স্থান অর্থাৎ আমাদের প্রসেস কন্ট্রোল রুম থেকেও পর্যবেক্ষণ করা যাবে। স্থাপিত এটিজি সিস্টেম ম্যানুয়াল ট্যাংক গেজিংয়ে মনুষ্য ত্রুটি কমাতে এবং ক্রুড ও ফিনিসড্ পণ্যগুলির নিরাপদ পরিচালন ও অপারেশনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

৬) মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

শুরু থেকেই ইআরএল এ নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের পেট্রোলিয়াম অয়েল রিফাইনিং ও প্রসেসিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট যথা-শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বুয়েট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য পেশামূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার কার্যক্রমে প্রেরণ করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপিসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশের বাহিরেও কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডঃ

মানবসম্পদ উন্নয়ন (২০২১-২২)

প্রশিক্ষণের ধরণ	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	৬২	৮৭০
দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার / ওয়ার্কশপ	৬	৫৫
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	-	-
মোট :	৬৮	৯২৫

এছাড়া পেট্রোলিয়াম শিল্পে ভবিষ্যৎ দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে 'শিক্ষানবিশ স্কীম', 'প্রবেশনারী ইঞ্জিনিয়ার স্কীম' ও 'ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস্ স্কীম' এর মাধ্যমে ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি বাস্তব কাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও ইআরএল মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৭) পরিবেশ সংরক্ষণঃ

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ (কেপিআই) স্থাপনা। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ইআরএল এর অভ্যন্তরীণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর, যা কর্মরত কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারী ও আশেপাশের এলাকাবাসীর জন্য একান্ত প্রয়োজন। ইআরএল এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে যথাযথ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কোড/স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকায় নিয়মিত সেফটি অডিট ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে কোন প্রকার টক্সিক কেমিক্যাল ও অকটেন বুস্টিং তথা সীসামুক্ত বায়ু বজায় রাখার স্বার্থেই ১৯৯৯ সাল হতে TEL/TML ব্যবহার বন্ধ করে অকটেন তৈরিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দূষণমুক্ত করার জন্য আলাদা নিউট্রালাইজেশন সিস্টেম রয়েছে। ট্যাংক ফার্ম এলাকায় অয়েল স্পীলেজ মনিটরিং এর জন্য বিভিন্ন ট্যাংকে অটোগেজিং সিস্টেম রয়েছে। সকল ধরণের অস্বাস্থ্যকর সালফাইডযুক্ত গ্যাস সুউচ্চ কলামের মাধ্যমে উপরেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড লিকেজ এর ব্যাপারে ইআরএল পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন প্রসেস ইউনিট থেকে পার্জিংকৃত তেল নিয়ন্ত্রিতভাবে একটি উন্নত ধরণের স্ট্যান্ডার্ড অয়েলি ওয়াটার সিস্টেমের মাধ্যমে দুইটি এপিআই সেপারেটরে জমা করা হয়। সেখান থেকে ডিকেনটেশন মেথডের মাধ্যমে তেল থেকে পানি আলাদা করা হয়। এছাড়া আলাদা রেইনি ওয়াটার সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যান্ট থেকে আগত স্টীম কনডেনসেট ও রেইনি ওয়াটার অন্য একটি অয়েল সেপারেটরে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ডিকেনটেশন মেথডের মাধ্যমে তেল থেকে পানি আলাদা করা হয়। পরিশেষে পানি ইটিপি হয়ে কর্ণফুলী নদীতে নিঃসরণ করা হয়। ইআরএল এর নিজস্ব পরীক্ষাগারে উক্ত পানির টিডিএস, সাসপেন্ডেড সলিড, পিএইচ, কন্ডাক্টিভিটি, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। ইটিপি আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে, যা আগামী এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়াও সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সবসময় ইআরএল এর চারিদিকের পরিবেশ সার্বিক সুন্দর, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৮) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

আমদানিকৃত জ্বালানি তেল মাদার ট্যাংকার থেকে দ্রুত, নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী, সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে খালাসের জন্য কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত মহেশখালির নিকটে বঙ্গোপসাগরে "ইন্সটলেশন অব সিংগেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া বর্তমান রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা বাৎসরিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'ইআরএল ইউনিট-২' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া "ডিজাইন, সাপাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টুডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে সর্বাধুনিক অটোমেটিক পদ্ধতিতে কাস্টুডি ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে।

দেশে ক্রমবর্ধমান পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোপরি প্ল্যান্টের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, কোম্পানির দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়করণ এবং ইআরএল এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নু বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

১) টপিং ইউনিটের ফার্নেস এফ-১১০১ এ/বি প্রতিস্থাপন।

২) ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।

৩) এপিআই সেপারেটর আধুনিকীকরন।

৪) ২ মে.ও ডিজেল জেনারেটর ক্রয়।

৫) ল্যাবরেটরি ভবন সম্প্রসারণ।

৬) আধুনিক ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়।

৭) পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআই) বাস্তবায়ন।

৮) ফায়ার এন্ড গ্যাস ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন।

৯) এবিপি ফার্নেস ১০-এফ-০১ এর টিউব কয়েল ও রিফ্র্যাকটরি পরিবর্তন।

১০) কলাম সি-১২০১ ও সি-১২০২ পরিবর্তন।

১১) বিটুমিন প্রসেস প্ল্যান্টেরএমসিসি প্যানেল প্রতিস্থাপন।

১২) এবিপি ড্রাম প্ল্যান্টের ড্রাম ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট প্রতিস্থাপন।

১৩) বাল্ক বিটুমিন লোডিং ইউনিটের স্বয়ংক্রিয় লোডিং আর্ম স্থাপন।

১৪) ক্রুড অয়েল ট্যাংক ৬১০১সি সহ অন্যান্য প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক মেরামত।

১৫) ইআরএল ট্যাংক ফার্ম এলাকায় আরসিসি ডাইক নির্মাণ।

১৬) এসপিএম এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ডিজেল সরাসরি মার্কেটিং কোম্পানিতে সরবরাহের লক্ষ্যে ইআরএল এ এইচএসডি কাস্টুডি ফ্লো-মিটার স্থাপন।

১৭) এলপিজি ও আরজি বিশ্লেষণের জন্য গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ (জিসি) ক্রয়।

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড ১৯৬৮ সালের ৭ মে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। অদ্যাবধি জ্বালানি তেলের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফিনিসড্ প্রোডাক্ট সরবরাহ করে একদিকে যেমন পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের যথাযথ গুণগত মান বজায় রেখে সুদীর্ঘ ৫৪ বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

এলপি গ্যাস লিমিটেড

(১) কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো:

ক) কোম্পানির পরিচিতি:

ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজাতপূর্বক গার্হস্থ্য রান্নার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করে, যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। স্থাপনকাল হতে ইহা বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এলপি গ্যাস লিমিটেড" নামে বিপিসি'র একটি সাবসিডিয়ারী হিসেবে ৩মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে

রূপান্তর করা হয়। সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও ডিস্টিবিউশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকা এবং শেয়ারের অবিহিত মূল্য ১০/- টাকা।

খ) কার্যাবলী:

এলপি গ্যাস লিমিটেডের চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলায় অবস্থিত দুইটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল ও আরপিজিসিএল-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত করা হয়। অতঃপর বোতলজাতকৃত এলপিজি বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করার লক্ষ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল-কে বিপিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিজিবি'র বিভিন্ন ইউনিটে সরাসরি এলপি গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়। এক শিফটে এলপি গ্যাস লিমিটেড এর চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১০,০০০ মেট্রিক টন এবং কৈলাশটিলাস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৮,৫০০ মেট্রিক টন। এলপি গ্যাস লিমিটেডের শতভাগ শেয়ারের মালিক বিপিসি।

গ) জনবল কাঠামো:

কোম্পানিতে অনুমোদিত এবং বর্তমানে জনবলের সংখ্যা নিম্নের সারণী-১ উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-১

	অনুমোদিত জনবল		কর্মরত জনবল	
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট
কর্মকর্তা	২১	১০	১১	০২
কর্মচারী	৬৫	৫৭	৪৭	১৩
মোট	৮৬	৬৭	৫৮	১৫

(২) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

বর্তমানে এলপি গ্যাস লিমিটেডের বাল্ক এলপিজি'র বিকল্প কোন সংস্থান না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস ইআরএল ও আরপিজিসিএল হতে প্রাপ্ত এলপিজি'র উপর নির্ভরশীল। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানির চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলা বটলিং প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নের সারণী-২ এ উপস্থাপন করা হলো। দেশে এলপি গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিপিসি'র অর্থায়নে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে বার্ষিক ১.০০ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও বিতরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ

সারণী-২

বছর	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	মোট
	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	
২০২১-২০২২	১২,০৭৮	৪২৩	১২,৫০১

৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

কোম্পানির ২০২১-২২ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণী-৩ এ উপস্থাপন করা হলো:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কর্মকান্ডের সম্ভাব্য পরিসংখ্যান

সারণী-৩

(লক্ষ টাকায়)

বছর	সম্ভাব্য করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)				লভ্যাংশ প্রদান
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	অবচয় তহবিল	মোট	
২০২১-২০২২	১০৫.০০	(২৯৫.০০)	৩১২.০০	১২২.০০	২০২১-২২ অর্থবছরের হিসাব চূড়ান্ত না হওয়ায় লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় নাই।

(৪) বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প নিম্নরুপ:

ক) বিপিসি'র সার্কুলেশনের ৫,০০০ পুরাতন সিলিন্ডার মেরামত করা হয়েছে।

খ) রশিদপুর CRU প্ল্যান্ট হতে এলপিজি গ্রহনের প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ সম্পাদন করে কৈলাশটিলা প্ল্যান্টে বাল্ক এলপিজি গ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

(৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

বিপিসি'র অর্থায়নে অত্র কোম্পানির অধীনে গৃহিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরুপ:

ক) বার্ষিক ১.০০(এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে সীতাকুন্ড উপজেলার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় প্রায় ১৫.০০ (পনের) একর জমি অধিগ্রহন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

খ) এলপি গ্যাস লিমিটেডের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলপিজি ফিলিং মেশিন অটোমেশন করার কার্যক্রম গ্রহণের কাজ চলমান।

গ) টাঙ্গাইলস্থ এলেঙ্গায় বার্ষিক ২০ (বিশ) লক্ষ সিলিন্ডার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে Fisibility Studz এর কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন:

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিআইএম, পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত ও পরিচালিত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অত্র কোম্পানি হতে জনবল প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া করোনা মহামারী পরিস্থিতির কারণে বর্তমানে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৭) পরিবেশ সংরক্ষণ:

দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই ১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামস্থ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির সকল প্রকার অপারেশনসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলতঃ দেশের বনাঞ্চল ধ্বংসরোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোম্পানিটি বর্তমানে দেশে গৃহস্থালি রান্নার কাজে ব্যবহৃত গাছ ও লতা-গুল্মের বিকল্প হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে উৎপাদিত বার্ষিক প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন এলপিজি বোতলজাত করে সারাদেশে ভোক্তাসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

(৮) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতা থাকায় গৃহস্থালি রান্নার জ্বালানি হিসেবে লাইন গ্যাসের সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। বোতলজাত এলপিজি সারাদেশের ভোক্তাগণের নিকট সুলভ মূল্যে ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কক্সবাজারের মহেশখালি এলাকায় বার্ষিক ১০.০০(দশ) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার একটি প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে এ লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় ৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া বহুতল ভবনসহ বাণিজ্যিক, শিল্প ও আবাসিক ব্যবহারকারীদের জন্য বোতলজাত ও বাল্ক এলপিজি সরবরাহের লক্ষ্যে সারাদেশে এলপিজি সরবরাহ ও বাজারজাত নেটওয়ার্ক তৈরীর জন্য কোম্পানির পরিকল্পনা রয়েছে।

(৯) অন্যান্য কার্যক্রম (যদি থাকে):

অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে কোম্পানির খালি জায়গায় বৃক্ষরোপন করা, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ, সিএসআর-এর আওতায় বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানের এমপয়ীদের ও দুস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

১। কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো:

কোম্পানি পরিচিতি:

বিগত ১৯৬৫ সালে এসো স্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (এশিয়াটিক)- এর যৌথ উদ্যোগে ৫০:৫০ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে 'স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত। এসো 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার এবং এশিয়াটিক 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার।

বিগত মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে 'এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫'- এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং বিপিসি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির ৯৮,৮০০ টি বি-ক্লাশ সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে কোম্পানির ৫০% মালিকানা ''বি'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা- 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন' এবং অবশিষ্ট ৫০% মালিকানা ''এ'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

কোম্পানির আর্টিকেলস অব এ্যাসোসিয়েশনের ধারা মোতাবেক 'এ' ক্লাশ ও 'বি' ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত সম সংখ্যক (দুই জন করিয়া মোট ৪ জন) পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদ গঠিত এবং "বি" ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত পরিচালকগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় দিক-নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে।

কোম্পানির কার্যক্রম:

ক) লুব বেইস অয়েল এবং অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি সংগ্রহ ও আমদানি।

খ) লুব বেইস অয়েল বেন্ডিং এবং বিভিন্ন গ্রেডের ও মানের লুব্রিকেটিং পন্য সামগ্রী উৎপাদন।

গ) বেইস অয়েল ষ্টক বা কাঁচামাল, অবশ্যকীয় এ্যাডিটিভস, প্রস্তুতকৃত লুব্রিকেটিং অয়েল, প্যাক্ট বিটুমিন সহ লুব্রিকেটিং পণ্যাদি আমদানি, উৎপাদন ও বিপণন।

ঘ) মিশ্রণসূত্রে লুব্রিকেন্টস পণ্যাদি উৎপাদন।

ঙ) পেট্রোলিয়াম (পরিশোধিত) পণ্য গুদামজাতকরণের অবকাঠামো বা ফেসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থাপন।

চ) বিপণন কোম্পানিসমূহের চাহিদা মোতাবেক লুব বেইস অয়েল সরবরাহ ও ব্লেন্ডিং কার্যসম্পাদন ।

ছ) এ প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানি হিসেবে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিটুমিন, এল পি গ্যাস, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ঝ) লুব অয়েল ব্লেন্ডিং এর পাশাপাশি নিজস্ব লুবজোন ব্রান্ডে লুব অয়েল ব্লেন্ডিং করে সমগ্র বাংলাদেশে লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা।

ঞ) পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ।

ট) বিপণন কোম্পানী হিসাবে দায়িত্ব পালন বা যে কোন ফার্মে বা কোম্পানির সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বা অন্য যে কোন প্রকারের চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট সম্পাদন।

কোম্পানির জনবল কাঠামো:

বর্তমানে কোম্পানিতে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা, শ্রমিক ও কর্মচারিগণ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেনঃ-

মোট কর্মকর্তার সংখ্যা = ৫৭ জন
মোট শ্রমিক/কর্মচারীর সংখ্যা = ৭০ জন

২। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

এসএওসিএল বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১১০০.০০ মে.টন লুব্রিকেটিং বেইজ অয়েল আমদানি করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ৩৪৫৯.০০ মে.টন লুব অয়েল উৎপাদন (ব্লেন্ডিং) করেছে। উৎপাদন (ব্লেন্ডিং) এর পাশাপাশি ৩৪৮৭.০০ মে.টন লুবজোন ব্র্যান্ডের লুব্রিকেটিং অয়েল বাজারজাত করেছে। এছাড়া ০.০১১ লক্ষ মে.টন এল পি গ্যাস, ০.১০ লক্ষ মে.টন বিটুমিন, ০.১৫ লক্ষ মে.টন ডিজেল, ০.৩ লক্ষ মে.টন ফার্নেস অয়েল এবং ০.০০৮ লক্ষ মে.টন এভিয়েশন ফুয়েল (JET-A1) বাজারজাত করেছে।

৩। আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

প্রোভিশনাল

জাতীয় কোষাগারে জমা প্রদানঃ		(কোটি টাকা)
১। আয়কর	=	৬.০২
২। শুল্কখাতে	=	১২.৪০
৩। ভ্যাট	=	২১.৯৫
সর্বমোট	=	৪০.৩৭
কর পূর্ব মুনাফা	=	৫.০১
কর পূর্ব মুনাফার উপর প্রদেয় কর	=	১.৯৫
নীট মুনাফা	=	৪.০৬

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড: প্রযোজ্য নয়।

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

গ্রীজ প্ল্যান্ট স্থাপনঃ বাজারে ক্রমবর্ধমান গ্রীজের চাহিদা মেটাতে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন একটি আধুনিক মাল্টি গ্রীজ প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা আনুমানিক ১০০০ মে.টন। চলমান মহামারী কোভিড-১৯ রোগের প্রকোপ কমে আসলে কমিশনিং কার্যক্রম সমাপ্ত করে চলতি অর্থবছরে উৎপাদন পর্যায় যেতে পারবে বলে আশাবাদী।

৬। মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

সংস্থা সমূহের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
ক	খ	গ
স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	২৬	৮৭
মোট=	২৬	৮৭

৭। পরিবেশ সংরক্ষণ:

৭.১ পেট্রোলিয়াম পণ্যের নির্গমনের কারণে নদীর পানি দূষিত হয়ে পরিবেশের বিপর্যয় এড়াতে মজুদকৃত মালামাল অনুসারে সমগ্র ট্যাংক ফার্ম এলাকায় ডাইক ওয়াল বিদ্যমান রয়েছে এবং আপদকালীন সময়ে উপচে পড়া/লিকেজ হওয়া মজুদকৃত তেল সংগ্রহের জন্য ২ চেম্বার বিশিষ্ট ২ টি Sump বিদ্যমান রয়েছে। নদীতে তেল ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে স্থাপনার ভেতর ড্রেনের শেষ প্রান্তে গেইট ভাল্ব সংযোজিত আছে। Oil Spillage রোধ কল্পে Oil Protection Boom, Skimmer ইত্যাদি রাসায়নিকের ব্যবহার ভবিষ্যতে যুক্ত করা হবে।

৭.২ পরিবেশের কোন বিপর্যয়/ক্ষতি না হয় সে লক্ষ্যে কোম্পানি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে গ্রাহককে নির্ভেজাল ও মানসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম ও লুব অয়েল পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে কোম্পানির প্রধান স্থাপনায় টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে;

৭.৩ কোম্পানির স্থাপনা/ডিপোতে অগ্নিনির্বাপনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নিনির্বাপন সামগ্রী মজুদ রয়েছে;

৭.৪ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির স্থাপনা/ডিপোতে নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়;

৮। ভবিষৎ কর্ম পরিকল্পনা এবং:

ক) ফায়ার ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ:

কোম্পানীর নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণ, নতুন ট্যাংক নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ায় Fire system protection rules অনুযায়ী Fire water capacity বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। তাই ১,০০,০০০ লিটার ক্যাপাসিটির ফায়ার ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) জেটি পাইপ লাইনের পুনঃ সংস্কার ও প্রতিস্থাপন:

দীর্ঘদিনের পুরাতন জেটি এলাকার সম্পূর্ণ পাইপ লাইন (ডিজেল, লুব, ফার্নেস অয়েল) লোনা আবহাওয়া থাকায় এবং মরিচা ধরায় ম্যাটেরিয়াল ক্ষয় জনিত কারণে প্রতিস্থাপন করা জরুরি হয়ে পড়ায় আনুমানিক ৭০০ মিটার নতুন এম এস পাইপ প্রতিস্থাপন করা হবে। বর্তমানে স্থাপিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে জেটি থেকে তৈল খালাস করে ট্যাংকে মজুদ রাখা হচ্ছে।

গ) ব্রেক ফ্লুইড এবং রেডিয়েটর কুল্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপন:

এ কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় একটি রেডিয়েটর কুল্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে আনুমানিক ১০০০ মে.টন এবং একটি ব্রেক ফ্লুইড প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে আনুমানিক ৫০০ মে.টন।

ঘ) প্রধান স্থাপনায় নতুন ডেলিভারী পাইপ লাইন স্থাপন, ট্যাংক ও পাইপ লাইন রংকরণ এবং ওয়্যার হাউজ সংস্কার সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

৯) অন্যান্য কার্যক্রম:

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর আওতায় কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করে থাকে।

এছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন/অনুদান প্রদান করা হয়।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড

কোম্পানির ইতিবৃত্ত

প্রধান কার্যালয়	:	১৯৮ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ।
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ।
নিবন্ধনের তারিখ	:	২২ শে অক্টোবর, ১৯৬৩।
ব্যবসার প্রকৃতি	:	তেল বিপণন কোম্পানী গুলোর পক্ষে লুব্রিকেটিং অয়েল বেন্ডিং। বেইজ অয়েল আমদানী ও বিপণন এবং বিটুমিন ও ব্যাটারী বিপণন।
কোম্পানীর ধরন	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী।
তালিকাভূক্তি	:	ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এর সহিত তালিকাভূক্ত।
অনুমোদিত মূলধন	:	১০০.০০ মিলিয়ন টাকা।
পরিশোধিত মূলধন	:	১১.৯২৮ মিলিয়ন টাকা।
শেয়ার সংখ্যা	:	১১,৯২,৮০০।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস বেন্ডার্স লিমিটেড

৩১ শে মার্চ ২০২২ তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	হাজার টাকায়	
	৩১ শে মার্চ ২০২২	৩০ শে জুন ২০২১
সম্পত্তি সমূহ		
স্থায়ী সম্পত্তি সমূহ		
স্থাবর সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা	৬,৮০৬	৭,০৬৬
চলমান স্থাবর সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা	১৮,১৮৪	-
বিনিয়োগ-শেয়ার	১,৫৬৯	১,৩৪০
মোট স্থায়ী সম্পত্তি সমূহ	**২৬,৫৫৯**	**৮,৪০৬**
চলতি সম্পত্তি সমূহ		
মজুদমাল	৭৬,১২৮	৮০,১৮৯
দেনাদার	১৭,৯৫০	১৬,০২৮
অগ্রিম, জমা ও আগাম প্রদান	২১,৮৭২	২৪,৬৪০
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৩১২,৭৬২	৩৫০,৬৯০
মোট চলতি সম্পত্তি সমূহ	**৪২৮,৭১২**	**৪৭১,৫৪৭**
মোট সম্পত্তি সমূহ	**৪৫৫,২৭২**	**৪৭৯,৯৫৩**
মালিকানাসত্ব ও দায় সমূহ		
মালিকানাসত্ব		
শেয়ার মূলধন	১১,৯২৮	৯,৯৪০
সংরক্ষিত আয়	২০৩,১৫৮	২১৩,৯০১
অবচয় তহবিল সঞ্চিত	১,৯৩২	১,৭৫৩
সাধারণ সঞ্চিতি	৬৬৭	৬৬৭
মোট মালিকানাস্বত্ব	**২১৭,৬৮৪**	**২২৬,২৬১**

	হাজার টাকায়	
	৩১ শে মার্চ ২০২২	৩০ শে জুন ২০২১
স্থায়ী দায় সমূহ		
বিলম্বিত কর দায়	৭২৭	৮৩২
মোট স্থায়ী দায় সমূহ	৭২৭	৮৩২
চলতি দায় সমূহ		
অগ্রীম বিক্রয়	২,৩২২	১,৫৩৭
পাওনাদার ও বকেয়া সমূহ	১৯১,১৮৮	২১৮,২৬০
রিভলভিং তহবিল	১২,১০৭	১২,১০৭
লভ্যাংশ খাতে দায়	১৫,০১০	২,৩৬৮
আয়কর খাতে দায়	১৬,০১৪	১৫,০৭২
মুনাফার শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব ও কল্যাণ তহবিল	২২০	৩,৫১৬
মোট চলতি দায় সমূহ	২৩৬,৮৬০	২৫২,৮৬০
মোট দায় সমূহ	২৩৭,৫৮৭	২৫৩,৬৯২
মোট মালিকানাস্বত্ব ও দায় সমূহ	৪৫৫,২৭২	৪৭৯,৯৫৩
শেয়ার প্রতি নীট সম্পত্তির মূল্য (এনএভি) (টাকা)	১৮২.৫০	২২৭.৬৩

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড

৩১ শে মার্চ ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

	হাজার টাকায়	
	৩১ শে মার্চ ২০২২	৩০ শে জুন ২০২১
মোট রাজস্ব	৫২,৬৩০	৪২২,৩৫৫
প্রকৃত খরচ	(৬১,০৭৬)	(৩৭১,৩২৪)
মোট মুনাফা / (ক্ষতি)	(৮,৪৪৫)	৫১,০৩১
প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	(১,৩০৫)	(২,০৫৫)
পরিচালন লাভ / (ক্ষতি)	(৯,৭৫০)	৪৮,৯৭৬
অপরিচালন আয়	১৩,৯২৯	২০,৯২৫
বিনিয়োগ ক্ষতি	২২৯	৪২৫
ব্যবসায়িক মুনাফা	৪,৪০৮	৭০,৩২৬
মুনাফার শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব ও কল্যাণ তহবিলে দেয়	(২২০)	(৩,৫১৬)
করপূর্ব মুনাফা	৪,১৮৮	৬৬,৮১০
আয়কর বাবদ বরাদ্দ		
চলতি বছর		(১৫,০৭২)
বিলম্বিত কর	১০৫	১২৪
	(৮৩৭)	(১২,২৬১)
কর পরবর্তী মুনাফা	৩,৩৫১	৩৭,৪৬৭
অন্যান্য সামগ্রিক আয়	-	-
অবচয় তহবিলে স্থানান্তর	(১৭৮)	(৮২৪)
মোট সামগ্রিক আয়	৩,১৭৩	৫১,০৩৯
শেয়ার প্রতি আয় (ই পি এস- প্রাথমিক (বেসিক)) টাকায়	২.৮১	৫২.১৮

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

১. দপ্তর /সংস্থার পরিচিতি ও কার্যবলী:

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতিত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিস্কার, মূল্যয়ন এবং ভূতাত্ত্বিক বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশী প্রশিক্ষণসহ এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মনিক বিষয়ক গবেষণাগার সমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট, কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণবালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিস্কৃত হয়েছে। জিএসবি কর্তৃক আবিস্কৃত কয়লা ও পিট বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১.১ জনবল কাঠামো:

১.১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) ২০২১-২২। (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১	২	৩	৪
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৬৫১	৪১০	২৪১
মোট	৬৫১	৪১০	২৪১

১.১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৬০	২২	১৩০	২৯	২৪১

২. ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য: বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি'র) বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় রাজস্ব খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৩ টি বহিরঙ্গন কর্মসূচীর মাধ্যমে ১,৮৫৮ বর্গ কি.মি. ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন, ৩২৫ বর্গ কি.মি. ভূ-পদার্থিক মানচিত্রায়ন, ৪০ বর্গ কি.মি. বৈশ্লেষিক রসায়ন অনুসন্ধান এবং ৩০ লাইন কি.মি. ভূপদার্থিক অনুসন্ধান ও চৌম্বকীয় ধাতব খনিজের মজুদ, বিস্তৃতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ২০১৪ ফুট গভীরতায় ০১ টি কূপ খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈশ্লেষিক রসায়ন গবেষণাগারে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৩৫১ টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

"জিও ইনফরমেশন ফর আরবান পানিং এন্ড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিওইউপিএসি)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ১৭ নভেম্বর খুলনা সিটি করপোরেশন ও ০৯ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া পৌরসভায় স্টেকহোল্ডার ও পেশাগত ব্যক্তিদের সাথে একটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। জিএসবির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৫ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে জিএসবি কর্তৃক ১টি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং এবস্ট্রাক প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়।। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরে 'মুজিব কর্নার' স্থাপন করা হয়।

২০২১-২২ সময়ে সম্পন্ন কর্মসূচি:

১. "সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত দেবহাটা ও কালীগঞ্জ উপজেলার উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন";

২. রাঙামাটি জেলার রাঙামাটি সদর উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ণ;

৩. দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত কুতুবপুর ম্যাগনেটিক বডির উপর ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন (ডিজিএইচ-৭৭/২২) শীর্ষক কর্মসূচি;

৪. বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মাইক্রোফসিল (ফোরামিফেরার,অস্ট্রাকোডা, গ্যাস্টোপোডা এবং পেলিসাইপোডা) এর সমাবেশ, বিস্তার এবং গোবাল ওয়ার্মিংয়ের প্রভাব চিহ্নিতকরণ, কক্সবাজার সদর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ;

৫. বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলায় প্রবাহিত যমুনা নদীর গতিপথের পরিবর্তন, ভাঙ্গন প্রবনতা নির্ধারণ এবং ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ণ;

৬. রাঙামাটি জেলার কাউখালি উপজেলার পরিবেশ ভূতাত্ত্বিক নিরুপণ এবং ভূমিধবস জোনেশন মানচিত্রায়ণ;

৭. ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা এলাকার ± ৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ পানি ও নললের ভূ-রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পানির গুনগত মান, পরিবেশ মূল্যায়ন এবং ভূ-রাসায়নিক মানচিত্র প্রস্তুতকরণ;

৮. কক্সবাজার জেলার রামু, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার টারশিয়ারী পাহাড়সমূহের পলল ও পাললিক শিলার মনিকতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ;

৯. ভূগর্ভস্থ ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রতিসরণ ভূকম্পন পদ্ধতির মাধ্যমে দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর ও পার্বতীপুর উপজেলাসমূহের অন্তর্গত এলাকায় ভূপদার্থিক জরিপ;

১০. দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ও তদসংলগ্ন এলাকায় আঞ্চলিক/প্রফাইলিং অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ;

১১. বহিরঙ্গনে ভূপদার্থিক যন্ত্রপাতিসমূহের (অভিকর্ষিয়, চুম্বকীয়, ভূবৈদ্যুতিক ও ভূকম্পন) কার্যকারিতা পরীক্ষণ কর্মসূচি-২০২১;

১২. খুলনা জেলার খালিশপুর থানার শিল্প এলাকা এবং তৎসংলগ্ন মাটি এবং পানিতে স্থানীয় শিল্পের দূষণের পরিমাণ নির্ণয়।

১৩. "দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন মোস্তফাপুর ইউনিয়নে একটি অনুসন্ধান কূপ (জিডিএইচ-৭৭/২২) খনন"।

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (লক্ষ টাকায়)

২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	২
রাজস্ব : ৩৮২৮.৩৬ (২০২১-২২ সালের সংশোধিত বাজেট)	৩৫৫৯.৪৮ (৯২.৯৮%)
GeoUPAC প্রকল্পে: ৫০০.০০ (লক্ষ টাকায়)	৫০২.৭৯ (১০০.৫৫%)

৪. বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড: ২০২১-২২ অর্থবছরে কোন প্রকল্প সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয় নাই ।

৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

বরিশাল, খুলনা সিটি করপোরেশন, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় "জিও ইনফরমেশন ফর আরবান পানিং এন্ড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিওইউপিএসি)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পের ক্রমপঞ্জীভূত আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৯৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯২.৫০% । জিএসবির ০৪ জন প্রকল্প সম্পর্কিত কর্মকর্তা ৩০ মে জার্মানী গমন করেন। সেখানে কর্মকর্তারা ০১ জুন থেকে ০১ জুলাই পর্যন্ত সময়ে RADAR InSAR data processing and techinical map making শীর্ষক ০২টি ওভারসিস প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। ১২-১৫ জুন জিএসবির ০৬ জন অফিসার "Training on Regional Seismic Hazard Assessment in Bangladesh ,June 2022" শীর্ষক প্রশিক্ষণে ও ২০-২২ জুন "Seismic Building Code in Bangladesh and its Comparison with Seismic Hazard Assessment of GeoUPAC project" শীর্ষক প্রশিক্ষণে জিএসবির ০৮জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

- প্রকল্পের আওতায় ৪টি প্রকল্প এলাকায় এ পর্যন্ত মোট ৩৬৮ টি বোর হোল সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৪টি প্রকল্প এলাকা বরিশাল, খুলনা সিটি করপোরেশন, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর এর সমস্ত সাব-সারফেস মাটির নমুনা এসপিটি ড্রিলিং এর মাধ্যমে সমস্ত ভূ-প্রকৌশলগত বোর হোল এর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- বহিরঙ্গনের মাধ্যমে সংগৃহীত সকল মাটি নমুনার পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে। সকল তথ্য ISEG ডিজিটাল ডাটাবেজে আপডেট করা হয়েছে।
- সমস্ত প্রকল্প এলাকার PS logging এবং MASW জরিপ এর ফিল্ড ওয়ার্ক এবং ডাটা প্রসেসিং সম্পন্ন হয়েছে।
- ১১ টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- এছাড়া এ পর্যন্ত ইনহাউজ /দেশে/বিদেশে/অনলাইন কারিগরি প্রশিক্ষণ/ প্রকল্প সম্পর্কিত লোকবল ও স্টেকহোল্ডারদের কমিউনিটি প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত ফিল্ড টেষ্ট সহ মোট ৩৬ টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে জিএসবি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে প্রকল্প সম্পর্কিত ০৫টি এবং ০২টি প্রকল্প সমর্থিত এবস্ট্রাক প্রকাশ করা হয়।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে ০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ৫০ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ২১৭ জন কর্মকর্তা / কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও জিএসবির জিএটিসি ৫৪টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৫৬৮ জন কর্মকর্তা / কর্মচারীর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। অত্র অধিদপ্তরে ০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ২১ টি সেমিনার /ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৭ জন।

৭. পরিবেশ সংরক্ষণ: প্রযোজ্য নয় ।

৮. ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

- "বাংলাদেশে ভূমিধ্বস আপদ মূল্যায়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও ভূমিধ্বস আগাম সতর্ক ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে ভূমিধ্বস ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প এবং "বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের খনন স্বক্ষমতাবৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প ২টি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সমগ্র বাংলাদেশের পার্বত্য মানচিত্রায়ন (ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক, ভূরাসায়নিক), খননের সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবক্ষেপণ/খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে ০৭ টি পর্যায়ে "বাংলাদেশের সমন্বিত জিও রিসোর্স এক্সপ্লোরেশন"।
- উপকূলীয় নদী, মোহনা ও উপকূল সন্নিকটস্থ অগভীর এবং গভীর সাগর বক্ষের ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন। ভূমিক্ষয়, ভূমিগঠন এবং অবক্ষেপিত পললের প্রকৃতি ও অন্তঃস্থ গুনাগুন নির্ণয়। ভূমি অবনমনের কারণ ও হার নির্ণয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকির প্রভাব বিশ্লেষণের লক্ষ্যে "বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সমুদ্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ"।
- এছাড়া, খুলনা, চট্টগ্রাম ও বগুড়ায় বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিস স্থাপন এবং ঢাকার মিরপুরে একটি আধুনিক ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

৯. অন্যান্য কার্যক্রম (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয় ।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

ভূমিকা

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট' নামে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৬ সময়ব্যাপী দুই পর্যায়ে ইউএনডিপি, নোরাড ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয় এবং উল্লিখিত সময়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নিজস্ব ভবনটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন-২০০৪' দ্বারা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও পেশাজীবীদের কারিগরি, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, উচ্চতর গবেষণা, পেট্রোলিয়াম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় উপাত্তের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা ডাটা ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর উদ্দেশ্য ছিল। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের মূল ভবনটি কিছুটা সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকায়ন করার মাধ্যমে অধিকতর মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

বিপিআই এর পরিচালনা ব্যয় প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত আয়, সরকারের রাজস্বখাত, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা নির্বাহ করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাও বিপিআই এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত পেশাজীবীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যাদি এবং শিক্ষামূলক সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালনা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কার্যাদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিপিআই গভর্নিং বোর্ডের ৭৬ (ছিয়াত্তর) টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (Centre of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন
২. ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন
৩. তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর উপর অর্পিত কার্যাবলি-

(ক) তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তার উচ্চতর প্রশিক্ষণ, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা ও ক্রমান্বয়ে এই সকল কর্মকান্ডের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে উপযোগী স্থাপনাদি উন্নয়ন ও সুযোগ সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা;

(খ) তেল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরিচালনা এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা;

(গ) বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ঘ) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে তেল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটকে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;

(ঙ) জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও বিক্রয় করা;

(চ) ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস ও ইন্সটিটিউট পরিচালিত যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত ও অনুমোদিত হারে ''ফি''গ্রহণ করা;

ছ) ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার, ওয়ার্কশপ, ডরমিটরি ও অন্যান্য সুবিধাদি স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বের অন্যত্র পরিচালিত অনুরূপ ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা।

জনবল কাঠামোঃ

বিপিআই-এর বিদ্যমান জনবল চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১।	মহাপরিচালক	০১	০১	--	প্রেষণে নিয়োজিত
২।	পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)	০১	০১	--	প্রেষণে নিয়োজিত
৩।	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পিএসও)	০২	০০	০২	
৪।	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০৩	০১	০২	
৫।	উপ-পরিচালক	০২	০০	০২	
৬।	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এসও)	০৮	০৭	০১	
৭।	সহকারী পরিচালক	০৪	০৪	০০	
	২য়-৯ম গ্রেড মোট	২১	১৪	০৭	
৮।	হিসাব রক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার	০১	০১	--	
৯।	টেকনিশিয়ান (ল্যাব/কম্পিউটার)	০২	০২	--	
১০।	পিএ	০৩	০১	০২	
১১।	নকশাকার	০১	০১		
১২।	সহকারী (স্টোর/হিসাব/প্রশিক্ষণ/লাইব্রেরি)	০৪	০৪	--	
১৩।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩	০২	০১	
১৪।	গাড়িচালক	০৪	০৩	০১	
	১৩-১৬তম গ্রেড মোট	১৮	১২	০৪	
১৫।	ম্যাপ কপিয়ার/এমোনিয়া প্রিন্টার/পিপিসি অপারেটর	০২	০২	--	
১৬।	ল্যাব এটেনডেন্ট	০১	০১	--	
১৭।	দপ্তরী	০১	০১	--	
১৮।	অফিস সহায়ক	০৬	০৬	--	
১৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	০৩	০৩	--	
২০।	ঝাড়ুদার	০১	০১	--	
২১।	মালী	০১	০১	--	
	১৭-২০তম গ্রেড মোট	১৫	১৫	--	
	সর্বমোট: (১ম+৩য়+৪র্থ)	৫৪	৪১	১১	

বিপিআই এর জনবল কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে ১১ টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণির ০৭ টি পদ শূন্য আছে। তন্মধ্যে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পিএসও) এর ১টি, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এসএসও) এর ১টি এবং উপ-পরিচালক এর ১টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিপিআই-কে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বর্তমান জনবল কাঠামোর পুনর্গঠন এবং প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিপিআই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নতুন ভবন নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ

সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার (Training related equipments software) ও আসবাবপত্র সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাবনা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডারে করোনা অতিমারীর কারণে ২২ (বাইশ) টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৪ (চার) টি কর্মশালা আয়োজনের সংস্থান রাখা হয়। করোনা অতিমারীর সকল প্রতিকূলতা পরাভূত করে ২০২১-২২ অর্থবছরের অনুমোদিত কোর্স ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে ২২ (বাইশ) টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৪ (চার) টি কর্মশালা সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত ২২ (বাইশ) টি প্রশিক্ষণে ৬৯১ (ছয়শত একানব্বই) জন ও ৪ (চার) কর্মশালায় ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৮ (আট) টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে মোট ১০২ (একশত দুই) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৮ (আট)টি অনুরোধকৃত প্রশিক্ষণ এবং ১টি অনুরোধকৃত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে মোট ৩০৮ (তিনশত আট) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। বর্ণিত সময়ে সর্বমোট (৬৯১+৪৯+১০২+৩০৮) = ১,১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নের হার ১০০+%।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিপিআই কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের খন্ডচিত্র।

এছাড়াও ২০২১-২২ অর্থবছরে বিপিআই দুই মাস ব্যাপী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের (১ম ব্যাচ) আয়োজন করে। সেখানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি থেকে ৩১ (একত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। কোর্সটি করোনা পরিস্থিতির কারনে অনলাইনে শুরু হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তা সরাসরি সম্পূর্ণ আবাসিকভাবে আয়োজন করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিপিআই কর্তৃক আয়োজিত দুই মাস ব্যাপী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের খন্ডচিত্র। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাজমুল আহসান, চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা।

বিপিআই এর ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় বাংলাদেশের স্বনামধন্য ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে জনাব ম. হুমায়ুন কবীর, সাবেক রাষ্ট্রদূত / সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জনাব শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পরিসংখ্যান বিভাগ, জনাব মোঃ মোস্তা গাওসুল হক, প্রিন্সিপাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট, সিপিটিইউ, আইএমইডি, জনাব শীষ হায়দান চৌধুরী, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), সিপিটিইউ, আইএমইডি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (The Annual Performance Agreement)

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর সঙ্গে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর বার্ষিক ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বিপিআই এর কার্যসম্পাদনের মান অত্যন্ত ভাল।

ইনোভেশন

২০২১-২২ অর্থবছরে বিপিআই এর ইনোভেশন কার্যক্রম এর আওতায় ৪ (চার) টি চতুর্থ শিল্প বিপব মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন হয় যাতে মোট ১১৫ (একশত পনের) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আওতায় ৪ (চার) টি প্রশিক্ষণে মোট ৮৬ (ছিয়াশি) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। বিপিআই এর ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় ভান্ডার শাখার স্টক কন্ট্রোল সফটওয়্যার স্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে ভান্ডার শাখার যাবতীয় মালামাল এর সার্বিক গতিবিধি নিশ্চিত করা হয়। বিপিআই এর ইনোভেশন কার্যক্রম দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত একটি ইনোভেশন কার্যক্রম পরিদর্শন এর আওতায় বিপিআই এর মোট ৮ জন কর্মকর্তা 'সৈকত খনিজ বালি আহরণ কেন্দ্র' পরিদর্শন করেন।

শুদ্ধাচার

বিপিআই, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী শুদ্ধাচার কর্মকৌশল বাস্তবায়ন কাঠামো প্রণয়ন করে এবং সে অনুযায়ী সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের ২য়-৯ম গ্রেডভুক্ত জনাব মোঃ জিসান ফারদিন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ১০ম-১৬তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ মকবুল আলম, টেকনিশিয়ান ও ১৭তম-২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ সোলায়মান হোসেন , অফিস সহায়ক মোট ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আর্থিক কার্যক্রম

বিপিআই এর আর্থিক হিসাব ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি হিসাব শাখা রয়েছে। যাবতীয় আয়-ব্যয়, লেনদেনসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ শাখা পালন করে থাকে।

বিপিআই একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হলেও সরকারি হিসাব পদ্ধতিই এখানে চালু রয়েছে। বিপিআই এর নিম্নলিখিত উৎস হতে তহবিল প্রাপ্ত হয় :

(ক) সরকারি অনুদান

(খ) পেট্রোবাংলার অনুদান

(গ) বিপিসির অনুদান

(ঘ) নিজস্ব আয়

২০২১-২২ অর্থবছরের আয়

ক্রমিক নং	উৎস	পরিমাণ
১।	সরকারি অনুদান	২,৮৪,৪৯,৯৫০.০০
২।	পেট্রোবাংলা	৮০,০০,০০০.০০
৩।	বিপিসি	১৫,০০,০০০.০০
৪।	প্রশিক্ষণ ফি ও অন্যান্য	৬০,৪৬,৫৬২.০০
৫।	নিজস্ব তহবিল বিনিয়োগ থেকে অর্জিত সুদ	৮৮,২৬,৬৬৫.২৫
	মোট	৫,২৮,২৩,১৭৭.৯৫

বিপিআই পরিচালনার জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫,৫৮,৮৫,০০০/- (পাঁচ কোটি আটান্ন লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকার বাজেট (মূল বাজেটে) গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ছিলো। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৪,১৪,২২,৫২৩/২৫ (চার কোটি চৌদ্দ লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত তেইশ টাকা পঁচিশ পয়সা) টাকা অনুমোদিত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে সর্বমোট ব্যয় হয় ৩,০৪,৬৪,৯২৯/৫৬ (তিন কোটি চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার নয়শত উনত্রিশ টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা) টাকা।

উল্লেখ্য, বিপিআই এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের সাধারণ মঞ্জুরী অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত ২,৮৪,৪৯,৯৫০ (দুই কোটি চুরাশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা হতে জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ মাস পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হয় ২,৫৯,৩৮,০৯৯/১৭ (দুই কোটি উনষাট লক্ষ আটত্রিশ হাজার নিরানব্বই টাকা সতের পয়সা) টাকা এবং অবশিষ্ট অব্যয়িত ২৫,১১,৮৫০/৮৩ (পঁচিশ লক্ষ এগার হাজার আটশত পঞ্চাশ টাকা তিরাশি পয়সা) টাকা সরকারি কোষাগারে সমর্পন / ফেরত প্রদান করা হয়।

বিপিআই এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিপিআইকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান জনবল কাঠামোর উৎকর্ষ সাধন ও যুগপোযোগী যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিতকরণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত হলে গবেষণা ও উন্নয়ন, শিক্ষামূলক সমীক্ষা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি ত্বরান্বিতকরণ হবে। বিপিআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ:

- 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নতুন ভবন নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার (Training Related Equipments Software) ও আসবাবপত্র সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ এবং বর্তমান জনবল কাঠামোকে পুনর্গঠন করা।
- বিপিআইকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে এর জনবল কাঠামো সংস্কার ও অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠনের জন্য বিপিআই এবং Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর মধ্যে চুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ ।
- প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯ এবং বিপিআই কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০১৬ অনুযায়ী বিপিআই-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর কমকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য 'বিপিআই (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা ২০২১' এর খসড়া চূড়ান্ত করে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা।
- বিপিআই-কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের বিখ্যাত সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনা।
- দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
  জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ।

উপসংহার

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিপিআই অপ্রতুল জনবল, ভৌত সুবিধাদি, প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার ও আসবাবপত্রের যে সংকট রয়েছে তা সুরাহা করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল উদ্যোগের ফলে আশা করা যায়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই সকল সমস্যা কাটিয়ে উঠে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। জ্বালানি খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে এ ইন্সটিটিউট তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কার্যক্রম

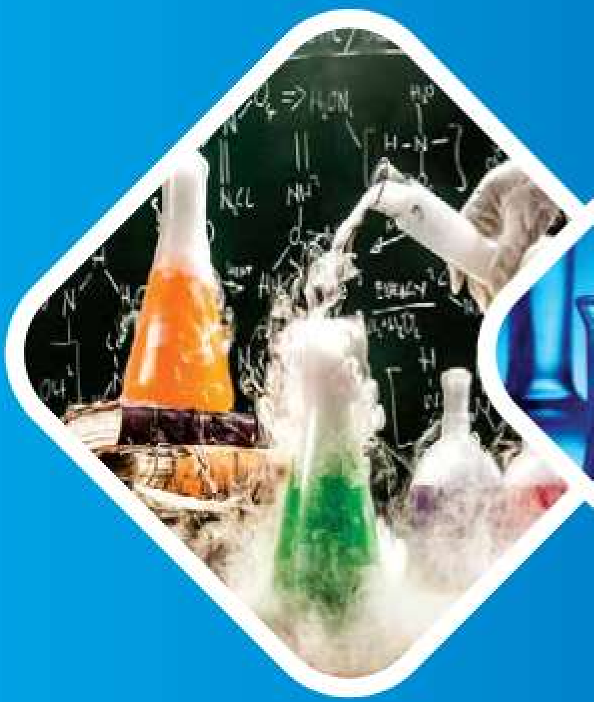

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

১। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচিতি

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং তাঁদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রণীত ২টি সমীক্ষা প্রতিবেদনে হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের Technical Arm/কারিগরী ইউনিট হিসেবে সৃজনের সুপারিশ করে। এ লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরী সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত চলে। প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড সফল সমাপ্তির পর নরওয়ে সরকারের আগ্রহ এবং আর্থিক অনুদানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এপ্রিল ২০০৬ হতে কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলে। তবে দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের এ আর্থিক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, সরকার বিগত মে ২০০৮ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে একটি স্থায়ী কাঠামো হিসেবে রূপদান করে। এ ধারাবাহিকতায় হাইড্রোকার্বন ইউনিটে জনবল নিয়োগের বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয় এবং গত ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তারপর ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে।

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, SDG's Action Plan, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করেছে।

সার্বিক কর্মকান্ড বা কার্যাবলীঃ

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি যে সমস্ত কার্যক্রম চলে আসছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

- তৈল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপণ ও হালনাগাদকরণ;
- জ্বালানি সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- উৎপাদন বন্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ;
- তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- জ্বালানি খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বেসরকারী খাতের সাথে যোগাযোগ করাসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপ্লিশন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজারজাত পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
- মাইনিং সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান;
- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- Gas and Coal Reserve and Production শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- Gas Production, Distribution and Consumption শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

সাংগঠনিক কাঠামো

জনবল কাঠামোঃ

সংস্থা	অনুমোদতি পদের সংখ্যা					কর্মরত জনবলের সংখ্যা				
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৬ জন	০২ জন	০৮ জন	০৯ জন	৩৫ জন	০৯ জন	০১ জন	০৩ জন	০৯ জন	২১ জন

২। ২০২১-২২ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছর হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জন্য সাফল্যমন্ডিত বছর। এই অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সকল লক্ষ্য সফলতাবে অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত প্রতিবেদনসমূহ

- গ্যাস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদনের মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০২১- জুন ২০২২);
- গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১);
- Energy Scenario of Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১) বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের ম্যাপিং;
- "A Training Handbook on Implementation of the 8th Five Year Plan" শীর্ষক দলিলের উপর মতামত;
- "Lubricant Market and its Scenario in Bangladesh" সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন;
- দেশে বিভিন্ন জ্বালানি চালিত যানবাহন সংক্রান্ত প্রতিবেদন;
- HCU Seminar Compilation 2020-21;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত ফ্লায়ার্স;

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়ামঃ

- Future Petroleum Exploration Strategy of Bangladesh;
- দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ডটি আপগ্রেডেশনের চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ;

- Future Potential Transformation in Different Sectors of Power, Energy and Mineral Resources in Bangladesh;
- Current LPG Scenario of Bangladesh: Challenges and Way Forward;
- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্তি এবং অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে Share Off-Load, Repeat Public Offer এবং Bond Issue সহ পুঁজিবাজার ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়;
- LNG Market Scenario: Challenges and Way forward;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ডটি আপগ্রেডেশনের জন্য নিরূপিত চাহিদা অনুযায়ী প্রদত্ত Inception Report এর উপর ওয়ার্কশপ;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে "Energy Security: Modern Context, Challenges and Way Forward" শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনার আয়োজনে সহযোগীতা প্রদান ও ফ্লায়ার প্রকাশ;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং যথাযথভাবে কর্মসম্পাদন;
- শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ যথাযথ বাস্তবায়ন;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দাপ্তরিক, আর্থিক ও কারিগরী বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন;

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

- উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ;
  - হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য PIMS সফটওয়্যার তৈরি;
  - হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ইনভেন্টরি সফটওয়্যার তৈরি;
- উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন;

COVID-19 মোকাবেলায় কার্যক্রম গ্রহণ

- সরকারি বিধি-নিষেধ প্রতিপালন;
- No Mask, No Entry কঠোরভাবে বাস্তবায়ন;
- কুইক রেসপন্স টিম গঠন;

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য তৈরিকৃত অন্তর্বর্তীকালীন ড্যাশবোর্ড হালনাগাদ করণের কার্যক্রম গ্রহণ;

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের চলমান কার্যক্রম

- Gas Depletion Strategy সংক্রান্ত স্টাডি কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাথে জ্বালানি খাতের উন্নয়নে গবেষণা সংক্রান্ত MoU স্বাক্ষর;
- Determining The Nature and Cost of Household Fuel in Rural Areas শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম। সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন;
- Integrated Energy And Power Master Plan (IEPMP) প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

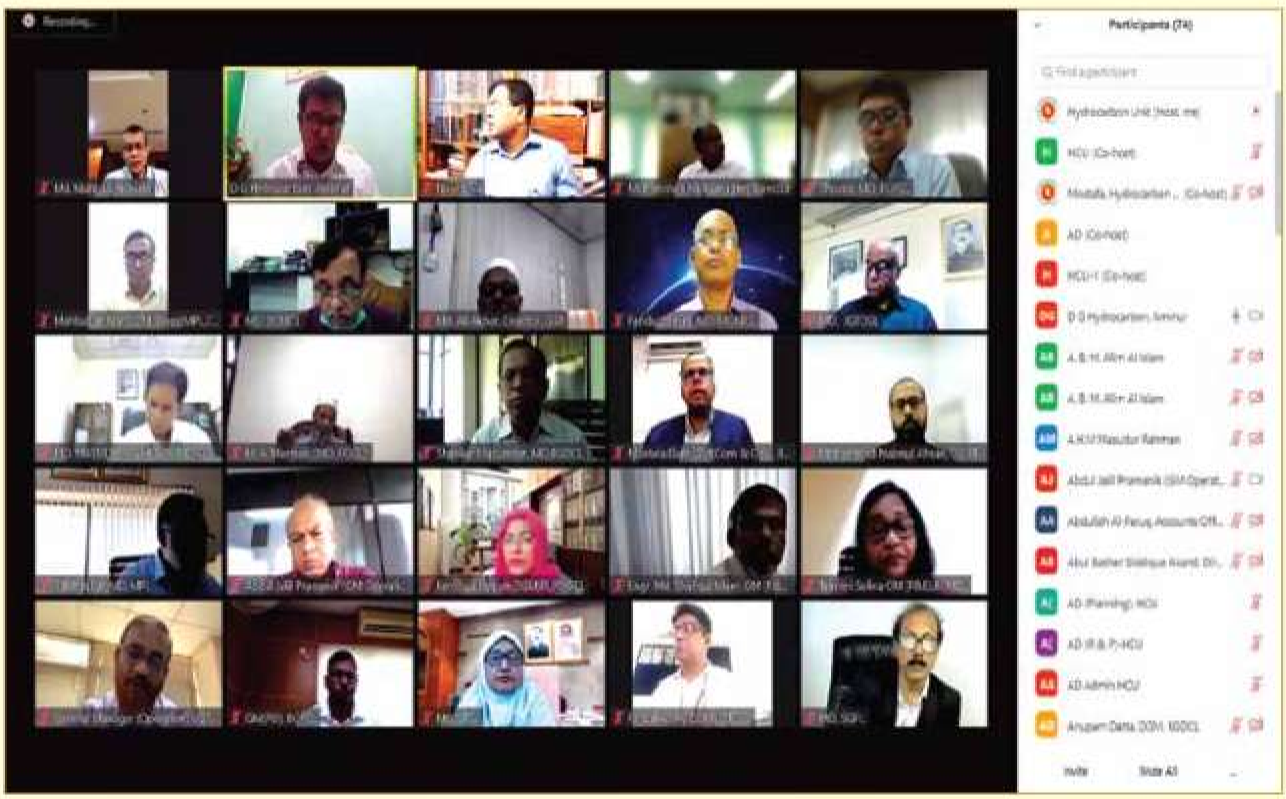

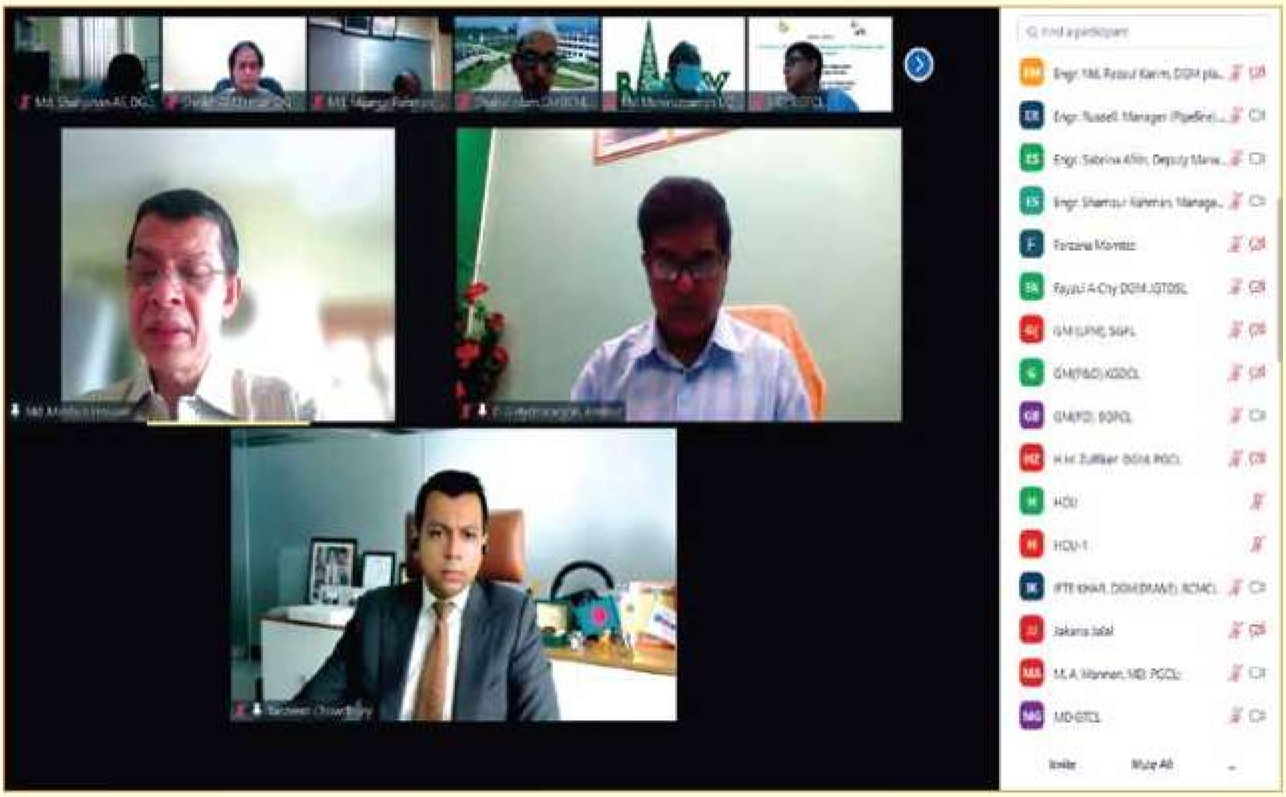
Invite
Mute All

Recording...
Participants (55)
Find a participant
iPhone (2)
SWAPAN-DGM...
Chairman, Petrobangla
Invite
Mute All

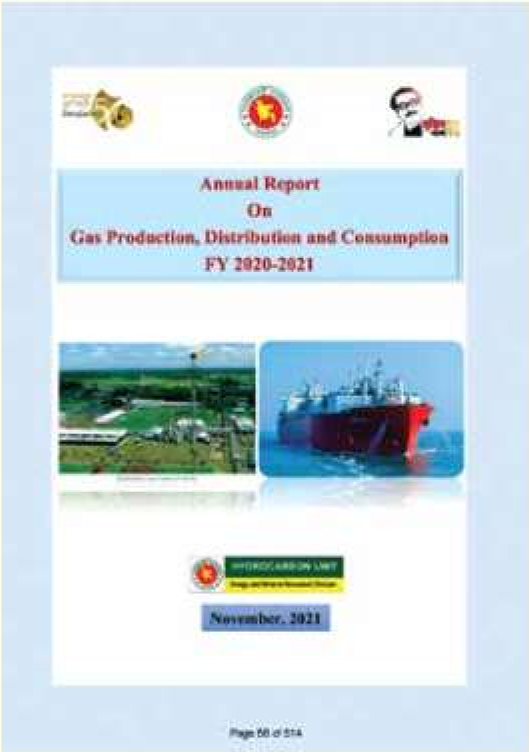
Annual Report
On
Gas Production, Distribution and Consumption
FY 2020-2021
HYDROCARBON UNIT
November, 2021

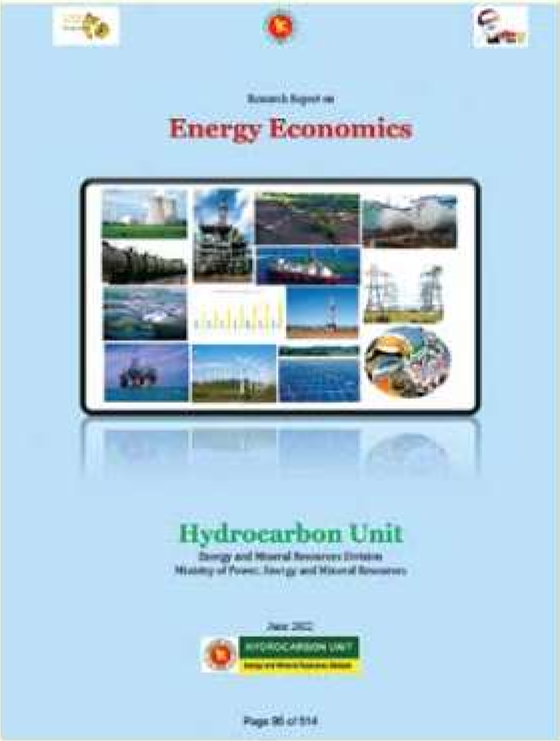
Research Report on
Energy Economics
Hydrocarbon Unit
Energy and Mineral Resources Division
Ministry of Power, Energy and Mineral Resources
HYDROCARBON UNIT

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২১
হাইড্রোকার্বন ইউনিট
www.hcu.org.bd

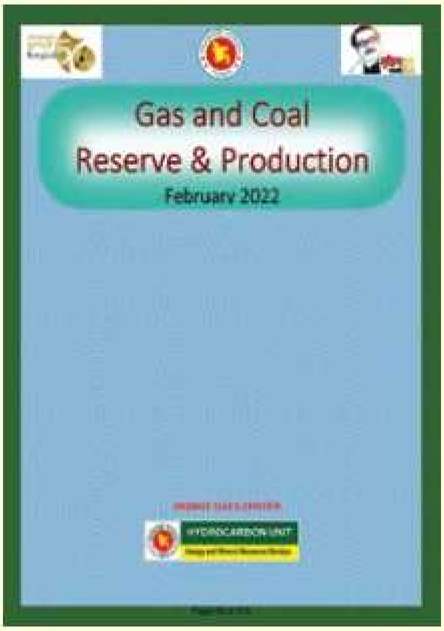
Gas and Coal
Reserve & Production
February 2022
HYDROCARBON UNIT

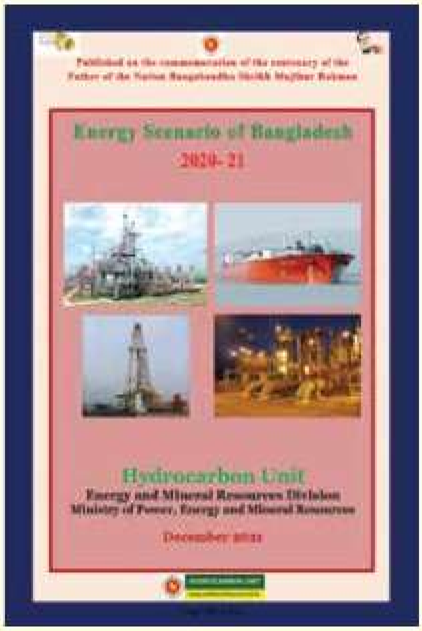
Energy Scenario of Bangladesh
2020- 21
Hydrocarbon Unit
Energy and Mineral Resources Division
Ministry of Power, Energy and Mineral Resources

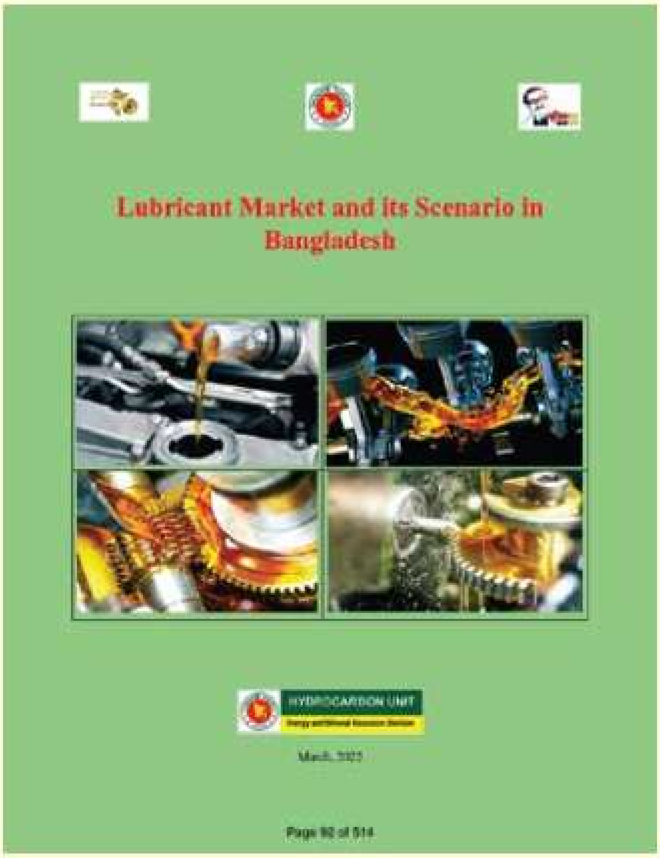

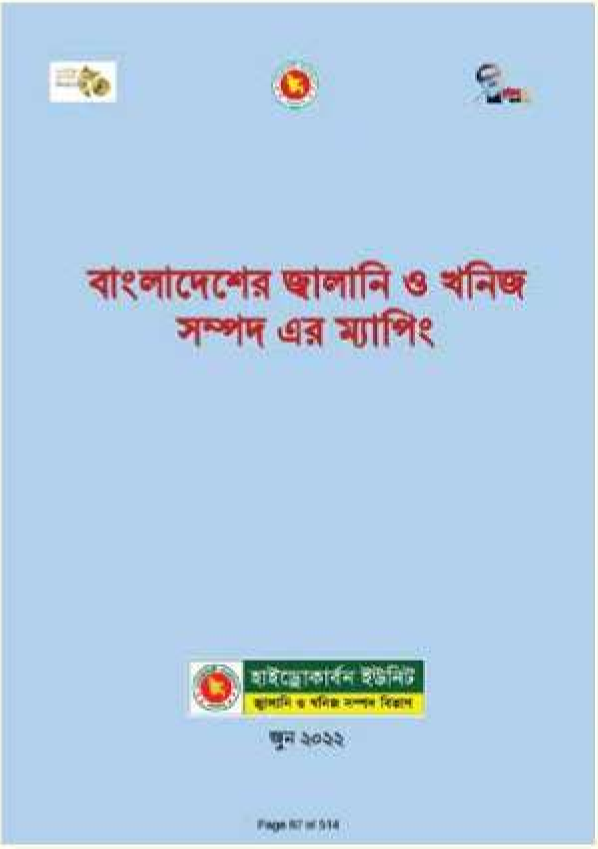

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ (জিওবি)	সংশোধিত মোট বরাদ্দ (জিওবি)	মোট ব্যয় (জিওবি)	উদ্বৃত্ত (জিওবি)
২০২১-২২	৩২৮.০০	৩০৪.০০	২২২.০০	৮২.০০

৪. বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প (২০০২-২০০৮):

ক্রমিক নং	প্রকল্প (মেয়াদকাল)/ কার্যক্রম	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য	আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়)			জনকল্যাণে ভূমিকা	আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান	মন্তব্য
			প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি				
				ব্যয়	%			
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প:								
১।	স্ট্রেন্দেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-১) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের আইনগত ও বিধিগত ভিত্তি তৈরি করা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিটের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদ্ধতি নির্ধারণ ।	১৩১৩.৫৯	১২৩২.০০	৯৪% (বাস্তব ১০০%)	হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা সৃজিত হয়েছে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান রাখছে।	

ক্রমিক নং	প্রকল্প (মেয়াদকাল)/ কার্যক্রম	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য	আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়)			জনকল্যাণে ভূমিকা	আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান	মন্তব্য
			প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি				
				ব্যয়	%			
২।	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কারিগরী দক্ষতা অধিকতর উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসইকরণের মাধ্যমে দেশের তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যাদি প্রদান এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও সহায়তাকরণ।	৩৬৯৭.৮০	৩৫৭১.৫০	৯৭% (বাস্তব ১০০%)	তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের প্রস্তুতকৃত কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের জ্বালানি সেক্টরের পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।	কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।	

৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

- প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resource Management শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন

- হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬ টি এবং চতুর্থ শ্রেণির (আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে) ০৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে । রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬ টি পদের মধ্যে ২ টি পদে প্রেষণে এবং ১১টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৩টি পদের মধ্যে ৭ টি পদের বিপরীতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন মামলা দাখিল করায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত এবং ৬ টি পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ, দেশীয় প্রশিক্ষণঃ

- দেশীয় প্রশিক্ষণের মোট সময় = ৩৮৮ ঘন্টা
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মোট সময় =১২০২ ঘন্টা

  - ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং দেশীয় প্রশিক্ষণের মোট সময় = ১৫৯০ ঘন্টা।
  - ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জনবলের প্রশিক্ষণের সময় (১৫৯০/১৩)= ১২২ জনঘন্টা।

৭. পরিবেশ সংরক্ষণ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য জ্বালানি নিশ্চয়তা বিধানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা/স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত থাকবে ।

৮. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এর কর্মধারাকে অধিকতর কার্যকর করার

উদ্দেশ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক "Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resources Management" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ অর্জনের জন্য একটি দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হবে।

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরী সহায়ক শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠা করা;
- নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন করা;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;
- কর্মকর্তাদের জ্বালানি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে স্বল্প সময়ের জন্য প্রেষণের ব্যবস্থা করা;
- জ্বালানি ও খনিজ সেক্টরে যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- স্টাডি ও গবেষণাধর্মী কর্মসম্পাদন;

৯. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)
এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

১. পরিচিতি:

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ মূলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয় কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, লাইসেন্স প্রদান, ট্যারিফ নির্ধারণ, বিরোধীয় বিষয়ে সালিশ মীমাংসা, ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন আইনগতভাবে দায়বদ্ধ।

১.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) ভোক্তাকে সঠিক মান এবং পরিমাণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(ঘ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঙ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(চ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(ছ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(জ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঝ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঞ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(ট) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেশনে প্রেরণ করা;

(ঠ) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;

(ড) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

১.২ কমিশনের জনবল কাঠামো:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুমোদিত বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৮১টি পদ রয়েছে। চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। বর্তমানে কমিশনে ১ জন সচিব, ৪ জন পরিচালক (২ জন সংযুক্তিতে), ৮ জন উপপরিচালক (১ জন সংযুক্তিতে), ১ জন চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, ১২ জন সহকারী পরিচালক (১ জন সংযুক্তিতে), ১৭ জন অফিস

সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/ব্যক্তিগত সহকারী/হিসাব সহকারী, ১৫ জন গাড়িচালক (৫ জন চুক্তিভিত্তিক, ২ জন দৈনিক মজুরীভিত্তিক), ১৯ জন অফিস সহায়ক (৩ জন দৈনিক মজুরীভিত্তিক), ২ জন গার্ড এবং ২ জন ক্লিনার (দৈনিক মজুরীভিত্তিক) কর্মরত রয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশনের কার্যপরিধি বিস্তৃত হওয়ায় কমিশনকে আরও কার্যকর ও যুগোপযোগি করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ৭৬টি পদ সৃষ্টি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

২.০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

২.১ বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ধারা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন থেকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আইন অনুযায়ী কমিশন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স/সার্টিফিকেট প্রদানসহ লাইসেন্সিদের সেবার মান উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ১১৯ টি, সংশোধিত ৭৭ টি ও নবায়ন ৫৯০ টিসহ মোট ৭৮৬ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২.২ গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ ও মজুদকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চাইলে কমিশন হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। আইন অনুযায়ী গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কমিশন হতে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশন হতে গ্যাস বিপণন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ২৬১ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২.৩ পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য কমিশন হতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ/প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশনের পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক অথবা কমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান দ্বারা লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশন হতে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ৮৮ টি, সংশোধিত ৯৮ টি ও নবায়ন ২৭৬ টিসহ মোট ৪৬২ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২.৪ বিরোধ নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

কমিশনের নিকট নিস্পত্তির জন্য যে সমস্ত বিরোধ আসে তার বেশিরভাগই অবৈধ সংযোগ, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, মিটার টেম্পারিং, ন্যূনতম বিল আরোপ, বিল বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ইভিসি মিটারে বিল না করা, Excess Fuel এবং Lequidity Damage আরোপ ইত্যাদি সংক্রান্ত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশনের নিকট সর্বমোট ৪৬ টি বিরোধ নিস্পত্তির আবেদন জমা হয়। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ২৭ টি বিরোধ নিস্পত্তিপূর্বক কমিশন রোয়েদাদ (Award) প্রদান করে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিরোধ ১১ টি, গ্যাস (শিল্প ও বাণিজ্য) সংক্রান্ত বিরোধ ১১ টি এবং গ্যাস (সিএনজি) সংক্রান্ত বিরোধ ৫ টি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশনে প্রাপ্ত আবেদন ও নিস্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭৮ ও ২১০ টি। তন্মধ্যে প্রতিবেদনাধীন সময়ে প্রাপ্ত আবেদন ও নিস্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৬ ও ২৭ টি।

২.৫ মূল্যহার নির্ধারণ কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, বিদ্যুতের সঞ্চালন (হুইলিং চার্জ) এবং ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে থাকে। এছাড়াও কমিশন গ্যাস সঞ্চালন মূল্যহার (চার্জ), গ্যাস বিতরণ মূল্যহার (চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। ভোক্তা, লাইসেন্সী ও স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে কমিশন মূল্যহার নির্ধারণ করে থাকে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, সর্বোপরি এ সেক্টরের আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন বিদ্যুৎ/গ্যাসে/পেট্রোলিয়ামের ট্যারিফ সমন্বয় করে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত/পুনঃনির্ধারিত বেসরকারি লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)'র ট্যারিফ (মূল্যহার) পরিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে ১৮টি বেসরকারি এলপিজি লাইসেন্সী কমিশনে আবেদন/প্রস্তাব পেশ করে। উক্ত আবেদন/ প্রস্তাবসমূহের ওপর ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে কমিশন আবেদনকারী লাইসেন্সীগণ এবং আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ করে। বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে রীট পিটিশন নম্বর-১৩৬৮৩/২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখের আদেশ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে কমিশন কর্তৃক বেসরকারি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ের মূল্য পরিবর্তনসহ মূল্য সমন্বয় করা হয়। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৯.৫ এ বর্ণিত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুযায়ী সৌদী আরামকো কর্তৃক ঘোষিত Saudi CP'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমিশন বেসরকারি এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ লাইসেন্সী/অটোগ্যাস স্টেশন লাইসেন্সী কর্তৃক সরবরাহকৃত এলপিজি এবং অটোগ্যাসের ভোক্তাপর্যায়ের মূল্য মাসভিত্তিতে সমন্বয় করে আসছে।

গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি ও বিতরণ কোম্পানিসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন ট্যারিফ এবং বিতরণ কোম্পানিসমূহের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি প্রদান এবং সমূহবিষয় বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক কমিশন ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান ভারিত গড় মূল্যহার ৯.৭০ টাকা/ঘনমিটার থেকে ২২.৭৮% বৃদ্ধি করে ১১.৯১ টাকা/ঘনমিটার নির্ধারণ করে ০৪ জুন ২০২২ তারিখ আদেশ জারি করে; যা বিল মাস জুন ২০২২ হতে কার্যকর হয়েছে।

২.৬ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য ১১.২২% হারে বৃদ্ধি করে "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" গঠন করা হয়-যা ০১ আগষ্ট ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়। এই তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এ তহবিলে মুনাফাসহ মোট ১৬,৯৫৮.২৯ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে বাপেক্স গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৩৫টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যার মধ্যে ৩২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

২.৭ বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন:

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন করে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়ের ওপর চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে কমিশন ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত তহবিলে জমার হার বাল্ক পর্যায়ে প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করে। উক্ত তহবিলে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মুনাফাসহ ১২,৮০৬.০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে।

২.৮ জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন:

০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাসের সম্পদ মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে কমিশন আদেশ বলে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" গঠন করা হয়েছে। গ্যাস কোম্পানিসমূহ এই তহবিলে সংগৃহীত অর্থ এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা/সুদ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এ তহবিলে মুনাফাসহ মোট ১৩,২৩৬.৬৮ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে। এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে রিভলভিং ফান্ড হিসাবে এ তহবিল হতে ১৩,২২৭.৪৪ কোটি টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৯ গ্রীড কোড প্রণয়ন:

গ্রীড কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম পরিকল্পনা, ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ ম্যানেজমেন্ট, জেনারেশন শিডিউল প্রস্তুতকরণ, বাকআউটের সময় সিস্টেম রিকভারি, ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যেকোন ইকুইপমেন্টের নিরাপত্তা

নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপায়ে মিটারিং ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রীডের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড' রেগুলেশনস আকারে ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রাক-প্রকাশনা করে মতামত আহ্বান করা হয়েছে। কোনো মতামত পাওয়া না যাওয়ায় উক্ত গ্রীড কোডটি চূড়ান্ত করে গেজেটে প্রকাশের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.১০ অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন:

সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশন ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে গ্যাস খাতের লাইসেন্সীসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ # ২০১৮/০১ জারি করেছে এবং ১ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণের গাইডলাইন্স; গ্যাস খাতের জন্য প্রযোজ্য সকল চার্ট অব একাউন্টস (জেনারেল লেজার, সাব-সিডিয়ারি লেজার এবং সাব-সাবসিডিয়ারি লেজার প্রভিশনসহ); স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স; স্থায়ী সম্পদের ক্লাসিফিকেশন, অবচয় হিসাবের পদ্ধতি এবং অবচয়ের হার নির্ধারণ; স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টার সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা; রেশিও এনালিসিস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অভিন্ন ফরম্যাটে রিপোর্টিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল গ্যাস সংস্থা/কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য ব্যালান্স শীট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং চেঞ্জ অব ইক্যুইটি স্টেটমেন্ট প্রস্তুতের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের অর্থায়নে গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড্ অভিন্ন একাউন্টিং সফট্ওয়্যার সেবা ক্রয়ের নিমিত্ত ২৩ মে ২০২১ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ন্যায় কমিশন বিদ্যুৎ খাতের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে এবং বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া কমিশন কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সকল ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২.১১ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম:

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান। লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে ই-লাইসেন্সিং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। কমিশনের সেবা গ্রহীতাগণ সকল প্রকার লাইসেন্স অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে সহজে পাচ্ছেন। এর ফলে সেবা গ্রহীতাগণ কমিশন কার্যালয়ে না এসে ঝামেলা ও হয়রানিমুক্ত সেবা গ্রহণ করছেন। কমিশনের অধিকাংশ নথি বর্তমানে ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। ই-নথি কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২.১২ কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে এনার্জি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত গ্রীন বিল্ডিং (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেকটস (আইএবি) এর সহযোগিতায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১৭-২১ এর বিধান এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪ ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুরেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ অনুযায়ী কমিশনের আর্থিক কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের আয়ের প্রধান উৎস লাইসেন্স ফি, আবেদন ফি, ফরম ও শিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, সিস্টেম অপারেশন ফি, আরবিট্রেশন ফি, ব্যাংক সুদ ইত্যাদি। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশনের অনিরীক্ষিত সর্বমোট আয়ের পরিমাণ ৩৭.৫৩ (সাইত্রিশ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকা এবং অনিরীক্ষিত আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ২৮.০০ (আটাশ কোটি) টাকা। ব্যয়িত টাকার মধ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন 'কর্মচারী' অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্প প্রবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত তহবিলে স্থানান্তরকৃত ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে।

৪. মানব সম্পদ উন্নয়ন:

কমিশনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগি ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়নি।

৫. পরিবেশ সংরক্ষণ:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অনুযায়ী কমিশন এনার্জি সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এসব লাইসেন্স ইস্যু করার পূর্বে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (NOC) গ্রহণ করা হয়। কমিশন চূড়ান্ত লাইসেন্স অনুমোদনের পূর্বে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ও জেনারেটরের অবস্থানগত বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে।

৬. কমিশনের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা:

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে:

১) সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কোডস এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা;

২) লাইসেন্সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা;

৩) জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করা;

৪) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা;

৫) এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার করা;

৬) কমিশনের সালিশ মীমাংসা কার্যক্রম গতিশীল ও অব্যাহত রাখা;

৭) আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ও এলপিজি'র ট্যারিফ নির্ধারণ অব্যাহত রাখা;

৮) Performance Management System চালু করা;

৯) এনার্জি অডিটের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা;

১০) জ্বালানি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির (Prepaid meter, EVC meter ইত্যাদি) ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১১) আগারগাঁওস্থ' শেরে-ই-বাংলানগরে কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা;

১২) কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তন করা;

১৩) কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা;

১৪) কমিশনের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং এনার্জি খাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন Tools এবং Equipments এর Standardization নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

১৫) রেগুলেটরী কাজে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেগুলেটরী সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করা;

১৬) কমিশনের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করা;

১৭) ই-লাইসেন্সীং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পেপারলেস অফিস তৈরি করা;

১৮) কমিশনের কার্যক্রমে সৃজনশীলতার প্রয়োগ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি;

১৯) কমিশনে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. অন্যান্য কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৩২ টি কমিশন সভা, ৫৪ টি বিশেষ কমিশন সভা, ৯ টি সমন্বয় সভা, ২ টি উন্মুক্ত সভা এবং ৩ টি গণশুনানি সম্পন্ন করেছে। ১৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনলাইনে অনুষ্ঠিতব্য South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর 22th Executive Committee Meeting (ECM) এ অংশগ্রহণ করা হয়। ৮-৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে United States Department of State এবং Deloitte কর্তৃক আয়োজিত Dispute Settlement শীর্ষক ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করা হয়। ২৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত SAFIR Working group এর ৩য় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। United States Department of State কর্তৃক আয়োজিত ২৫-২৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'Improving Gas Plant Efficiency' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। NARUC কর্তৃক আয়োজিত ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'Tariff Rate Design' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। গত ০৭-১৬ এপ্রিল ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী মিশর-সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত 'Energy Efficiency and Energy Regulation' শীর্ষক প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেছেন।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) এর কার্যক্রম

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি

১.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন এ ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

১.১ প্রধান কার্যাবলি

(ক) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ;

(খ) লাইসেন্স/ইজারা আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ;

(গ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর;

(ঘ) মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ;

(ঙ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত;

(চ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও পরামর্শ প্রদান;

(জ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়;

১.২ জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১	মহাপরিচালক	০১	০১
২	পরিচালক	০১	০১
৩	পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
৪	উপ পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)	০১	০১
৫	উপ পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
৬	সহকারী পরিচালক	০১	-
৭	সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	০১	০১
৮	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১	০১
৯	সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১	০১
১০	সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)	০১	-
১১	তত্ত্বাবধায়ক	০১	-
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১
১৩	হিসাবরক্ষক	০১	০১
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	০
১৫	ড্রাফটসম্যান	০১	০১

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা
১৬	সার্ভেয়ার	০১	০১
১৭	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান	০১	০১
১৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৫	০৩
১৯	কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ	০৩	০১
২০	ড্রাইভার	০২	-
২১	অফিস সহায়ক	০২	০২
২২	জারীকারক	০১	০১
২৩	অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান	০৫	০৩
২৪	নিরাপত্তা কর্মী	০২	০২
২৫	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	০১	০১
মোট	৩৮	২৪	

২.০ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

(১) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫২.৩০ (বাহান্ন কোটি ত্রিশ লক্ষ) কোটি টাকা। বিএমডি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হতে প্রাপ্ত রয়্যালটিসহ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর এবং সিলিকাবালু কোয়ারির ইজারাবাবদ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৭৯.২১ (উনআশি কোটি একুশ লক্ষ) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে;

(২) বিএমডির ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের অর্জন সন্তোষজনক ;

(৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২০-২০২১ এ অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে;

(৪) মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এবং বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষ করে তুলতে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিএমডির কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

(৫) বিএমডির জনবল কাঠামোর শূন্য পদগুলো নিয়োগ বিধি অনুযায়ী পূরণের নিমিত্ত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩য় শ্রেণীর ০৯ (নয়) জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট শূন্য পদসমূহে দ্রুত নিয়োগ প্রদান করা হবে।

৩.০ আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত)-এর অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারার মাধ্যমে ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে রাজস্ব (রয়্যালটি, বার্ষিক ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডির রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে বিএমডির মোট রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ৩৭২.৭৫ কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিএমডির মোট ব্যয় ছিল মাত্র ৯.৭৬ কোটি টাকা। বিএমডির জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বিগত ৫ বছরে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ : (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আদায়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৭-১৮	৯৮.৮৭	১.৭৫
২০১৮-১৯	৪৬.০৩	১.৮০
২০১৯-২০	৭১.৭১	২.১০
২০২০-২১	৭৬.৯৩	২.১০
২০২১-২২	৭৯.২১	২.০১
মোট	৩৭২.৭৫	৯.৭৬

৪.০ বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

বিএমডিতে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেই।

৫.০ বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

বিএমডিতে বাস্তবায়নাধীন কোন প্রকল্প নেই।

৬.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এবং বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষ জনবল হিসাবে গড়ে তুলতে বছরব্যাপী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিএমডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও ইনোভেশন কর্মসূচির অংশ হিসাবে বিএমডির ০৩ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৭.০ পরিবেশ সংরক্ষণ

প্রযোজ্য নয়।

৮.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন : ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং জনগণের দোরগোড়ায় সহজে ও দ্রুততম সময়ে সেবা পৌঁছানোর নিমিত্ত বিএমডি কর্তৃক প্রদত্ত প্রচলিত সেবাসমূহকে ২০২২ সালের মধ্যে ই-সেবায় রূপান্তর।

(খ) শাখা অফিস স্থাপন : খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন/আহরণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহরে নিজস্ব শাখা অফিস স্থাপন;

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন : জনবল নিয়োগ ও নিয়োগকৃত জনবলকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.০ অন্যান্য কার্যক্রম : প্রযোজ্য নয়।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর এর কার্যক্রম

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর একটি সংযুক্ত দপ্তর।

বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এবং পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ (বিস্ফোরক আইন, ১৯৩৪ রহিতকরণপূর্বক প্রণয়নকৃত) এর আওতায় প্রণীত নিম্নোক্ত বিধিমালাসমূহের সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে ব্যবহার্য বিস্ফোরক, গ্যাস, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, পেট্রোলিয়াম এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিপজ্জনক প্রজ্বলনীয় পদার্থ সৃষ্ট বিস্ফোরণ এবং অগ্নি-দুর্ঘটনাজনিত দুর্ঘটনা রোধকরণ বিস্ফোরক পরিদপ্তরের দায়িত্ব।

দপ্তরের কার্যাবলি

খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে ব্যবহার্য বিস্ফোরক, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার্য উচ্চ-চাপে পাইপলাইনে ধারণকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এনজি) ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), উচ্চ-চাপে সিলিন্ডারে ধারণকৃত সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) ও সিলিন্ডারে এবং আধারে ধারণকৃত তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অ্যাসিটিলিন, নাইট্রাস অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, সালফার-ডাই অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হিলিয়াম, আর্গন, অগ্নি-নির্বাপন গ্যাস, রেফ্রিজারেন্ট গ্যাসসহ অন্য কোনো গ্যাস অথবা যেকোনো গ্যাসের মিশ্রণ, পেট্রোলিয়াম, সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সময় সময় ঘোষিত পেট্রোলিয়াম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বিপজ্জনক প্রজ্বলনীয় পদার্থ এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদ, আমদানি, পরিবহন এবং উৎপাদনকালে সৃষ্ট বিস্ফোরণ এবং অগ্নি-দুর্ঘটনা হতে জান এবং সম্পদ রক্ষাকরণের দায়িত্ব পালন করে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর নিম্নোক্ত আইন এবং এর আওতায় প্রণীত বিধিমালাসমূহের সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে দায়িত্ব পালন করে:

(ক) বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ (১৯৮৭ পর্যন্ত সংশোধিত) এর আওতায় প্রণীত বিধিমালাসমুহ

(১) বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪

(২) গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)

(৩) গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ (২০০৪ পর্যন্ত সংশোধিত)

(৪) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ (২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

(৫) সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫

(৬) এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮

(খ) পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা

(১) পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮

(২) কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩

(৩) প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)

অধিকন্তু, বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট, ১৯০৮ এবং আর্মস অ্যাক্ট, ১৯৭৮ এর আওতায় বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকে।

কাজের বর্ণনা

(১) বিস্ফোরক প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, খালি বা ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স/পারমিট/ অনাপত্তিপত্র মঞ্জুর।

(২) লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ প্ল্যান অনুমোদন, বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি অনুমোদন প্রদান।

(৩) বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্ল্যান্টের লাইসেন্স প্রদান।

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পথ নকশা অনুমোদন এবং নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান।

(৫) সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্র, পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের মেয়াদ এবং সিলিন্ডার পরীক্ষণের অনুমোদনকরণ;

(৬) সমুদ্রগামী জাহাজের পেট্রোলিয়াম পরিবাহী ট্যাংকসমূহে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগীতা যাচাই করণার্থে গ্যাস ফ্রি পরীক্ষণ করে সনদ প্রদান।

(৭) এ দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিধিমালার আওতাভূক্ত বিষয়ে কোন সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত ও কারণ অনুসন্ধান।

(৮) মহামান্য আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক প্রেরিত কোন বোমা/বিস্ফোরক জাতীয় আলামত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

(২) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং সশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদানও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের অংশ।

অর্জিত সাফল্য ও অগ্রগতি:

বিস্ফোরক: প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, কূপ খনন ওয়ার্কওভার কাজ, সিসমিক সার্ভে কার্যের জন্য ব্যবহার্য 'বিস্ফোরক নিরাপদে আমদানি, মজুদ ও পরিবহনকার্যে দেশীয় কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে পূর্বের মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স নবায়নসহ বিস্ফোরক আমদানির জন্য ০৫টি ও পরিবহনের জন্য ০৭টি লাইসেন্স/ পারমিট অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, সিসমিক সার্ভে সম্পন্নকরণের জন্য জাতীয় গ্যাস কোম্পানি মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানিগুলির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ২৪৮০৪২ পিস ডেটোনেটর; ১২০০ পিস শেইপড চার্জ, ২২০ মিটার ডেটোনেটিং কর্ড; ৬৬পিস বুস্টার; ১২০ মেট্রিক টন ইমালশন এক্সপোসিভস আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম: পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ স্ক্র্যাপিং এর পূর্বে ৯,৪১১ পেট্রোলিয়াম ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্ত সনদ প্রদান করা হয়েছে।

এলপিজি: প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারকে উৎসাহিত হচ্ছে বিধায় বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের অধীন ৫,০১,১৭০টি এলপিজি সিলিন্ডার আমদানির অনুমতি প্রদান এবং এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের জন্য ৫১৮টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস পাইপলাইন: সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত সকল উচ্চচাপ গ্যাস পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ১২৪টি পাইপলাইনের অনুমোদন ও ১১২টি গ্যাস পাইপলাইনের নিশ্ছিদ্রতা যাচাই পরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মামলা নিষ্পত্তিকরণ: সন্ত্রাস নির্মূল করার লক্ষ্যে বিস্ফোরক আইন ও দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালের অধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৫০৮টি ক্ষেত্রে আলামত (বোমা) পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ব্যবসা লাইসেন্সের আওতায় আনার ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারী রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১০ সাল থেকে পেট্রোলিয়াম আইটেমসমূহের বিভিন্ন লাইসেন্সের ফি বৃদ্ধি এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন আইটেমের ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দপ্তরের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত রাজস্ব আয় ও ব্যয়-এর হিসাব প্রদত্ত হলো:

অর্থবছর	আয়	ব্যয়
২০০৯-২০১০	১,৮০,২১,০০০/-	১,০৬,৬৯,০০০/-
২০১০-২০১১	২,৯৫,৩৫,০০০/-	১,১০,০৯,০০০/-
২০১১-২০১২	৩,৬৩,৮৫,০০০/-	৯৮,০১,০০০/-
২০১২-২০১৩	৪,০১,২১,০০০/-	১,০৮,১৮,০০০/-
২০১৩-২০১৪	৪,১৫,২৯,০০০/-	১,৪৭,৫৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	৫,২৭,১৫,০০০/-	১,১২,৫৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	৬,১৫,১২,০০০/-	১,৮২,০০,০০০/-
২০১৬-২০১৭	৬,৮৮,৭৬,০০০/-	২,০৫,৩৯,৮০০/-
২০১৭-২০১৮	৮,০১,৮৯,০০০/-	৫,৮৫,৯২,০০০/-
২০১৮-২০১৯	৭,৫১,৬৯,০০০/-	১,৮৯,০৫,০০০/-
২০১৯-২০২০	৭,৫০,৩০,০০০/-	২,৮০,৫১,০০০/-
২০২০-২০২১	৭,২৩,৫৩,০০০/-	৩,২৪,৮৯,০০০/-
২০২১-২০২২	৬,৯৪,০২,০০০/-	৩,৫০,১১,০০০/-

(৪) মানব সম্পদ উন্নয়ন

১। বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

(ক) তুরস্কে "Energy and Mineral resources extraction processes and explosives usages in mining sector" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ;

(খ) ফিলিপাইনে "Strategic Human Resources Management and Innovations in Public Services" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ;

২। দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

(ক) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

(খ) ফায়ার ফাইটিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

(গ) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

(ঘ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ;

(ঙ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ;

(চ) তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ;

(ছ) 'E-GP and Public Procurement Management' শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

(জ) 'Handling of Disciplinary Cases and Conducting Departmental Inquiry' শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

(ঝ) 'Annual Performance Agreement' শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

(ঞ) মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স;

(ট) অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি কোর্স;

(ঠ) Workshop on Public Procurement Emphasizing on EGP শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

(ড) আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স;

(ঢ) ই-নথির নতুন সংস্করণ ডি-নথি (ডিজিটাল নথি) শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

(ণ) উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ;

(৫) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

১। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৬৯ হতে ১০৪ তে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন সৃষ্ট পদগুলো নিয়োগ বিধিমালাতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়োগ বিধিমালা জারি ও দ্রুত জনবল নিয়োগ করার মাধ্যমে বিপজ্জনক পদার্থ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং তৈল ও গ্যাস সেক্টরসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;

২। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কার্যের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় দপ্তরে রি-স্ট্রাকচারিং ও আধুনিকায়নের জন্য ১১১৫ জন জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৩। ল্যাবরেটরীতে নতুন সরঞ্জাম স্থাপন করত: আধুনিকায়নকরণ;

৪। আইটি লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স সিস্টেম কার্যকরকরণ;

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.emrd.gov.bd